উত্তররামচরিত

মহাকবি ভবভূতি প্রণীত।

শ্রীমতী বিমলা দাসগুপ্তা কর্ত্তৃক
বঙ্গভাষায় অনূদিত।

১৩২৮।

প্রকাশক—
শ্রীআশুতোষ দত্ত, বি, এস সি।
দি মডার্ণ পাবলিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন।

মহাকবি কালিদাসের ন্যায় কবিবর ভবভূতির খ্যাতি জন সাধারণের নিকট বিদিত না থাকিলেও, রচনার ভাব ও ভাষা বিন্যাসে, তিনি যে উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা সুধীগণ মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সরস্বতীর এই বরপুত্রগণ সকলেই সম্যক মাতৃভক্ত ছিলেন, এবং মাতৃপূজার প্রকরণে প্রভেদ থাকিলেও সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহের কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব লক্ষিত হয় না। তবে কালিদাস মায়ের আব্দারে ছেলে বলিয়া জননীর উপর তাঁহার একটু জুলুম চলিত। তিনি যখন তখন মায়ের ভাণ্ডারে গিয়া, তাহাতে গচ্ছিত নব নব রসামৃত আপনি পান করিয়া, আবার যথেষ্ট উদ্ধার করিয়া আনিয়া, যদৃচ্ছা বিলাইয়া দিতেন। এজন্য ঘরে ঘরে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ভবভূতির স্বভাব সম্পূর্ণ অন্যরূপ। জুলুম করা দূরে থাকুক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও তিনি কখনও মায়ের কাছে কিছু চাহিয়া লইতেন না। সময় বুঝিয়া মা তাঁহাকে আদর করিয়া, হাতে ধরিয়া যাহা দিতেন মানীপুত্র তাহাই গ্রহণ করিতেন; এবং গুণ বুঝিয়া বাছিয়া রাখিয়া, বাকিটা মাকেই ফেরৎ দিতেন। এজন্য গুণগ্রাহী জন ভিন্ন, তিনি, যথায় তথায় মায়ের দেওয়া ধন, বিলাইতে বড় নারাজ ছিলেন। তাহার প্রমাণ তাঁহার স্বরচিত "মালতীমাধব" নামক নাটকের প্রস্তাবনাতে স্পষ্টই পাওয়া যায়। যথা;—

"যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।"

কলিদাস যেন ভাবের আবেগে বিহ্বল হইয়া ভাষার দাস হইয়া পড়িতেন, আর ভবভূতি ভাবকে আরো প্রসার করিয়া ভাষাকে নিজের আয়ত্তে রাখিতে সমর্থ ছিলেন। তাই কালিদাসের রচনা সরস সুন্দর, আর ভবভূতির উক্তি-সকল ভাবের গৌরবে মনোহর। তিনি এই পুস্তকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে নিখুঁৎ চিত্র সকল অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার উপমা বিরল। যেমন ;—

'পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং
বিপর্য্যাসং যতো ঘন বিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাম্।
বহোর্দৃষ্টং কালাদ্‌পরমিব মন্যে বনমিদং,
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুদ্ধিং দ্রঢ়য়তি'

কিংবা—"গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘুৎকারবৎকীচক-
স্তম্বাড়ম্বরমূকমৌকুলিকুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোঽয়ং গিরিঃ।
এতস্মিন্ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কূজিতৈ
রুদ্বেল্লন্তি পুরাণরোহিণতরুস্কন্ধেষু কুম্ভীনসাঃ।

তারপর, প্রেমের আদর্শ দেখুন। যথা ;—

"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যদ্
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে॥

আরও—"তটস্থং নৈরাশ্যাদপিচ কলুষং বিপ্রিয়বশাৎ
বিয়োগে দীর্ঘেঽস্মিন্ ঝটিতি ঘটনোত্তম্ভিতমিব।
প্রসন্নং সৌজন্যাদ্দয়িতকরুণৈর্গাঢ়করুণং
দ্রবীভূতং প্রেম্ণা তব হৃদয়মস্মিন্ ক্ষণইব॥

ইত্যাদি শ্লোকে, নারী হৃদয়ের প্রেমের যে চরম উৎকর্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কবিতার বিশেষত্বও মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। এই সকল মহাকবিদিগের বিরচিত কাব্য নাটকাদি বিষয়ে পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহোদয়গণ, আপন আপন সুমহান মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমার মত নগণ্যার এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করা ধৃষ্টতা মাত্র।

অনুবাদ আর মূল গ্রন্থে যে কত প্রভেদ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তথাপি যে, আমার মত অল্পমতি জন, পুনরায় ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে, তাহার কারণ "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের বঙ্গানুবাদ-পুস্তকে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এস্থানেও পুনরায় বলিতেছি, মহামতি ভবভূতি তাঁহার এই "উত্তর-রামচরিতে" সীতা দেবী, ঋষি কন্যা আত্রেয়ী বনদেবতা বাসন্তী, ভগবতী বসুন্ধরা এবং ভাগীরথী, অরুন্ধতী প্রভৃতির অবতারণা করিয়া উন্নত নারী-চরিত্রের উদারতা, সৌজন্য, আত্মসংযম ও বিনয়ের যে আদর্শ অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়াই এই গ্রন্থ অনুবাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এবং এই অনুবাদ পাঠে প্রকৃতভাবের সম্যক্ অভি-ব্যক্তির অভাব দেখিয়া যদি বঙ্গমহিলাদিগের কাহারও অপরি-

তৃপ্ত অন্তরে মহাকবিদিগের মূলগ্রন্থ অধ্যয়নের স্পৃহা জন্মে তবেই শত দোষ ক্রটী সত্ত্বেও আমার এই নবীন উদ্যমের সকল শ্রম সার্থক মনে করিব। এই রূপে যতই এই দেবভাষার চর্চ্চা অন্তঃপুরে বিস্তার লাভ করিবে, ততই বঙ্গের গৃহলক্ষ্মীগণ আপনা হইতেই এই সকল আদর্শানুযায়ী স্ত্রীচরিত্রের অনুসরণ করিতে অভিলাষী হইবেন, ইহা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি। সুতরাং উদার পাঠক পাঠিকাগণের নিকট যে অযাচিতভাবে এই পুস্তকের সর্ব্ববিধ ভ্রম প্রমাদ মার্জ্জনীয় হইবে, ইহাও নিশ্চয় জানি।

৮নং ময়রা ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।	নিবেদিকা
শকাব্দ ১৮৩৫, ১৫ই ফাল্গুন।	শ্রীবিমলা দাসগুপ্তা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

১। নট
২। সূত্রধার
৩। রামচন্দ্র
৪। অষ্টাবক্র মুনি
৫। লক্ষ্মণ
৬। প্রতিহারী
৭। দুর্ম্মুখ
৮। শম্বুক
৯। সৌধাতকি
১০। ভাণ্ডায়ন
১১। রাজর্ষি জনক
১২। কঞ্চুকী
১৩। লব
১৪। কুশ
১৫। চন্দ্রকেতু
১৬। বটু সকল
১৭। সুমন্ত্র।
১৮। বিদ্যাধর
১৯। মহর্ষি বাল্মীকি

স্ত্রীগণ।

১। সীতা
২। আত্রেয়ী
৩। বাসন্তী
৪। তমসা
৫। মূরলা
৬। অরুন্ধতী
৭। কৌশল্যা
৮। বিদ্যাধরী
৯। বসুন্ধরা
১০। ভাগীরথী

উত্তররামচরিত।

পূর্ব্ব কবিগুরুদিগকে প্রণিপাত পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাঁহাদিগের প্রসাদে নিত্যব্রহ্মের অংশস্বরূপিণী সেই বাগ্‌দেবী আমাদিগের এই গ্রন্থ প্রণয়ন-প্রয়াসে সহায়তা করেন।

নান্দী শেষে

সূত্রধার। আর বাহুল্যে প্রয়োজন কি? আজ ভগবান্ কালপ্রিয়নাথের যাত্রা-মহোৎসবে সমাগত মহোদয়দিগের নিকট নিবেদন, পূজনীয় সামাজিকগণ অবগত হউন, কাশ্যপ-গোত্রে শ্রীকণ্ঠ-উপাধি ভূষিত শব্দবিদ্যায় পারদর্শী জাতূকর্ণীপুত্র ভবভূতি নামে এক কবি আছেন। ভগবতী বাগ্‌দেবী প্রেমে বশীভূতা রমণীর ন্যায় যে ব্রাহ্মণের সতত অনুসরণ করেন, আমরা তাঁহার রচিত উত্তররামচরিত নামধেয় নাটকের অভিনয় করিব। এই অভিনয়ের অনুরোধে অদ্য আমাকে তৎকালীন অযোধ্যাবাসী বলিয়া মনে করিতে হইবে। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত

ও সকলকে আহ্বান করিয়া) ওহে! ওহে! সেই দশাননবংশ-ধ্বংসকারী এই রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে বহুদিনব্যাপী নিরন্তর আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে, হঠাৎ সমস্ত রঙ্গভূমি অভিনেতৃশূন্য নিস্তব্ধ দেখিতেছি কেন ?

নট। হে বিদ্বন্! (প্রবেশ করিয়া) যে সকল পুণ্যাত্মা ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি এবং লঙ্কা-যুদ্ধের সহায় বানর ও রাক্ষসগণ এই রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া অভিনন্দনের নিমিত্ত-এখানে আগমন করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের পরিতোষ বিধানের নিমিত্ত এতদিন উৎসব চলিয়াছিল, সম্প্রতি মহারাজ তাঁহাদের সকলকেই স্ব স্ব গৃহে প্রেরণ করিয়াছেন, আর শ্রীরামচন্দ্রের জননীগণও দেবী অরুন্ধতী এবং ভগবান্ বশিষ্ঠের সহিত জামাতার যজ্ঞসন্দর্শনের নিমিত্ত তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়াছেন।

সূত্রধার। তাই বটে।

নট। আমি বিদেশী জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই যে জামাতার কথা বলিলে, তিনি কে ?

সূত্রধার। শান্তা নামে দশরথ রাজার যে কন্যা জন্মে, রাজর্ষি লোমপাদকে নিঃসন্তান জানিয়া রাজা দশরথ তাঁহাকে সেই কন্যা দত্তকপুত্রীরূপে দান করেন। তাহারপর বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ সেই কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। এক্ষণে তিনি দ্বাদশ বর্ষব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারই আদেশ-ক্রমে পূর্ণগর্ভা বধূ জানকীকে গৃহে রাখিয়া গুরুজন তথায় গমন

করিয়াছেন। যাক্ ও সব কথাতে আর কাজ কি? এস, আপন আপন জাতীয় আচার অনুসারে মহারাজের স্তুতিবাদে উপস্থিত হই।

নট। তবে হে বিদ্বন্! আপনিই সম্রাটের যথাযোগ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্তোত্রপদ্ধতি নির্ব্বাচনের ভার গ্রহণ করুন।

সূত্রধার। আর্য্য! সমালোচনীয় বস্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও তাহা একেবারে দোষ-শূন্য প্রমাণিত হয় কি? যেমন সাধ্বীর চরিত্রের নিষ্কলঙ্কতায়, তেমনি আবার ভাষার উপযোগিতায় লোকে দুর্জ্জনের ন্যায় আচরণ করে।

নট। শুধু দুর্জ্জন বলিতেছ? অতিদুর্জ্জন বলিলে তবে ঠিক হয়। এই দেখনা, অমন সাধ্বী যে সীতা দেবী, তিনি একাকিনী সেই রাক্ষসরাজের বাসভবনে ছিলেন বলিয়া তাঁহারই পবিত্র নামে অপবাদ প্রদান করিতেছে। শুধু কি তাই? এই অপবাদ দূর করিবার জন্য লঙ্কাপুরে সর্ব্বজনসমক্ষে অগ্নি-পরীক্ষায় তাঁহার দেহের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হইলেও এখানকার লোকেরা তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে না।

সূত্রধার। এখন যদি এই দুর্নাম মহারাজের কর্ণগোচর হয়, তবে কি ক্ষোভের বিষয় হইবে বল দেখি।

নট। দেবতা ও ঋষিগণ কল্যাণ বিধান করিবেন। ওহে কে আছে হে? মহারাজ সম্প্রতি কোথায় আছেন বল দেখি? (কর্ণপাত করিয়া) শুনিতে পাই স্নেহপ্রযুক্ত জনক রাজা শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে, অভিনন্দনের জন্য

অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। এত দিন নানা আমোদ-উৎসবে কাল যাপন করিয়া অদ্য মিথিলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। পিতার অদর্শনে দেবী বড়ই উন্মনা হইয়াছেন। মহারাজ তাঁহার চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত রাজাসন হইতে উঠিয়া সম্প্রতি শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

সকলের প্রস্থান।

রাম ও সীতা আসনে উপবিষ্ট।

রাম। দেবি বৈদেহি! ধৈর্য্য অবলম্বন কর, গুরুজন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। জানই ত, অগ্নিহোত্রী ঋষিগণের গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম রক্ষা করিবার পক্ষে কত প্রতিবন্ধক আছে। প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে কত প্রকারের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি পালন করিতে হয়, সুতরাং সেই সকল অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছামত অন্যত্র থাকা তাঁহাদিগের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। অতএব মনকে স্থির কর।

সীতা। আর্য্যপুত্র! সবই ত বুঝি। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের অদর্শনে মনে ধৈর্য্যচ্যুতিও ত স্বাভাবিক! কি করি বলুন?

রাম। তা ত বটেই! এই সকল মর্ম্মান্তিক ভাব দেখিয়াই ত সংসারে বীতস্পৃহ মনীষিগণ সকল মায়া মোহের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া একেবারে অরণ্যবাসে বিশ্রামসুখ উপভোগ করেন।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। রামভদ্র! (অর্দ্ধেক উচ্চারণ করিতে গিয়া সশঙ্ক-চিত্তে) মহারাজ!

রাম। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আর্য্য! পিতার সময়ের পরিজনের মুখে আমাকে "রামভদ্র" বলিয়া সম্বোধনই অধিক শোভা পায়। অতএব এখনও আপনার সেই চির-অভ্যস্ত নামেই আমাকে আহ্বান করুন।

কঞ্চুকী। ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে অষ্টাবক্রমুনি আসিয়াছেন।

সীতা। আর্য্য! তবে তাঁহাকে আনায় বিলম্ব করা হইতেছে কেন?

রাম। শীঘ্র তাঁহাকে এখানে লইয়া আসুন।

কঞ্চুকীর প্রস্থান।

অষ্টাবক্র। (প্রবেশ করিয়া) তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হউক।

রাম। অভিবাদন করিতেছি, এই আসনে উপবেশন করুন।

সীতা। প্রণাম করি। আমার সকল গুরুজনের মঙ্গল ত? আর্য্যা শান্তা কুশলে আছেন?

রাম। সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা আমার ভগিনীপতি ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গ এবং আর্য্যা শান্তা নির্ব্বিঘ্নে আছেন ত?

সীতা। আমাদিগকে তাঁহারা স্মরণ করেন কি?

অষ্টাবক্র। (উপবেশন পূর্ব্বক) নিশ্চয়। দেবি! বশিষ্ঠ

তোমাকে বলিয়াছেন—"বিশ্বের পালনকর্ত্রী ভগবতী বসুন্ধরা তোমার জননী এবং প্রজাপতিতুল্য রাজা জনক তোমার পিতা, আর স্বয়ং সূর্য্যদেব এবং আমরা যে রাজবংশের কুলগুরু, হে নন্দিনি! তুমি তাঁহাদিগেরই বধূ হইয়াছ, অতএব আমাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় আর কি হইতে পারে? কেবল আশীর্ব্বাদ করি, তুমি বীরপ্রসবিনী হও।"

রাম। আমরা কৃতার্থ হইলাম। কেননা, সংসারের সাধুগণ সিদ্ধ বাক্যেরই পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু ঋষি-শ্রেষ্ঠগণের বচন ভবিষ্যতে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।

অষ্টাবক্র। ভগবতী অরুন্ধতী পূজনীয়া দেবীগণ এবং শান্তাও বারংবার অনুরোধ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই অন্তঃসত্ত্ব অবস্থায় বধূর যখন যাহা অভিলাষ হইবে, অচিরে যেন তাহা পূর্ণ করা হয়।

রাম। হাঁ, ইঁনি যখন যাহা অনুমতি করেন, যথাশক্তি তাহা পালিত হইতেছে।

অষ্টাবক্র। ননান্দৃপতি ঋষ্যশৃঙ্গ এবং দেবী শান্তা আরো বলিয়া দিয়াছেন, "বৎসে! তুমি আসন্নপ্রসবা জানিয়া সম্প্রতি যজ্ঞোৎসবে তোমাকে আনা সঙ্গত মনে করি নাই এবং এ অবস্থায় একাকিনী থাকিলে পাছে চিত্তের প্রসন্নতা রক্ষা করিতে না পার, সেই আশঙ্কায় বৎস রামচন্দ্রকে তোমার চিত্তবিনো-দনের নিমিত্ত রাখিয়াছি। তুমি একেবারে পুত্র ক্রোড়ে করিয়া আমাদিগকে দেখা দিবে, আমরা সেই আশায় রহিলাম।"

রাম। (ঈষৎ হর্ষিত ও লজ্জিত ভাবে) আপনাদিগের আশীর্ব্বাদ সফল হউক। তারপর, ভগবান্ বসিষ্ঠের কিছু আদেশ আছে কি?

অষ্টাবক্র। আছে বই কি? তাঁর বক্তব্য এই—আমরা ত জামাতার যজ্ঞানুষ্ঠানে আবদ্ধ। তুমি বালক, নূতন রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছ; প্রজারঞ্জনে সর্ব্বদা রত থাকিবে। যে হেতু, আমাদের বংশের প্রজারঞ্জনের যশই পরম ধন।"

রাম। ভগবান্ বশিষ্ঠের আদেশ শিরোধার্য্য। এই আমার প্রজাপুঞ্জের মনস্তুষ্টির জন্য স্নেহ দয়া সুখ—এমন কি, প্রাণপ্রিয়া জানকীকে পর্য্যন্ত যদি বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাতেও আমি ব্যথিত নহি।

সীতা। এই জন্যই আর্য্যপুত্রকে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকে।

রাম। কে কোথায় আছ হে! এই অষ্টাবক্র মুনির বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দেও।

অষ্টাবক্র। (গমনোদ্যত হইয়া) এই যে আমাদের কুমার লক্ষ্মণ উপস্থিত।

প্রস্থান।

প্রবেশ পূর্ব্বক।

লক্ষ্মণ। আর্য্যের জয় হউক। আমাদের আদেশ মত সেই চিত্রকর এই চিত্রফলকে আর্য্যের সকল অবস্থা চিত্রিত করিয়াছে, একবার দর্শন করিতে আজ্ঞা হয়।

রাম। বৎস! দেবীর মনের বিষাদ কিরূপে দূর করিতে

হয় তাহা তুমি ভিন্ন কে জানে ? যাক্, কতদূর অঙ্কিত হইয়াছে বল দেখি ?

লক্ষ্মণ। আর্য্যার অগ্নিতে বিশুদ্ধি পর্য্যন্ত।

রাম। আঃ! ও কথা রাখ। যিনি জন্ম হইতেই আপনিই পবিত্র, তাঁহার আবার পরিশুদ্ধি কি ? স্বতঃশুদ্ধ তীর্থজল এবং অগ্নিকে আর কে পবিত্র করিবে ? হে দেবি! দেবযজ্ঞসম্ভূতে! তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হইও না। এ জীবনে আর তোমার এ অপবাদ ঘুচিল না। কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়া প্রজারঞ্জন করা কি কষ্টসাধ্য ? অতএব অগ্নিপরীক্ষার সময়ে তোমাকে যে অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছিলাম, উহা কখনই তোমার যোগ্য নহে। স্বাভাবিক সুরভি কুসুমের যোগ্য স্থান মস্তক, উহা কদাচ পদে বিদলিত হইবার উপযুক্ত নহে।

সীতা। আর্য্যপুত্র! এ সকলে কাজ কি ? এখন আপনার বিষয়ে কি চিত্রিত হইয়াছে দেখা যাউক।

লক্ষ্মণ। এই সেই চিত্রপট।

সীতা (দেখিতে দেখিতে) উপরে কে ইঁহারা আর্য্যপুত্রকে যেন নিরন্তর অর্চ্চনা করিতেছেন ?

লক্ষ্মণ। এ সকল সমন্ত্রক জৃম্ভকাস্ত্র। ভগবান্ কৃশাশ্ব এই সকল দিব্যাস্ত্র বিশ্বামিত্র মুনিকে দান করেন। সেই বিশ্বামিত্র আবার তাড়কাবধকালে আর্য্যকে ইহাদিগের অধিকারী করিয়া কৃতার্থ করেন।

রাম। দেবি! এই সকল দিব্য অস্ত্রকে অভিবাদন কর।

কেননা, ব্রহ্মা প্রভৃতি আমাদিগের পূর্ব্ব গুরুগণ বহুকালের তপস্যার ফলে যেন আপনাদিগের তপঃপ্রভাময় তেজ রূপে এই সকল অস্ত্র লাভ করিয়াছেন।

সীতা। ইঁহাদিগকে প্রণাম করি।

রাম। আমা হইতে এক্ষণে তোমার সন্তানগণ ইঁহাদের অধিকারী হইবে, ইহা স্থির জানিও।

সীতা। বড়ই অনুগৃহীত হইলাম।

লক্ষ্মণ। এই দেখ সব মিথিলার ঘটনা।

সীতা। ওমা! তাই ত! আর্য্যপুত্র কেমন অনায়াসে হরধনু ভঙ্গ করিয়াছেন, আর আমার পিতা বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে সেই নবনীলোৎপল-শ্যামল এবং সৌম্য সুন্দর কমনীয় দেহকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া আছেন? সেই শিখণ্ডযুক্ত মস্তকেরই বা কি শোভা দেখ দেখি?

লক্ষ্মণ। আর্য্যে! দেখুন দেখুন। জনকদিগের কুল-পুরোহিত শতানন্দ গৌতম এবং আপনার পিতা নূতন সম্পর্কীয় বশিষ্ঠাদিকে পূজা করিয়া নূতন সম্পর্কের কেমন মর্য্যাদা বাড়াইতেছেন?

রাম। হাঁ, এ সকল দর্শনীয় বটে! যেখানে স্বয়ং কুশিক-নন্দন বিশ্বামিত্র কুলগুরুরূপে, বিবাহে কন্যা দান ও গ্রহণ করেন, সেই জনক-বংশ এবং রঘু-বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ কাহার পক্ষে প্রীতিকর নহে?

সীতা। এই দেখুন না তখন আপনারা চারি ভ্রাতা বিবাহের

মাঙ্গলিক সংস্কার সকল সমাধা করিয়া বিবাহ দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। এই সকল চিত্র দেখিয়া মনে হইতেছে যেন ঠিক সেই দেশে সেই সময়েই বর্ত্তমান আছি।

রাম। হে সুমুখি! যে দিনে শতানন্দ তোমার সেই কঙ্কণ-শোভিত কমনীয় মুক্ত কর আমার হস্তে অর্পণ করিলেন, আর আমি সেই স্পর্শসুখে অন্তরে এক উৎসবানন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, আজ যেন সেই দিনই আবার উপস্থিত, এরূপ মনে হইতেছে।

লক্ষ্মণ। এই আমাদের আর্য্যা স্বয়ং, এই আর্য্যা মাণ্ডবী, আর ইনি আমাদিগের বধূ শ্রুতকীর্ত্তি।

সীতা। বৎস! এই যে আর একজনকে দেখিতেছি, ইনি কে বলিলে না?

লক্ষ্মণ। (লজ্জিত ভাবে ঈষৎ হাস্য করিয়া) বটে! আর্য্যা উর্ম্মিলার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তা হউক, অন্য দিক্ প্রদর্শন করি (প্রকাশ্যে) আর্য্যে! দেখুন দেখুন কত যে দেখিবার আছে। এই যে ভগবান ভার্গব।

সীতা। এ কথা শুনিয়া আমার কেমন ভয় হইতেছে।

রাম। ঋষে! তোমায় নমস্কার করি।

লক্ষ্মণ। আর্য্যে! আমাদের আর্য্যের বীরত্ব দেখুন (এই বলিতে না বলিতে)

রাম। (বিরক্তি সহকারে) এ সব কেন? আরওত কত দেখাইবার বিষয় আছে, সেই সব দেখাও না?

সীতা। (প্রেমবিহ্বল নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া) আর্য্যপুত্র এ হেন বিনয় আপনাতেই সম্ভবে।

লক্ষ্মণ। এই আমরা এখন অযোধ্যায় আসিলাম।

রাম। (অশ্রুপূর্ণ নেত্রে) ঠিক্ ঠিক্ সবই মনে পড়িতেছে, সবই মনে পড়িতেছে। সেই যখন পিতা জীবিত ছিলেন, আর আমি সবে মাত্র নববধূ লাভ করিয়াছি দেখিয়া আনন্দে মাতৃগণ আমাদের ভাবী মঙ্গল চিন্তায় বিভোর, আমাদের সে সকল সুখের দিন কি আর ফিরিয়া আসিবে? আর সেই সময়—এই ঈষৎকুঞ্চিত ক্ষুদ্র কুন্তল সকল কোমল কপোলদেশ শোভা করিয়া থাকিত, আর সেই ঈষৎ-হাস্য-বিকশিত দন্তে শিশুমুখ মনোমুগ্ধকর হইয়া উঠিত, আবার যখন ললিত অঙ্গের অকৃত্রিম বিলাস-ভঙ্গীতে সেই জোৎস্নাময়ী লাবণ্যছটা উছলিয়া পড়িত, তখন ইনি মাতৃগণের অন্তরে কতই না আনন্দ ঢালিয়া দিতেন!

লক্ষ্মণ। তারপর ইনি হলেন মন্থরা।

রাম। (কোন উত্তর না দিয়া অন্য দিক দেখাইয়া) দেবি বৈদেহি! শৃঙ্গবের-পুরে এই ইঙ্গুদী-বৃক্ষতলে বসিয়া সেই সময় নিষাদরাজ গুহকের সঙ্গে কেমন স্বচ্ছন্দচিত্তে আলাপাদি করিয়াছিলাম!

লক্ষ্মণ। (হাসিয়া) বটে! মধ্যমা মাতার কথা আর্য্য একেবারে পরিহার করিয়া গেলেন।

সীতা। ও মা! এই যে জটা-বন্ধনের ব্যাপার!

লক্ষ্মণ। পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে

ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নৃপতিগণ যে পবিত্র বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন, আর্য্যকে অতি অল্প বয়সেই সেই অরণ্যবাস-ব্রত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

সীতা। এই আমাদের স্বচ্ছ-পুণ্যসলিলা ভগবতী ভাগীরথী।

রাম। দেবি! রঘুকুলদেবতে! প্রণাম করি। পুরাকালে সগর রাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাঁহার ষষ্টিসহস্র তনয় তাঁহারই আজ্ঞাতে পাতাল পর্য্যন্ত খনন করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে কপিল মুনির অভিসম্পাতে দগ্ধ সেই প্রপিতামহগণকে, ভগীরথ দেহপাত পর্য্যন্ত স্বীকার পূর্ব্বক তোমাকে লইয়া গিয়া তোমার পবিত্র জল সংস্পর্শে উদ্ধার করিয়াছিলেন। হে মাতঃ গঙ্গে! অরুন্ধতীর ন্যায় ইঁহার মঙ্গলচিন্তায় তৎপরা থাকুন।

লক্ষ্মণ। আবার দেখুন, চিত্রকূট যাইবার পথে কালিন্দীতটে ভরদ্বাজ-প্রদর্শিত শ্যাম নামক বটবৃক্ষ রহিয়াছে।

সীতা। এই সব প্রদেশের কথা আর্য্যপুত্রের স্মরণ আছে কি?

রাম। বিস্মৃত হইব কেমন করিয়া বল? এখানেই না তুমি পথিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে, তোমার সেই ক্লিষ্ট কমনীয় কলেবর আমার গাঢ় আলিঙ্গনে নিপীড়িত হইয়া বিদলিত মৃণালের ন্যায় আলস্যে অবশ হইয়া পড়িত, আর তুমি সেই দেহভার আমার বক্ষে বিন্যস্ত করিয়া কেমন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে?

লক্ষ্মণ। এই বিন্ধ্যাটবী-প্রবেশ কালে বিরাধ রাক্ষস কর্ত্তৃক আমাদের পথ রোধ।

সীতা। এ সব থাক্। ওই যে দক্ষিণারণ্যে যাইবার সময়ে আর্য্যপুত্র আমার মস্তকের উপরে তালবৃন্ত ধরিয়া রৌদ্রতাপ হইতে আমাকে রক্ষা করিতেছিলেন, সেই সব দেখিতে চাই।

রাম। দেখ, এই সেই সকল তপোবন—যেখানে বৃক্ষমূলে সংসার-বিরাগী গৃহস্থগণ বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক মুষ্টিমেয় তৃণধান্যে দিন যাপন করিতেন।

লক্ষ্মণ। ইহার পরেই দেখুন, কেমন ঘনসন্নিবিষ্ট শ্যামল বৃক্ষশ্রেণী-পরিশোভিত অরণ্য। ইহারই অভ্যন্তরে আবার প্রশস্ত গোদাবরী নদী কলকল রবে বহিয়া যাইতেছে এবং জনস্থানারণ্যের মধ্যভাগে প্রস্রবণ-নামক গিরি কেমন সততই মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া আপনার শ্যামলতাকে ঘনীভূত করিয়া রাখিয়াছে!

রাম। হে শোভনে! আমাদের এই পর্ব্বতে প্রবাস কালে লক্ষ্মণের নিপুণ পরিচর্য্যায় শরীরের সকল গ্লানি ভুলিয়া গিয়া কেমন সুস্থশরীরে সুখে দিন কাটাইতাম, তাহা তোমার স্মরণ হয় কি? এই না সেই স্বচ্ছসলিলা গোদাবরী? যাহার কূলে আমরা দুই জনে মনের আনন্দে পরিভ্রমণ করিতাম। সেই সকল কথা মনে পড়ে কি?

আবার নিশাগমে যখন উভয়ে উভয়ের নৈকট্য নিবন্ধন স্পর্শসুখে অভিভূত হইয়া মিলিত কপোলে কত কি মৃদু-মধুর প্রেমালাপ করিতে করিতে পুনঃপুনঃ গাঢ় আলিঙ্গনে একে অন্যের বাহুপাশে বদ্ধ থাকিয়া অজ্ঞাতসারে রাত্রি ভোর করিয়া দিতাম?

লক্ষ্মণ। পঞ্চবটীতে এই শূর্পণখাকে দেখুন ?

সীতা। হা! আর্য্যপুত্র! এই পর্য্যন্তই আপনার সহিত দেখা সাক্ষাৎ।

রাম। অয়ি, প্রিয়তমে! বিচ্ছেদের ভয় করিও না, এ যে চিত্র।

সীতা। তা হউক না কেন! দুর্জ্জন সকল অবস্থাতেই মনে অসুখ জন্মাইয়া থাকে।

রাম। এই জনস্থান-বৃত্তান্ত যেন বর্ত্তমান ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছে।

লক্ষ্মণ। দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসগণ স্বর্ণমৃগের ছলে যে দুষ্কার্য্য সাধন করিয়াছিল, যদিও তাহার যথোচিত প্রতীকার করা হইয়াছে, তথাপি এই শূন্য জনস্থানে আর্য্যের হৃদয়ে যে শোকোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া পাষাণের বিচেতন প্রাণও যেন বিগলিত হইতেছে, আবার বজ্রের কঠিন হৃদয়ও যেন বিদীর্ণ হইতেছে।

সীতা। (অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া স্বগত) অয়ি রঘুকুলানন্দ! এমন করিয়াই কি আমার জন্য আকুল হইয়া পড়িয়াছিলে ?

লক্ষ্মণ। (রামকে দেখিয়া একটু বিস্মিতভাবে) আর্য্য! আপনার এ ভাব কেন? দারুণ শোকাবেগে অশ্রুরূপে পরিণত হইয়া বিন্দু বিন্দু আকারে ভূমিতলে পতিত হইতেছে, আর মনে হইতেছে যেন মণিমুক্তাখচিত কোন বহুমূল্য হার ছিন্ন হইয়া ধরণীতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। তাই বলি, হৃদয়ের

শোকোচ্ছ্বাস যতই কেন রুদ্ধ করিয়া রাখা হউক না, বাহিরের অঙ্গে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে নিশ্চয়।

রাম। বৎস! তখন প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা প্রবল ছিল বলিয়া আমার প্রিয়তমার বিরহজনিত যে দুর্বিষহ মর্ম্মবেদনা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল, আজ তাহা যেন মর্ম্মান্তিক আকার ধারণ করিয়া একেবারে আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে।

সীতা। ওমা কি হবে! আমিও যে এই চিত্র দর্শন করিতে করিতে মনের উদ্বেগে যেন আপনাকে আর্য্যপুত্র-শূন্য অসহায় বলিয়া, মনে করিতেছি!

লক্ষ্মণ। (স্বগত) এ সকল ঘটনা পরিহার করিয়া এক্ষণে অন্যদিকে ইঁহাদিগের চিত্তনিবেশ করাইতে হইবে। (প্রকাশ্যে) এই দেখুন, মন্বন্তর-পুরাণ পূজনায় পক্ষিরাজ জটায়ুর চরিত্র-বিক্রম কেমন সুন্দরভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে।

সীতা। হে পিতঃ! পক্ষিরাজ! আপনি তখন অপত্য-স্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন।

রাম। হা তাত! কাশ্যপ শকুন্তরাজ! তোমার মতন পুণ্যাত্মা সাধু আর কোথায় মিলিবে?

লক্ষ্মণ। এই জনস্থানের পশ্চিমে চিত্রকুঞ্জ-পরিশোভিত দণ্ডকারণ্য। এখানেই দনু নামক দানবের বাস ছিল। তাহার পরেই এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রম রহিয়াছে। আর এই শ্রমণা নামে সিদ্ধশবরী, পরেই যে পম্পা-সরোবর।

সীতা। এখানে আসিয়াই ত আর্য্যপুত্র আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, একেবারে মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

রাম। দেবি! আহা, এই সরোবরটী কি সুন্দর! এই খানেই রোদন করিতে করিতে আমার অশ্রুজলের আগমন এবং নির্গমনের মধ্যবর্ত্তী মুহূর্ত্তকালের মধ্যে দেখিয়াছিলাম, মল্লিকা নামক হংস-শ্রেণী মহা আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে আপন আপন পক্ষ-বিস্তার পূর্ব্বক এই সরোবরের যে অংশে বৃহৎ দণ্ডে ভর করিয়া শ্বেত ও নীল কমল সকল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, সেই সলিলে সন্তরণ করিতে করিতে তাহাদিগকে কম্পিত করিয়া তুলিতেছে।

লক্ষ্মণ। এই আর্য্য হনূমান্।

সীতা। যখন সকল জীবলোক শোকে আকুল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন এই মহাচেতা মারুতিই তো উদ্ধার কার্য্যে পরম সহায়তা করিয়া আপন মাহাত্ম্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।

রাম। ভাগ্যে এই মহাবাহু বীর অঞ্জনা-তনয় তখন বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাতেই আমাদেরও মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল। আর এই ত্রিভুবন ইঁহারই বীরকীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া ধন্য হইয়াছে।

সীতা। বৎস এ কোন্ পর্ব্বত দেখিতেছি? যাহার পুষ্পিত কদম্বতরুতলে এক দিকে ময়ূরগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। আর একদিকে অবসন্ন বিবর্ণ আর্য্যপুত্র ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়িয়া আছেন, তুমি অশ্রুপাত করিতে করিতে তাঁহাকে ধরিয়া রহিয়াছ। অনুমান ভিন্ন আর তাঁহার সে শ্রীসম্পদ্ চক্ষে লক্ষিত হইতেছে না ?

লক্ষ্মণ। ইহারই নাম মাল্যবান্ গিরি, ঘন-শ্যাম নব নব মেঘ-মালা সততই ইহার শিখরদেশকে শোভিত করিয়া রহিয়াছে।

রাম। বৎস, এ প্রসঙ্গ ছাড়! আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। জানকীর বিরহ-ব্যথা যেন পুনরায় আমাকে আসিয়া অভিভূত করিতেছে!

লক্ষ্মণ। অতঃপর আপনার এবং বানর ও রাক্ষসগণের অসংখ্য আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনাবলী লিখিত হইয়াছে। আর্য্যাও চিত্র দর্শন করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, অতএব নিবেদন এই পর্য্যন্তই থাক্, আপনারা বিশ্রাম করুন।

সীতা। আর্য্যপুত্র! এই সকল চিত্র দেখিতে দেখিতে আমার মনে একটা ভারি সাধ হইয়াছে।

রাম। তা অনুমতি করিলেই ত হয়।

সীতা। আমার ইচ্ছা হইতেছে, আবার সেই সকল হিংস্র-জন্তু-বিহীন নিঃস্তব্ধ অরণ্যে নির্ভয়ে ঘুরিয়া বেড়াই, আর সেই পুণ্য সলিলা ভাগীরথীর সকল-সন্তাপহারি শীতল জলে স্নান করিয়া কৃতার্থ হই।

রাম। বৎস লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। এই যে আমি এখানে।

রাম। সম্প্রতি আমার প্রতি গুরুজনের এই আদেশ যে, পূর্ণগর্ভা সীতা এ অবস্থায় যখন যাহা অভিলাষ করিবেন, কাল বিলম্ব না করিয়া যেন তাহা সম্পাদন করা হয়। যাহাতে জানকীর শরীরের কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা না থাকে, এমন এক স্থিরগতি রথ উপস্থিত কর।

সীতা। আর্য্যপুত্র! আমার সঙ্গে আপনাকেও কিন্তু যাইতে হইবে।

রাম। অয়ি পাষাণি! এও কি আবার তোমায় বলিয়া দিতে হইবে?

সীতা। এ কথা শুনিয়া বড় সুখী হইলাম।

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞা আর্য্য! (প্রস্থান)

রাম। প্রিয়ে! চল, ওই নির্জ্জন গবাক্ষের নীচে শয়ন করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করি।

সীতা। তা বেশ ত! বড় শ্রান্ত হইয়াছি, কেমন যেন ঘুমও পাইতেছে।

রাম। তবে আর দেরী কেন? প্রতি নিয়তই যে বাহু তোমার কাছে উপস্থিত আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই শয়ন কর। এতক্ষণ চিত্র দর্শনে কখনও ত্রাস, কখনও ক্ষোভ-জনিত ঘর্ম্ম-বিন্দু-সিক্ত তোমার এই কমনীয় বাহুলতা আমার গলদেশে অর্পণ কর, আর আমি স্পর্শসুখে বিমুগ্ধ হইয়া মনে করি, বুঝিবা, জ্যোৎস্নাময় চন্দ্রকিরণে বিগলিত চন্দ্রকান্ত-মণি-নির্ম্মিত কোন মোহন হার আমার কণ্ঠ-শোভা করিয়া আছে!

(সেই প্রকারে শয়ন করিয়া) প্রিয়ে! তোমার স্পর্শে আমার দেহ মনের এ কি বিপর্য্যয় ঘটিল! যেন ক্ষণে চেতনার ভাব, আবার পরক্ষণেই মোহাবেশ! আমি ত বুঝিতে পারিতেছি না—এ কি সুখ, না দুঃখ? আমি কি জাগিয়া, না, এ আমার ঘুমঘোর? এ কি বিষের সঞ্চার না এ মদোন্মত্ততা?

সীতা। (হাসিয়া) আপনার এই প্রগাঢ় প্রেম দেখিলে মনে হয়, স্ত্রীলোকের ইহা অপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় আর কি হইতে পারে?

রাম। অয়ি সুলোচনে! তোমার এই সুমিষ্ট কথায় এ সংসারের দুঃখ সন্তপ্ত ম্লান জীব-কুসুমে পুনর্জীবিত করিয়া কেমন তাহাকে আনন্দময় করিয়া তোলে, তাহার ইন্দ্রিয় সকলকে সুখাবেশে যেন বিমুগ্ধ করিয়া রাখে। আবার কর্ণে সুধাবর্ষণ করিয়া চিত্তের সকল অবসাদ দূর করিয়া দেয়। মানবের বিশুষ্ক প্রাণকে চির সরস রাখিতে এ সংসারে আর এমন কি আছে বল?

সীতা। হে আমার প্রিয়! এইবারে শয়ন করিতে চাই।
(চারি দিকে চাহিয়া)

রাম। অয়ি লজ্জিতে! তুমি কি খুজিতেছ? বিবাহ হইতে কি বনে, কি গৃহে, কি শৈশবে এবং তদনন্তর যৌবনেও এই রাম-বাহুই ত চিরদিন তোমার উপাধানের কার্য্য করিয়া আসিতেছে। অন্য কোন বামলোচনা কখনও এ বাহুর আশ্রয়ে আসিবার স্পর্দ্ধা করে নাই, তাহাও তুমি জান?

সীতা। (নিদ্রার আবেশে) আর্য্যপুত্র! তাই বটে! তাই বটে! (নিদ্রা যাওয়া)

রাম। তাই ত প্রিয়ভাষিণী আমার বক্ষেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন যে! (প্রেম-বিহ্বল নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতে) ইনি আমার গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী, অমৃত-শলাকার ন্যায় আমার নয়ন-রঞ্জিনী। ইঁহার স্পর্শ যেন সর্ব্বাঙ্গে চন্দন-রস ঢালিয়া দেয়, আবার যখন ইঁহার এই কমনীয় বাহুলতা আমার কণ্ঠে সংলগ্ন থাকে, তখন মনে হয়, বুঝিবা শিশির-সুকুমার কোন মুক্তাহার আমার গলদেশে শোভা পাইতেছে। তাই বলি, যদি একমাত্র ইহার বিরহ আমার পক্ষে অসহ্য না হইত, তবে ইনি আমার সর্ব্বসুখ-দায়িনী হইতেন না কি?

প্রতিহারী। (প্রবেশ করিয়া) মহারাজ! উপস্থিত হয়েছে।

রাম। কে?

প্রতীহারী। আপনার সদা সন্নিহিত ভৃত্য দুর্ম্মুখ।

রাম। (স্বগত) ওঃ অন্তঃপুরচারী দুর্ম্মুখ! আমিই ত উহাকে পৌরজনের নিকট গোপনে গিয়া সকল সমাচার জানিয়া আসিতে বলিয়াছিলাম। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা আসিতে দাও।

(প্রবেশ করিয়া)

দুর্ম্মুখ। (স্বগত) হায়! কেমন করিয়া আমি সীতা দেবীর এই অচিন্তনীয় জনাপবাদ মহারাজকে জানাইব! অথবা আমার মত হতভাগ্যের ইহাই কপালের লেখা।

সীতা। (স্বপ্নাবেশে) হে সৌম্য আর্য্যপুত্র! তুমি কোথায়?

রাম। অহহ! চিত্রদর্শনে সেই বিরহ-ভাবনা স্বপ্নেও দেবীর হৃদয়ে উদ্বেগ জন্মাইতেছে! (সস্নেহে সীতার অঙ্গে হাত বুলাইয়া) আহা যে প্রেম আজীবন একই ভাবে একেতেই বিমুগ্ধ হইয়া থাকে, যে পবিত্র প্রণয় সুখে দুঃখে সমভাবে প্রেমাস্পদের চিত্তকে সরস করিয়া রাখে, যে স্নেহ এই সংসার-ভারাক্রান্ত হৃদয়ের একমাত্র শান্তিপ্রদ, বার্দ্ধক্যের জড়তা আসিয়াও যে অনুরাগের লেশমাত্র তারতম্য ঘটাইতে পারে না, বরং কালের মাহাত্ম্যে পরিণত বয়সে রূপ-যৌবন-সম্পন্ন অনিবার্য্য বিভ্রম বিলাসের আসক্তি হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া এক সৌম্য সৌখ্যে পরিণত হয়; সুজনের ভাগ্যেও সেই অবিচ্ছিন্ন নির্দ্দোষ প্রেম কদাচিৎ লাভ হইয়া থাকে।

দুর্ম্মুখ। (নিকটে আসিয়া) দেবের জয় হউক।

রাম। এখন বল দিখি কি শুনিলে?

দুর্ম্মুখ। পৌরজন সকলে একবাক্যে আপনার সাধুবাদ করিতেছে, আর বলিতেছে রামভদ্র'ক পাইয়া আমরা মহারাজ দশরথের অভাব ভুলিয়া গিয়াছি।

রাম। এ সব ত হইল স্তুতিবাদ, দোষের কথা কিছু শুনিয়া থাক ত বল, তাহার প্রতীকারের চেষ্টা দেখি!

দুর্ম্মুখ। (অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে) দেব! তবে শুনিতে আজ্ঞা হয়!

(কাণে) এই এই।

রাম। অহহ! কি ভীষণ কথা! (মূর্চ্ছিত হওয়া)

দুর্ম্মুখ। দেব! আশ্বস্ত হউন!

রাম। (কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া) হায় কত কি অলৌকিক উপায় অবলম্বন করিয়া তবে জানকীর পর-গৃহবাস-জনিত মিথ্যা কলঙ্ক ঘুচাইয়াছিলাম, বিধির নির্বন্ধে আবার কিনা সেই অপবাদই উন্মত্ত কুকুরের বিষের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল! এখন তবে আমি মন্দভাগ্য কি করি! (চিন্তা করিয়া সকরুণ ভাবে) যে কোন প্রকারেই হউক প্রজারঞ্জনই মহাপুরুষদিগের জীবনের ব্রত। সেই পরমধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে গিয়া তো পিতা আমাকে ত্যাগ করিতে, এমন কি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। অতএব আমার এ স্থানে আর অন্য কর্ত্তব্য কি আছে? সম্প্রতি ভগবান্ বশিষ্ঠ আমাকে আদেশ করিয়াছেন "বৎস সর্ব্ব প্রযত্নে প্রজারঞ্জন করিবে।" তা ভিন্ন যে পবিত্র রঘুকুল, সূর্য্যবংশীয় নরশ্রেষ্ঠ মহীপালদিগের চরিত্র-মাহাত্ম্যে এতদিনে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া জগতে চির-বিমল খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছে, আজ যদি আমি সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে এ হেন কলঙ্কে কলুষিত করিয়া রাখিয়া দি, তাহা হইলে আমার মতন পাষণ্ডকে শত ধিক্!

হা দেবি! দেবযজ্ঞসমুদ্ভবে! হা বিশুদ্ধজন্ম-সুপবিত্রে! বসুন্ধরে! হা নিমি-জনক-বংশ-নন্দিনি! হা অগ্নিদেব অরুন্ধতী এবং বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক প্রশংসিত-চরিত্রে! হা রামময়-জীবিতে! হা মহারণ্যবাস-প্রিয়সখি! হা মধুর-স্বল্পভাষিণি! এই তোমারি কপালে শেষকালে এত ভোগ লেখা ছিল! কেন, আমি ত বুঝিতে

পারি না। যে তুমি মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া এই জগৎ পবিত্র করিয়াছ, সেই তোমাকেই লোকে অপবিত্র বলিয়া অপবাদ দিতেছে! যে তুমি সকলের নির্ভরস্থল, আজ সেই তুমিই কিনা একেবারে অনাথার মত এই বিপদ্‌সাগরে পতিত হইলে! দুর্ম্মুখ! যাও, গিয়া লক্ষ্মণকে বল যে, তাহাদের নূতন রাজা রাম (কর্ণে) এই এই আদেশ করিয়াছেন।

দুর্ম্মুখ। কি! আমাদের যে পুণ্যবতী দেবী অগ্নিতে বিশুদ্ধি লাভ করিয়া এক্ষণে রঘুকুল-সন্ততি গর্ভে ধারণ করিয়া আছেন, আজ মহারাজ সামান্য দুর্জ্জনের কথায় তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন!

রাম। ও কথা বলিও না! লোককে বৃথা "দুর্জ্জন" বলিতেছ কেন? তাহাদের দোষ কি বল? দেখ, এই পবিত্র ইক্ষ্বাকু-বংশ পৌরজনের বড়ই প্রিয়, আর বিধির নির্বন্ধেই আজ এ বংশে এই অঘটন ঘটিয়াছে। অগ্নিপরীক্ষা কালে বহু দূরে (সেই লঙ্কায়) যে সকল অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা এখানকার লোকে স্বচক্ষে না দেখিয়া যদি বিশ্বাস না করে তবে তাহাদের দোষী করা সঙ্গত হয় কি? অতএব এখন যাও, আমার আদেশ পালন কর।

দুর্ম্মুখ। হায় দেবি! (প্রস্থান)

রাম। হা বিধাতঃ! দারুণ নৃশংসের মত কি নিষ্ঠুর কার্য্যই করিতে বসিয়াছি! আমার জীবন হইতেও যিনি প্রিয়, নিতান্ত শৈশবেই যিনি আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া এত দিন এত স্নেহে

এত যত্নে প্রতিপালিত হইতেছিলেন, আজ কিনা ব্যাধ যেমন গৃহপালিত পক্ষিণীকে নির্ম্মমের মতন মৃত্যুমুখে পাতিত করে, আমা হইতেও ইনি সেই দুর্ব্যবহারই পাইতে বসিয়াছেন। তবে আর কেন এই নরাধম পাতকার স্পর্শে এই দেবদুর্লভ অঙ্গকে দূষিত করি? অয়ি সরলে! আমার মত পাষণ্ড চণ্ডালকে এবার চির বিদায় দেও। তুমি ত জাননা, যে চন্দনতরু-ভ্রমে তুমি প্রাণনাশক এক বিষবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে! (বলিতে বলিতে সীতার মস্তক আপনার বাহু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা এবং উঠিয়া) অহো! আজ এ কি দশাবিপর্য্যয়! রামের জীবন-ধারণের আর কি প্রয়োজন? এই নিখিল জগৎ শূন্য জীর্ণ অরণ্যের ন্যায় দেখিতেছি, সংসার অসার বোধ হইতেছে, এই দেহধারণ এক্ষণে বিড়ম্বনা-বিশেষ হইয়া পড়িল, আমি যে একে-বারে নিঃসহায়! এখন করি কি? যাই কোথা? অথবা অসহ্য দুঃখের তীব্র বেদনা ভোগ করাইতেই বুঝি দারুণ বিধি রামের চেতনা রক্ষা করিতেছেন, আবার মর্ম্মপীড়ায় আহত হইয়াও এই প্রাণে ধৈর্য্য অবলম্বন করাইয়া যেন ইহাকে বজ্রনির্ম্মিত করিয়া তুলিতেছেন। হা মাতঃ অরুন্ধতি! হা ভগবান্ বশিষ্ঠ! হা মুনিবর বিশ্বামিত্র! হা ভগবান্ হুতাশন! হা দেবী বসুন্ধরে! হা তাত জনক! হা মাতৃগণ! হা পরোপকারী বিভীষণ! হা প্রিয় সখা সুগ্রীব! হা সৌম্য হনুমান্! হা সখী ত্রিজটে! আপনারা সকলেই আজ এই পাষণ্ড রামকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত অপমানিত হইলেন! অথবা,

আপনাদের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবার রামের এখন কি অধিকার আছে? এই কৃতঘ্ন দুরাত্মার মুখ হইতে আপনাদের ন্যায় মহাজনদিগের নাম উচ্চারিত হইলেও পাছে তাহাতে পাপ স্পর্শ করে, এই জন্য মনে বড় আশঙ্কা হইতেছে। আজ আপনারা রামের নিষ্ঠুর কার্য্য দেখুন। যিনি আমাকে প্রেমময় জানিয়া অটল বিশ্বাসে আমার বক্ষে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছিলেন, যাঁহার অবস্থিতিতে আমার গৃহ এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, হায় আমি নিষ্ঠুর; আজ কিনা আমার সেই গৃহলক্ষ্মীকে পূর্ণগর্ভভারে বিবশা জানিয়াও পূজার বলির ন্যায় ভীষণ রাক্ষসদের সমক্ষে নিক্ষেপ করিতেছি। (সীতার চরণতলে মস্তক রাখিয়া) দেবি! এই শেষ! আজ হইতে আর রামের ভাগ্যে তোমার পদধূলিস্পর্শ সম্ভবপর হইবে না।

(নেপথ্যে)

রক্ষা করুন মহারাজ, রক্ষা করুন। অপঘাত! অপঘাত!

রাম। কে আছ হে! কিসের কলরব জানিয়া আইস।

(নেপথ্যে) আবার লবণ রাক্ষস যমুনাতীর-বাসী ঋষিগণের উগ্র তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইতে আসিতেছে দেখিয়া ত্রাসে তাঁহারা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন।

রাম। আঃ আজও রাক্ষসদের উপদ্রব? কি বিপদ! যাক্, এই দুরাত্মার বিনাশের নিমিত্ত শত্রুঘ্নকে পাঠাইতে হইবে। (কয়েক পা অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া) হা দেবি!

সেই অবস্থায় তুমি কি বাঁচিতে পারিবে? ভগবতী বসুন্ধরে! পুণ্য-দেবযজ্ঞ হইতে যাঁহার উৎপত্তি, জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র রঘুকুলের এবং জনককুলের যিনি মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, আপনারা সেই মহিমান্বিতা দুহিতাকে আজ আশ্রয় দান করুন এই প্রার্থনা। (নিষ্ক্রান্ত)

সীতা। হা সৌম্য আর্য্যপুত্র! কোথায় গেলে; (সহসা নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া) কি লজ্জার কথা, দুঃস্বপ্নে আর্য্যপুত্রকে হারাইয়া তাঁহাকে ডাকিতেছি। ওমা! তাই ত, আমাকে এখানে একাকী ফেলিয়া আর্য্যপুত্র যে চলিয়া গিয়াছেন? এ কি? আচ্ছা আমি অভিমান করিব। যদি দেখা হইলে আপনাকে না ভুলিয়া যাই। পরিজন এখানে কে আছ!

(দুর্ম্মুখের প্রবেশ)

দুর্ম্মুখ। দেবি! কুমার লক্ষণ আদেশ করিয়াছেন—রথ প্রস্তুত, অতএব দেবীর ইহাতে আরোহণ করিতে আজ্ঞা হয়।

সীতা। আচ্ছা, তাহাই হইবে। আমি নিজের শরীরের ভারে অবসন্ন আছি, একটু ধীরে ধীরে চলিব।

দুর্ম্মুখ। দেবি! এই দিকে এই দিকে আসুন।

সীতা। আমি সকল তপোধনদিগের, সকল রঘুকুল দেবতাগণের, সকল গুরুজন নির্বিশেষে এবং আর্য্যপুত্রের পদারবিন্দের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছি। (নিষ্ক্রান্ত)

ইতি চিত্রদর্শন নামক প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

নেপথ্যে। তপোধনার শুভাগমন ত ?

(প্রবেশ করিয়া)

পথিকবেশা তাপসী। তাই ত ! ফলপুষ্পাদি অর্ঘ্য লইয়া বনদেবতা আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন দেখিতেছি।

বনদেবতা। (অর্ঘ্য বিকীর্ণ করিয়া, আমাদের এই তপোবনের যাহা কিছু ভোগ্যবস্তু আপনি যথেচ্ছ উপভোগ করুন। বহু পুণ্যের ফলেই সাধুসঙ্গ লাভ সম্ভবপর হইয়া থাকে। অতএব বৃক্ষের সুশীতল ছায়া, স্বচ্ছ শীতল সলিল এবং ফলমূলাদি যাহা কিছু তপস্যার যোগ্য আহার, ইহার কিছুই আপনি পরাধীন মনে করিবেন না।

তাপসী। কি আর বলিব ? সাধুদিগের যেমন মধুর ব্যবহার, তেমনি বিনয়পূর্ণ মিষ্ট বাক্য, স্বভাবতই জীবনের কল্যাণ সাধনে মতি হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের বন্ধুতায় কোন প্রকার কৃত্রিমতা নাই। প্রথমেই কি, আর শেষেই কি, সর্ব্বদা একরূপ, অতএব তাঁহারা অকপট ভাবে বিশুদ্ধ জীবন যাপন করিয়া চরিত্রের চরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়া থাকেন !

বনদেবতা। আমি কোন্ মাননীয়ার সহিত আলাপের অধিকার পাইলাম, জানিতে পারি কি ?

তাপসী। আমাকে আত্রেয়ী বলিয়া জানুন।

বনদেবতা। আর্য্যে আত্রেয়ি! কোথা হইতে আপনার এখানে আগমন এবং এই দণ্ডকারণ্যে আসিবার প্রয়োজনই বা কি, জানিতে ইচ্ছা করি।

আত্রেয়ী। এই প্রদেশে অগস্ত্য প্রভৃতি বহু মুনির বাস জানিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে বেদের সারভাগ উপনিষদ্ অধ্যয়নের নিমিত্ত বাল্মীকির আশ্রম হইতে এখানে আগমন করিয়াছি।

বনদেবতা। তা কেন ? সখি! প্রাচেতস মুনিই ত বেদ এবং পুরাণ এই উভয় শাস্ত্রে পারদর্শী বলিয়া ভুবনে বিখ্যাত এবং এই কারণে অন্যান্য মুনিগণ যখন তাঁহারি নিকট সমগ্র বেদ অধ্যয়নের নিমিত্ত গিয়া থাকেন, তখন আর্য্যার এই দীর্ঘ প্রবাসের বাসনা কেন, বুঝিতে পারিলাম না।

আত্রেয়ী। সেখানে পাঠের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়ায় এরূপ দীর্ঘ প্রবাস অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি।

বনদেবতা। প্রতিবন্ধক কি রকম ?

আত্রেয়ী। কোন এক দেবতা অকস্মাৎ একদিন দুইটী শিশু আনিয়া ভগবান্ বাল্মীকির নিকট উপস্থিত হন। সদ্যঃ মাতৃস্তন্য ত্যাগ করিবার বয়সে এই অদ্ভুত বালক দুইটাকে দেখিয়া কেবল্ যে ঋষিগণের হৃদয়েই স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল

এমন নয়, কি বলিব সর্ব্বসাধারণের মধ্যে কেহই ইহাদিগের প্রতি স্নেহদৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

বনদেবতা। বালক দুইটীর নাম জানা আছে কি?

আত্রেয়ী। সেই দেবতাই তাঁহাদের নাম "কুশ লব" বলিয়া জানাইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের কি প্রকার সামর্থ্য তাহাও জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

বনদেবতা। কি প্রকার সামর্থ্য?

আত্রেয়ী। জন্মকাল হইতেই নাকি তাঁহারা সেই রহস্যপূর্ণ জৃম্ভকাস্ত্র সকলের বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত আছেন।

বনদেবতা। তবে ত বড় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে।

আত্রেয়ী। তারপর ভগবান্ বাল্মীকি সেই দুই বালককে অতিসাবধানে সংরক্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগের ধাত্রীকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়াকার্য্য সম্পন্ন করাইয়া পরে তাহাদের ত্রয়ীবিদ্যা ব্যতীত সাবধানে সমুদয় শাস্ত্র পড়াইয়াছিলেন। পরে তাহাদের একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ক্ষত্রোচিত বিধি অনুসারে বেদত্রয় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং এমন সকল মেধাবান্ বালকদিগের সঙ্গে আমাদিগের মত অল্পবুদ্ধি জনের কি সহ-অধ্যয়ন সম্ভবপর হয়? কেননা, গুরু বিজ্ঞকে যেরূপ যত্নে শিক্ষা দিয়া থাকেন, মূর্খকেও সেই একই ভাবে বিদ্যা বিতরণ করেন; এমন নয় যে, তিনি পাত্র বুঝিয়া জ্ঞান উৎপাদনে সহায়তা অথবা ব্যাঘাত করেন। তবে যে ভবিষ্যৎ ফলাফলে এত পার্থক্য দেখা যায়, তাহার কারণ এই

যে, নির্ম্মল মণি যে ভাবে প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ, মৃৎখণ্ডের সে ক্ষমতা নাই।

বনদেবতা। এই প্রতিবন্ধকের কথা বুঝি বলিতেছিলেন ?

আত্রেয়ী। শুধু ইহা কেন ? আরো আছে।

বনদেবতা। আর আবার কি ?

আত্রেয়ী। একদিন নাকি সেই ব্রহ্মর্ষি মধ্যাহ্নকালে তমসা নদীর উপকূলে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন—এক ব্যাধ ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একটীকে শরবিদ্ধ করিয়াছে।—ইহা দেখিবামাত্র তাঁহার মুখ হইতে পরিশুদ্ধ অনুষ্টুপ্ ছন্দের এক অভিনব দৈববাণী নির্গত হইল, তাহার মর্ম্ম এই যে,—হে নিষাদ ! তুমি যেমন কামাতুর ক্রৌঞ্চযুগলের একটীকে নিরপরাধে অসময়ে বধ করিলে, তাহার জন্য সুদীর্ঘ কাল এ জগতে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে না।

বনদেবতা। কি আশ্চর্য্য ! বেদেও যে ছন্দ পূর্ব্বে ছিল না, এমন নূতন ছন্দের আবিষ্কার হইল !

আত্রেয়ী। সেই সময়ে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা স্বয়ং সেই ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে ঋষে ! তুমি শব্দব্রহ্ম বিষয়ে চৈতন্য লাভ করিয়াছ। আজ তুমি "মহাকবি" হইয়াছ, তোমার জ্ঞান-চক্ষুতে এখন হইতে তুমি সকলি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবে। অতএব রামচরিত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হও।" এই বলিয়াই অন্তর্ধান করিলেন। এই দৈব আদেশক্রমেই প্রাচেতস ঋষি প্রথমে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন।

বনদেবতা। তবে আর কথা কি? সমস্ত সংসারই পণ্ডিত হইল।

আত্রেয়ী। তাহাতেই বলিতেছিলাম যে, আমাদের অধ্যয়নের মহা অন্তরায় উপস্থিত।

বনদেবতা। এ ঠিক কথাই বটে।

আত্রেয়ী। ভদ্রে! বিশ্রাম করা হইয়াছে, এখন অগস্ত্যাশ্রমে কোন্ পথে যাইব বলিয়া দাও।

বনদেবতা। এই পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করিয়া গোদাবরীর তীর দিয়া গমন করুন।

আত্রেয়ী। (অশ্রুপূর্ণ লোচনে) এই কি সেই তপোবন? এই সেই পঞ্চবটী? এই সেই গোদাবরী নদী? এই প্রস্রবণ গিরি? আর তুমিই কি সেই জনস্থানের দেবতা বাসন্তী?

বাসন্তী। হাঁ, এই সকলি সেই।

আত্রেয়ী। বৎসে জানকি! এই সমুদয় তোমার প্রিয় বস্তুর কথাপ্রসঙ্গে তোমার কথা স্মরণ হইয়া মনে হইতেছে যে, যদিও এখন তোমার নামমাত্র এই জগতে বিদ্যমান আছে, তথাপি আমরা যে আজ তোমাকেই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি!

বাসন্তী। (সভয়ে স্বগত) কেন? "নামমাত্র অবশিষ্ট আছে" এই কথা বলিলেন যে! (প্রকাশ্যে) আর্য্যে! সীতাদেবীর কি কোন বিপৎপাত ঘটিয়াছে?

আত্রেয়ী। কেবল কি বিপৎপাত? সঙ্গে সঙ্গে আবার অপবাদও। (কর্ণে এই এই)

বাসন্তী। আহা! কি নিদারুণ নিগ্রহ! (মূর্চ্ছিত হইয়া পড়া)

আত্রেয়ী। ভদ্রে! আশ্বস্ত হউন, আশ্বস্ত হউন।

বাসন্তী। হা প্রিয়সখি! তোমার কপালে কি শেষে এই লেখা ছিল? রামভদ্র! রামভদ্র! অথবা কেন আর মিছে এই নামে ডাকা! আয্যে আত্রেয়ি! তারপর সেই অরণ্যে সীতা দেবীকে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণ চলিয়া গেলে পর চিরদুঃখিনী জানকীর আর কোন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে কি?

আত্রেয়ী। না না—কিছুই না!

বাসন্তী। আহা! কি কষ্ট! আচ্ছা অরুন্ধতী বশিষ্ঠাদি রঘুকুল গুরুগণের বর্ত্তমানে এবং বৃদ্ধা রাজমহিষীদিগের জীবদ্দশায় এরূপ ঘটনা কেমন করিয়া ঘটিতে পারে, এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

আত্রেয়ী। গুরুজন কেহ তখন উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহারা সকলেই ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে যজ্ঞ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সম্প্রতি যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর যখন মুনিবর তাঁহাদিগকে যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর বিদায় দিয়াছিলেন তখন ভগবতী অরুন্ধতী বলিলেন যে তিনি আর বধূশূন্য অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিবেন না। রামচন্দ্রের মাতৃগণও সেই কথায় সম্পূর্ণ অনুমোদন করাতে ভগবান্ বশিষ্ঠ একটী পবিত্র সঙ্কল্প করিলেন যে তিনি সকলকে লইয়া বাল্মীকির তপোবনে গিয়া বাস করিবেন।

বাসন্তী। তারপর রাজা রামচন্দ্রের বর্ত্তমান সংবাদ কি?

আত্রেয়ী। এখন তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত।

বাসন্তী। হা! কপাল ইহারি মধ্যে পুনরায় দারপরিগ্রহও করিয়াছেন?

আত্রেয়ী। আঃ অমন কথা বলিবেন না।

বাসন্তী। তবে যজ্ঞে মহারাজের সহধর্ম্মচারিণী কে হইলেন?

আত্রেয়ী। আমাদের সাধ্বী সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি।

বাসন্তী। দেবি! কি আর বলি? মহৎ লোকের চরিত্র-মহিমা বোঝা ভার! কখন ইঁহাদের চিত্ত বজ্র অপেক্ষাও কঠিন, কখনও বা কুসুম অপেক্ষাও সুকোমল।

আত্রেয়ী! তারপর, সেই অশ্বকে যথাশাস্ত্র সংস্কারশুদ্ধ করিয়া স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতে দেওয়া হইয়াছে। কুমার লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতুকে আবার সেই অশ্বের রক্ষক নিযুক্ত করিয়া তৎসঙ্গে সৈন্য সামন্ত এবং দিব্যাস্ত্র সকলও প্রেরণ করা হইয়াছে।

বাসন্তী। (সস্নেহে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে) ইহারই মধ্যে কুমার লক্ষ্মণেরও পুত্র জন্মিয়াছে? আহা এই সুসমাচার শুনিয়া যেন পুনরায় জীবন লাভ করিলাম।

আত্রেয়ী। এই সময়ে এক ব্রাহ্মণ একদিন তাহার মৃতপুত্র ক্রোড়ে লইয়া শোকার্ত্ত-হৃদয়ে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে রাজদ্বারে আসিয়া "মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" এই ঘোষণা করিতেছিল। তখন দীনবৎসল রামচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন যে, রাজধর্ম্ম-পালনে ব্যতিক্রম না হইলে

কখনও প্রজাদিগের মধ্যে এইরূপ অকাল-মৃত্যু ঘটিতে পারে না। এমন সময় অকস্মাৎ আকাশে এই দৈববাণী হইল "শম্বূক নামে এক শূদ্র এই পৃথিবীতে তপস্যা করিতেছে, অতএব এই অনধিকার চর্চ্চার জন্য হে রাম! তুমি ইহাকে বধ করিয়া এই ব্রাহ্মণ-পুত্রের প্রাণ রক্ষা কর!" এই বাণী শ্রবণ করিয়া রাম সশস্ত্র পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক সেই শূদ্রের অন্বেষণের নিমিত্ত দিক্ বিদিক্ ভ্রমণ করিতেছেন।

বাসন্তী। শুনিয়াছি, সেই শূদ্র শম্বূক এই জনস্থানেই তপস্যায় নিরত আছে, তবে কি রামভদ্রের আবার এই বনেই আগমন হইবে?

আত্রেয়ী। ভদ্রে! এখন তবে যাওয়া যাক্?

বাসন্তী। আর্য্যে আত্রেয়ি! তা বেশ কথা। সূর্য্যের উত্তাপও ক্রমশই প্রখর হইতেছে, কাজেই দেখুন এই সময়ে গোদাবরী-তীরে যে সকল বৃক্ষে ফুল ফুটিয়াছিল, হস্তিগণ আসিয়া তাহাতে আপনাদিগের গণ্ডস্থল সংঘর্ষণ করাতে কম্পিত হওয়ায়, সেই সকল পুষ্প স্খলিত হইয়া যেন সেই পুণ্যসলিলাকেই অর্চ্চনা করিতেছে। আরও দেখুন, পক্ষীদিগের আবাস এই বৃক্ষ সকল হইতেই বিহঙ্গমগণ আহার্য্য অন্বেষণ করিতে করিতে কোটর হইতে বাহিরে আসিয়া কেমন ছায়ায় বসিয়া আপনা-দিগের চঞ্চুদ্বারা ভূমি খনন পূর্ব্বক কীট পতঙ্গ সকল বাহিরে আনিতেছে। এ সময়ে পারাবত ও কুক্কুটগুলিও কেমন অব্যক্ত-

মধুর ধ্বনি করিয়া যেন এই জগদ্‌বন্দনীয়ারই বন্দনায় নিযুক্ত আছে।

ইতি উভয়ের নিষ্ক্রমণ।

বিষ্কম্ভক শেষ।

খড়্গ হস্তে রামচন্দ্রের প্রবেশ।

রাম। রে আমার দক্ষিণ হস্ত! এক্ষণে তুমি সেই মৃত ব্রাহ্মণ পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিবার নিমিত্ত এই শূদ্র-শিরে তোমার শাণিত কৃপাণ নিক্ষেপ কর। কেননা, যে রাম আপনার ভার্য্যাকে অন্তঃসত্ত্বা জানিয়াও নির্ব্বাসিত করিতে পারিয়াছে, তুমিত তাহারই অঙ্গ-বিশেষ, সুতরাং তোমার আবার জীবে করুণা কি?

(একটু প্রহার করিয়া) রামের উপযুক্ত কার্য্য ত করা হইল, এখন সেই ব্রাহ্মণশিশু প্রাণ পাইবে কি?

প্রবেশ করিয়া।

দিব্যপুরুষ। দেবের জয় হউক। যমের দণ্ড হইতে অভয়দাতা স্বয়ং আপনি খড়্গ দ্বারা আমার শিরশ্ছেদনে প্রবৃত্ত হওয়ায় এই শিশুও বাঁচিয়া উঠিল, আর আমারও এই মহাপ্রতিষ্ঠা লাভ হইল। আজ সেই শম্বূক আপনার চরণে মস্তক অবনত করিতেছে। তাই বলি, মহৎ জনের সঙ্গলাভে যদি মৃত্যুও হয়, তাহাও পরিণামে পরিত্রাণের কারণ হইয়া থাকে!

রাম। যাহা যাহা ঘটিল সমস্তই আমার বিশেষ প্রীতিকর

বলিয়া জানিবেন। এখন কঠোর তপস্যার ফল ভোগ করুন। যে তেজোময় ব্রহ্মলোকে নিয়তই সুখ শান্তি বিরাজ করিতেছে, আপনি আপনার পুণ্য-সাধনার ফলে যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া সেই লোকে বাস করুন।

শম্বূক। ইহা আপনারই চরণের অনুগ্রহ—তপস্যার মহিমা নহে। অথবা তপস্যার দ্বারাই এই উপকার হইয়াছে। তাহা না হইলে, যে ভূতনাথ জগতের রক্ষিত—যাহাকে তাবৎ বিশ্বজন অন্বেষণ করে, স্বয়ং তিনিই আমার মত নরাধমের সন্ধানে শত সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া কোথায় সেই অযোধ্যা হইতে এই আমাদের দণ্ডকারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা তপস্যার ফল ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

রাম। এ কি দণ্ডকারণ্য? (চারিদিকে চাহিয়া) তাই ত কেমন স্নিগ্ধ মনোহর নীলিমা, আবার কোথাও বা সম্পূর্ণ নীরস ভীষণ নির্জন দৃশ্য। স্থানে স্থানে নির্ঝরিণীর ঝম্ ঝম্ ঝঙ্কারে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত। আশে পাশে আশ্রম, গিরি-নদী সমাকীর্ণ বৃহৎ বনরাজি শোভা পাইতেছে দেখিয়া পূর্ব্বপরিচিত দণ্ডকারণ্য বলিয়াই যেন আমার মনে হইতেছে।

শম্বূক। দণ্ডকাই বটে। কথিত আছে, এই স্থানেই নাকি নির্ব্বাসিত হইয়া ভগবান্ চতুর্দ্দশ-সহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষসকে এবং খর দূষণ ও ত্রিশিরা নামক তিন ভয়ঙ্কর দুর্দ্ধর্ষ বীরকে রণে বধ করিয়াছিলেন। তাহাতেই এই সিদ্ধক্ষেত্র জনস্থান

আমাদের মত ভীরু জনের পক্ষেও নির্ভয়ে বিচরণের যোগ্য হইয়াছে।

রাম। ওহো! এ কেবল দণ্ডকারণ্য নয়, জনস্থানও বটে।

শম্বূক। আজ্ঞে হাঁ! এই সকল গিরিগহ্বরে সর্ব্বদা এমন সকল হিংস্র উন্মত্ত জন্তু বাস করে যে, দেখিলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে হয়। সমগ্র দক্ষিণ দিক্ ব্যাপিয়া জনস্থান পর্য্যন্ত এই মহারণ্য বিস্তৃত হইয়া আছে। তাহাতেই ইহার কোন কোন স্থান সম্পূর্ণ নিঃস্তব্ধ, আবার কোথাও হিংস্র জন্তু-গণের ঘোর গর্জ্জনে কম্পিত। মাঝে মাঝে নিদ্রিত অজগর-গণের গভীর শ্বাস প্রশ্বাসে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে এবং গিরিগহ্বরের অভ্যন্তরে এই সকল মহাসর্পের গাত্র হইতে ঘর্ম্মরূপে বিগলিত হইয়া যে সামান্য সলিল সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহাই আবার তৃষার্ত্ত কৃকলাসেরা পান করিয়া পিপাসা মিটাইতেছে।

রাম। এই ত সেই খর রাক্ষসের বাস-গৃহ দেখিতেছি। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আবার সেই পুরাতন সকল কথাই মনে পড়িতেছে, আর বোধ হইতেছে যেন অতীত ঘটনা সকল একে একে আমার চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত (চারিদিকে চাহিয়া) বৈদেহী বনে বাস করিতে বড় ভাল বাসিতেন। এই সেই বন, ইহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর শোককারণ কি হইতে পারে?

(অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে।)

"আমি আবার তোমার সঙ্গে সেই মধুগন্ধ-পরিপূর্ণ বনে

গিয়া বাস করিব” ইহা কল্পনা করিয়াই যে প্রেমময়ীর হৃদয় প্রেমে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত, সে হৃদয়ের গভীর স্নেহের কি পরিমাণ হয়? অথবা প্রিয়জনের কেবল সঙ্গসুখই যে মনের সকল দুঃখ দূর করিয়া দেয়! তাই বলি যে যাহার বাঞ্ছিত, তাহার পক্ষে সে যেন কি এক অপূর্ব্ব বস্তু।

শম্বূক। যাক্! এই দক্ষিণারণ্যের বিষয়ে আর অতি বিস্তারে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে হে মহানুভব! সম্মুখে এই প্রশান্ত গম্ভীর মধ্যমারণ্য একবার অবলোকন করুন! ইহার চারিদিক্ কেমন ঘন শ্যামল সুন্দর পর্ব্বত-শ্রেণীতে পরি-বেষ্টিত হইয়া আছে; এই নিবিড় বনমধ্যে মৃগযূথ সকল দেখুন কেমন নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। আবার মধ্যে মধ্যে পুষ্পিত বেতস-লতার আশ্রয়ে বসিয়া বিহঙ্গমগণ মনের আনন্দে কূজন করিতেছে আর তাহাদের কম্পিত পক্ষ তাড়নায় ফুল্ল কুসুমদল স্খলিত হইয়া নিম্নে গিরিনদীর জলে যেমন পতিত হইতেছে, অমনি সেই সকল স্বচ্ছ সুশীতল সলিল স্নিগ্ধ-কুসুম-সৌরভে সুবাসিত হইয়া উঠিতেছে।

কেবল তাও নয়, পার্শ্বস্থিত জম্বূবৃক্ষের পক্ক ফল সকল আবার টুপ্ টাপ্ শব্দে সেই জলে পড়িয়া কল্লোলিনীদিগের কল কল মধুর ধ্বনিকে কেমন মুখরিত করিয়া তুলিতেছে! আরও দেখুন, এই সকল গিরিগহ্বরের অভ্যন্তরে থাকিয়া ভল্লূকগণ মুহুর্মুহুঃ বিকট ঘুৎকার করিতেছে, আর তাহাদের সেই ঘোর রব প্রতি-ধ্বনিত হইয়া এ স্থানের গাম্ভীর্য্যকে কেমন ভীষণতর করিয়া

তুলিতেছে। অন্যদিকে আবার বন্য হস্তিগণ যতই শল্লকী-বৃক্ষের শাখাসমূহ বিদলিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে, ততই সেই সকল ছিন্ন গ্রন্থি হইতে স্নিগ্ধ সুশীতল ক্ষীরস্রাব হইয়া সুগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়া দিতেছে।

রাম। (বাষ্পপূর্ণনেত্রে) হে ভদ্র! আপনি এক্ষণে এই পুণ্য-লোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্যলোক প্রাপ্ত হউন এবং আপনার পথ মঙ্গলময় হউক।

শম্বূক। আচ্ছা! তবে আমি সেই বেদজ্ঞপুরুষ অগস্ত্য ঋষিকে অভিবাদনপূর্ব্বক নিত্যধামের অনুসরণে প্রবৃত্ত হই।

নিষ্ক্রান্ত।

রাম। আজ আমি আবার সেই বনে আসিলাম,—যেখানে অনেক দিন বাস করিতে করিতে বাহিরে বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও অন্তরে গৃহস্থাশ্রমের সারসুখ সম্ভোগ করাও আমার ভাগ্যে সম্ভবপর হইয়াছিল। কেননা, সেই সর্ব্বসুখদায়িনী আমার মনোরঞ্জিনী যে আমার সঙ্গে ছিলেন। আবার সেই শৈলশ্রেণীতে ময়ূরগণের কেকারব; সেই বনস্থলীতে মত্ত হরিণের ত্বরিত গমন; সেই নয়নতৃপ্তিকর বেতসলতার এবং শ্যাম স্নিগ্ধ নিচুল বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত তটিনীর তট সম্পদ্; এই প্রস্রবণ-গিরি! দূর হইতে দেখিলে ইহাকে মেঘমালা বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারই পাদদেশ বিধৌত করিয়া পুণ্যতোয়া গোদাবরী মৃদুমন্দ স্রোতে বহিয়া যাইতেছে। এই শৈলবরের উচ্চ শিখরেই ত গৃধ্ররাজের বসতি ছিল, আবার ইহারই পাদমূলে

কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া আমরা সুখে কাল কাটাইয়াছিলাম। এই পঞ্চবটীর তরুলতা সকল তখন আমাদেরই সেই নিগূঢ় প্রণয়-ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিল বলিয়াই যেন আজ তাহারা স্পর্দ্ধা-ভরে সেই রহস্য কথা ব্যক্ত করিতে ব্যস্ত। এই খানেই আবার প্রিয়ার প্রিয়সখী বাসন্তী বাস করিতেন। হায় আজ রামের কি উপস্থিত হইল?

আজ জানিনা কেন অন্তরে বিষের ধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া, আমার মর্ম্মে এক দারুণ শেল বিদ্ধ করিয়া দিতেছে। বহুদিন পরে আবার এই সকল প্রিয়দর্শন স্থান প্রত্যক্ষ করিয়া আমার রুদ্ধ শোকাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। অঙ্গ অবশপ্রায়! তবুও আবার দেখিবার সাধ; কি করি? অথবা ইহারা যে আমার পূর্ব্ব-সুখের স্মৃতির নিদর্শন, আমার এমন সুহৃদ্‌গণকে দেখিব না ত যাইব কোথায়? তবে দেখিব—আরও দেখিব! আহা! ইহাদেরও কত অবস্থান্তর ঘটিয়াছে! যেখানে তখন ছিল তর তর বাহিনী তটিনী, আজ তাহার পরিবর্ত্তে সেখানে দেখি তট বাধিয়াছে—সৈকতভূমি। তখন যেখানে দেখিয়াছিলাম শ্যাম নিবিড় বিটপিশ্রেণী, আজ সেখানে আর তাহাদের চিহ্নও খুঁজিয়া পাই না! বলিতে কি, যদি আমার চিরপরিচিত পুরাতন অবিনশ্বর এই অদ্রিগণ নিত্য কাল একই নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমাকে আজ আশ্বস্ত না করিত, তবে এত কাল পরে আসিয়া এ সকল স্থান ঠিক চিনিতে পারিতাম কি না সন্দেহ! কিন্তু হায়! ভুল

করি আর যাই করি, পঞ্চবটীর প্রতি অন্তরের টান ত কোন মতেই ছাড়াইতে পারিতেছি না; তাইত সে স্নেহ যেন আমাকে বলপূর্ব্বক তাহার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। (করুণভাবে) এই পঞ্চবটী বনেতেই আমি আমার প্রিয়দর্শনার সহিত একত্র অনেক দিন এত সুখে কাটাইয়াছিলাম যে পরে আপনার আবাস-ভবনে ফিরিয়া গিয়াও সে সকল সুখের স্মৃতি লইয়াই যেন দুজনে মহা-আনন্দে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতেছিলাম। আজ সে প্রণয়িগণের একজনকে হারাইয়া একা হতভাগ্য রাম কেমন করিয়া এই পঞ্চবটীতে পুনঃ প্রবেশ করিবে, অথবা পাশ কাটাইয়া গিয়া ইহার প্রতি অযথা অসম্মানই বা দেখাইবে কি করিয়া?

(প্রবেশ করিয়া)

শম্বুক। দেবের জয় হউক! দেব! আমার প্রমুখাৎ ভগবান্ অগস্ত্য আপনার এ স্থানে আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া, আপনার প্রতি তাঁহার এই আদেশ জানাইয়াছেন যে, বৎসলা লোপামুদ্রা আপনার রথ হইতে নির্ব্বিঘ্নে অবতরণের নিমিত্ত সকল প্রকার মঙ্গলাচরণ সমাধা করিয়া এক্ষণে অন্যান্য আশ্রম-বাসিগণের সহিত আপনার দর্শন প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক তথায় গমন করিয়া তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। তাহার পর, দ্রুতগামী পুষ্পক রথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন।

রাম। ভগবানের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

শম্বূক। এ দিকে তবে পুষ্পক-রথ লইয়া যাইতে মহা-রাজের আজ্ঞা হউক।

রাম। ভগবতি! পঞ্চবটি! গুরুজনের আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় জানিয়া আপনার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনে রামের যে ত্রুটী রহিয়া গেল, স্নেহগুণে তাহা ক্ষমা করিতে অনুমতি হয়।

শম্বূক। দেব! দেখুন! দেখুন! এই ক্রৌঞ্চাবত-গিরির কুঞ্জবনে বাস করিয়া পেচকগুলি ঘূৎঘূৎ এই অব্যক্ত শব্দ করিতেছে, আর বায়ুবেগে সে বিকট রব গুহারন্ধ্রে প্রবেশ করাতে আরও ভয়ঙ্কর শোনা যাইতেছে। তাহাতেই ত্রাসে সেই বৃক্ষবাসী কাকবংশ একেবারে নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে। আবার নীচে ইতস্ততঃ চলিত ময়ূরগণের কূজন শুনিয়া পুরাতন বটবৃক্ষের কাণ্ডের ভিতরে সর্পগোষ্ঠী মহা উৎকণ্ঠা ভোগ করিতেছে।

আবার দেখুন! এই সকল দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী গিরির গহ্বরে গোদাবরীর বারিরাশি প্রবেশ করিয়া কেমন গদগদ মধুর ধ্বনি করিতেছে। ইহাদের শিখরদেশ সদাই মেঘাচ্ছন্ন থাকায় কেমন শ্যামল-সুন্দর শোভা ধারণ করিয়া আছে। চারিদিক্ হইতে গিরিনদী সকল কলকল রবে প্রবাহিত হইয়া একে অন্যের ঘাতপ্রতিঘাতে বিক্ষোভিত এবং বিতাড়িত হইয়া মহা কোলাহলে সেই গভীর পুণ্য-সঙ্গমকে উদ্বেল করিয়া তুলিতেছে।

নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় অঙ্ক

তমসা ও মুরলা-নদীদ্বয়ের প্রবেশ।

তমসা। সখি মুরলে! অত ব্যস্তসমস্ত কেন?

মুরলা। ভগবতি তমসে! ভগবান্ অগস্ত্যের পত্নী লোপা-মুদ্রা আমাকে পাঠাইয়াছেন—নদীশ্রেষ্ঠা গোদাবরীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে—যে, বধূকে সেই বনে ত্যাগ করিয়া আসিবার পরে আর তিনি তাঁহার সংবাদ কিছু রাখেন কি না? কেননা' তিনি বলিলেন, "তাহার পর হইতে শ্রীরামচন্দ্রের দশা যে কি হইয়াছে তাহা আর বলিবার নয়! অতি ধীরপ্রকৃতি বলিয়াই বাহিরে কিছু প্রকাশ পায় না। নয় ত যেমন ঔষধপূর্ণ ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করিয়া উহাকে অগ্নির উত্তাপে নিক্ষেপ করিলে উহার অভ্যন্তরস্থ বস্তু ক্রমশঃ পরিপক্ক হইতে থাকে, কিন্তু বাহিরে কিছুই লক্ষিত হয় না, রামচন্দ্রও সীতাশোকে ঠিক তেমনই ভাবে দগ্ধ হইতেছেন। রঘুপতির সেই ক্ষীণ দেহ দেখিয়া ঋষিপত্নীর মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি নাকি রামভদ্র শম্বূককে বধ করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতেছেন, সুতরাং অবশ্যই সেই সকল স্থান আবার অতিক্রম করিবেন।

তখন বধূ সঙ্গে ছিলেন, আর এখন সেই বধূকে এই ভাবে ত্যাগ করিয়াছেন। মহাসংযমী হইলেও এ সকল সময়ে এ অবস্থায় কিসে কি প্রমাদ ঘটায়, এই তাঁহার দিবানিশি ভাবনা। অতএব ভগবতী গোদাবরীকে বলিতে বলিয়াছেন "হে পুণ্যসলিলে! আপনি রামভদ্রের প্রতি প্রসন্ন হউন। যখনই তাঁহাকে শোকে মুহ্যমান হইতে দেখিবেন, তখনই আপনার সেই সুবাসিত শীতল স্নিগ্ধ সলিল-ধারায় তাঁহার জীবন সঞ্চার করাইবেন, এই নিবেদন"।

তমসা। স্নেহের উপযুক্ত কথাই বটে! জীবন-সঞ্চারের ব্যবস্থাতেও সেই একই অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছে, আর রামভদ্রও ত আজ নিকটেই বর্ত্তমান।

মুরলা। সে কি রকম?

তমসা। তবে বলি শোন। সেই বাল্মীকির তপোবনে সীতাদেবীকে রাখিয়া লক্ষ্মণ চলিয়া আসিলে পর নাকি জানকীর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়। তিনি সেই বেদনায় কাতর হইয়া বড় দুঃখে গঙ্গার বক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়েন। সেই জলমধ্যেই তাঁহার দুইটী পুত্রসন্তান প্রসূত হয়। তখন ভগবতী পৃথিবী এবং ভাগীরথী নাকি তথায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে পরম যত্ন সহকারে একেবারে পাতালপুরী লইয়া যান এবং স্তন্যত্যাগের পরে সীতার সেই শিশুদ্বয়কে স্বয়ং গঙ্গাদেবী লইয়া গিয়া বাল্মীকি মুনির হাতে সমর্পণ করিয়া আইসেন।

মুরলা। (একটু বিস্ময়ের সহিত) তা দেখুন! এই সকল মহৎ

লোকের বিপদের সময়ও কেমন আশাতীত উপায় আসিয়া আপনি উপস্থিত হয়, তাহাতেই এতাদৃশ মহানুভব ব্যক্তিরাও সাহায্য করিয়া থাকেন।

তমসা। সম্প্রতি গোদাবরীর নিকট শম্বুক-বধের নিমিত্ত রামচন্দ্রের জনস্থানে আগমনবার্ত্তা শুনিয়া পূজনীয়া লোপামুদ্রা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, স্নেহ-পরবশ হইয়া ভগবতী ভাগীরথীও ঠিক তাহাই মনে করিয়া গৃহস্থ ধর্ম্মের কোন আচার অনুষ্ঠান করিবার ছলে সম্প্রতি সীতাদেবীকে সঙ্গে করিয়া গোদাবরী দর্শনে আগমন করিয়াছেন।

মুরলা। তা ভগবতী বেশ সদ্‌বিবেচনার কার্য্যই করিয়াছেন। কিন্তু রামচন্দ্র নাকি রাজধানীতে থাকিয়া রাজধর্ম্ম-পালনে আপনাকে এমনি নিমগ্ন রাখিয়াছেন যে, তাঁহার আর চিত্তচাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তবে শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে কঠোর সংযমে স্থির রাখিতে পারিলেও এই পঞ্চবটী দর্শন করিয়া আবার তাঁহার কি ভাব ঘটে, কে বলিতে পারে? যদি তাহাই হয়, তবে সীতাদেবীর দর্শন কেমন করিয়া যে রামভদ্রের সান্ত্বনার কারণ হইবে, তাহা ত কৈ বুঝিতে পারিলাম না।

তমসা। ভাগীরথী দেবী কি আর এ সমস্ত না ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু বলিয়াছেন? তিনি সীতাদেবীকে জানাইলেন "বৎসে সীতে! আয়ুষ্মান্ কুশ লবের ত ভগবৎকৃপায় অদ্য দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইল, এক্ষণে ইহাদের .'সংখ্যামঙ্গল' সংস্কার

আবশ্যক। অতএব পুরাতন রাজবংশের শ্বশুরকুলের জন্মদাতা সেই ভগবান্ সূর্য্যদেবকে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া অর্চ্চনা করা আজ তোমার কর্ত্তব্য। আবার ইহাও বলিয়া রাখি যে, এই পৃথিবীতে যে সকল বনদেবতা বাস করেন, আমাদের তপোবলে তাঁহারা পর্য্যন্ত তখন তোমাকে দেখিতে পাইবেন না, ছার মর্ত্ত্যধামের লোকের কথা ত দূরে থাক্।" এই বলিয়া আমার প্রতি আদেশ করিলেন "তমসে বধ্ জানকীর তুমিই প্রধান প্রিয়পাত্রী, অতএব তুমিই ইঁহার সঙ্গিনী হও।" সম্প্রতি তবে যাই, তাঁহার আজ্ঞা পালন করি গিয়ে।

মুরলা। আচ্ছা! আমিও ভগবতী লোপামুদ্রাকে এই কথা জানাইয়া আসি। তাইত! রামভদ্র যেন এই দিকে আসিতেছেন মনে হইতেছে।

তমসা। আর এইদিকে দেখ, গোদাবরী-হ্রদ হইতে কে বাহিরে আসিতেছেন। এই যে শোক কাতর বিবর্ণ মুখের আশে পাশে আলুথালু কেশগুচ্ছ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতেই বা এ মুখের কি মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। আহা! মর্ম্মবেদনা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া এ দেহ আশ্রয় করিয়া আছে তাই এই জানকীকে বনে আসিতে দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন সাক্ষাৎ বিরহব্যথাই বুঝি চলৎশক্তি লাভ করিয়াছেন।

মুরলা। তাহাতেই শরৎকালের উগ্র উত্তাপ; যেমন কেতকীর অভ্যন্তরস্থিত পত্রগুলিকে সন্তপ্ত করিয়া তোলে, তেমনি এই নিদারুণ দীর্ঘ বিরহব্যথা ইঁহার এমন স্নিগ্ধ মনোহর

ক্ষীণদেহ-পল্লবকে বৃক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া কি বিষম মর্ম্ম-পীড়াতেই না দগ্ধ করিতেছে দেখ !

ইতি উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে

"কি দৈব দুর্বিপাক ! কি অনর্থ !"

(শুনিয়া কৌতূহলী হইয়া পুষ্পহস্তে সীতার প্রবেশ)

সীতা। কেমন যেন মনে হইতেছে, আমার প্রিয়সখী বাসন্তী কথা বলিতেছে।

(আবার নেপথ্যে)

"ঐ যা ! কি হবে ! সীতাদেবী যে চঞ্চল করিশিশুকে নিজের হস্তে শল্লকীপল্লব খাওয়াইয়া বড় যত্নে পুষিয়াছিলেন"।

সীতা। তার কি হলো ?

(আবার নেপথ্যে)

সে কি না এখন বয়ঃস্থ হইয়া আপনার সহচরীর সঙ্গে জল-ক্রীড়া করিতেছিল, কোথা হইতে এক মহাকায় মত্ত হস্তী আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল, এখন করা যায় কি ?

সীতা। আর্য্যপুত্র ! আর্য্যপুত্র ! আমার এই সন্তানসম শাবককে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। তাই ত আমি এ কি করিলাম ? তাঁহাকে "আর্য্যপুত্র" বলিয়া সম্ভাষণ করিবার এখন আর আমার কি অধিকার আছে ! অথবা অভ্যাসদোষ সকল অবস্থাতেই আত্মবিস্মৃতি ঘটায় ! হা আর্য্যপুত্র ?—

ইতি মূর্চ্ছা।

তমসা প্রবেশ করিয়া।

তমসা। বৎসে! অধীর হইও না।

নেপথ্যে।

হে বিমানরাজ! এখানেই তবে অবস্থান কর।

সীতা। (একটু আশ্বাস্ত হইয়া) মাগো কোথা হইতে জলপূর্ণ মেঘের গম্ভীর-মধুর ধ্বনির মত এই মহাধ্বনি উত্থিত হইল! শুনিয়া যে আমার মত মন্দভাগিনীর দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়ও কেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল!

তমসা। (সস্নেহে) অয়ি মুগ্ধে! কোথা হইতে কি একটা অস্পষ্ট শব্দ হইল, আর অমনি তুমি মেঘগর্জ্জন শ্রবণে ময়ূরীর মত একেবারে উতলা হইয়া উঠিলে।

সীতা। ভগবতি! আপনি কি বলিলেন? "অস্পষ্ট শব্দ"? আমি কিন্তু স্পষ্ট আর্য্যপুত্রের কণ্ঠস্বর বলিয়া বুঝিলাম।

তমসা। তবে শুনিতে পাই শূদ্র-শম্বূকের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ইক্ষাকু রাজবংশধর এই জনস্থানে আসিয়াছেন।

সীতা। ভাগ্যে রাজধর্ম্ম রক্ষায় সেই রাজার এত নিষ্ঠা।

নেপথ্যে।

"যেখানে বৃক্ষই বল, আর মৃগই বল, সকলেই আমার পরম বান্ধব ছিল। গোদাবরীর নিকটস্থ যে সকল গিরিনদীর তীরে আমি তাহাদের নিত্য সহচরের মত বাস করিতাম এই না সেই সকল স্থানেই আমি আবার আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

সীতা। তাইত! এ যে ঊষার ক্ষীণালোকে চন্দ্রের পাণ্ডু-বর্ণের মত আজও শীর্ণদেহে ক্লিষ্ট কমনীয় কান্তি ধারণ করিয়া আমার আর্য্যপুত্রই এ দিকে আসিতেছেন। দেবি। আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না যে, আমায় ধরুন!

(বলিতে বলিতে মূর্চ্ছা)।

তমসা। (ধরিয়া) বৎসে! আকুল হইওনা।

নেপথ্যে

'এই পঞ্চবটী দর্শনে আমার নিরুদ্ধ শোকাগ্নি যেন সহসা ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া মোহান্ধকারে আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; হা! প্রিয়ে জানকি!

তমসা। (স্বগত) গুরুজন যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই হইল দেখিতেছি।

সীতা। (একটু স্থির হইয়া) আহা! এমন হইল কেন?

(আবার নেপথ্যে)।

হা দেবি! হা! আমার দণ্ডকারণ্য-বাস-সহচরি! হা! বিদেহ-রাজপুত্রি! (বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত)।

সীতা। হায় এ কি হইল! এই হতভাগিনীর উদ্দেশ্যে আজ আর্য্যপুত্রের এমনি দশাবিপর্য্যয় ঘটিল যে, তিনি শুষ্ক নীলোৎপলের মত শোকে মুহ্যমান হইয়া একেবারে ধরাশায়ী হইলেন! ভগবতি! তমসে! আর্য্যপুত্রের প্রাণ রক্ষা করিয়া আমাকে বাঁচাও নয় ত মরিলাম। (পদতলে পতন)।

তমসা। হে কল্যাণি! তোমার সেই অনুরাগপূর্ণ কর-

স্পর্শই যে রামচন্দ্রকে পুনর্জীবিত করিবার একমাত্র উপায়, অতএব একবার নিকটে গিয়া তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়া আইস।

সীতা। কপালে যাহা থাকে থাকুক্! একবার ভগবতীর আজ্ঞা পালন করা য'াক্। (সীতার স্পর্শে রামের আনন্দোচ্ছ্বাস)।

সীতা। ত্রিলোকনাথের দেহে আবার চৈতন্য-সঞ্চার হইল বুঝি!

রাম। অহো! এ কি দেবলোক হইতে হরিচন্দন-রসের সুধাধারা দেহে বহিয়া গেল? না, নভোমণ্ডলের শশাঙ্কলেখাকে সহসা নিষ্পীড়িত করিয়া তাহারই স্নিগ্ধ ক্ষীরস্রাবে এ অঙ্গ ধৌত করা হইল? না, কি মূর্ত্তিমান্ সন্তাপহারী কোন সুশীতল সঞ্জীবন ওষধীর রস আমার ক্ষুব্ধ বক্ষে সিক্ত হইল!—অথবা এ স্পর্শ যে আমার চিরানুভূত! এই একই স্পর্শ কখনও বা আমার মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চার করিয়া দেয়; কখনও বা আবার জীবিত প্রাণকে মৃতপ্রায় করিয়া ফেলে। এ স্পর্শ এক মুহূর্ত্তে প্রাণের শোক দুঃখের নিদারুণ পীড়নকেও উপশম করিতে জানে, আবার পর মুহূর্ত্তেই আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়া তাহাকে অসহ্য সুখে অবশ করিয়া দিবার ক্ষমতাও রাখে।

সীতা। (কিঞ্চিৎ ভয় ও শোক সহকারে) যাহা শুনিলাম তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট মনে করি।

রাম। (উপবেশন করিয়া) তবে কি আমার প্রতি স্নেহময়ী সীতাদেবীই এই অনুগ্রহ করলেন?

সীতা। হা কপাল! আর্য্যপুত্র আমায় স্মরণ কর্‌ছেন।

রাম। তা দেখা যা'ক্‌ কে?

সীতা। ভগবতি! তমসে! চল এবারে প্রস্থান করি। কি জানি যদি আমাকে দেখ্‌তে পান, তবে তাঁহার অনুমতি বিনা তাঁহার সম্মুখে আসিলাম বলিয়া হয় ত মহারাজ আমার প্রতি আরো বেশী বিরক্ত হইবেন।

তমসা। বৎসে! তোমাকে ত আগেই বলিয়াছি যে, ভাগীরথীর প্রভাবে বনদেবতারাও তোমাকে দেখিতে পাবেন না।

রাম। প্রিয়ে জানকি!

সীতা। (অস্পষ্ট গদ্‌গদ্‌ স্বরে) আর্য্যপুত্র! আমার প্রতি আপনার পূর্ব্বের আচরণ স্মরণ করিয়া আজিকার এই স্নেহ সম্ভাষণ কেমন অনুপযুক্ত মনে হইতেছে। অথবা আমিই আজ পাষাণহৃদয় হইয়া পড়িয়াছি, নয় ত এ জন্মে আর আমার দেখা পান কি না পান জানিয়াও যখন আমাকে এত স্নেহ জানাইতেছেন, তখন আমার কি তাঁহার প্রতি বিমুখ হওয়া উচিত? বিশেষ তিনিও আমার মন জানেন, আমিও তাঁহার মন জানি।

রাম। (চারি দিক দেখিয়া হতাশভাবে) কৈ, কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাই না!

সীতা। ভগবতি! তমসে! বিনা অপরাধে আমাকে যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার আজ এ ভাব দেখিয়া আমার মনের অবস্থা যে কি হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

তমসা। বৎসে কেমন আর হইবে! আমি এই বুঝি যে, নিরাশায় নিরাশায় মন একেবারে উদাসী হইয়া পড়িতেছে, নানা ঘটনাসূত্র প্রাণের সেই প্রসন্ন ভাব আর রক্ষা করিতে পারিতেছে না; দীর্ঘ বিয়োগের পরে অকস্মাৎ এই প্রিয়দর্শন-সুখ যেন তোমাকে হতবুদ্ধি করিয়া দিতেছে, আবার বল্লভের স্নেহমাখা কথায় কখনও তুমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছ, পরক্ষণেই আবার তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস শুনিয়া একেবারে মর্ম্মে মরিয়া যাইতেছে। ফল কথা সম্প্রতি তুমি হে প্রেমময়ি! প্রেমে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছ।

রাম। দেবি! মূর্ত্তিমান্ প্রণয়ের আধারস্বরূপ তোমার শোভন অঙ্গের এই সরসস্পর্শ আজও আমার প্রাণকে তেমনি তন্ময় করিয়া ফেলিয়াছে। তবে এমন সময়ে হে নন্দিনি! তুমি কোথায় রহিলে?

সীতা। বিনা দোষে নির্ব্বাসিতা হইয়াও, আজ আর্য্য পুত্রের মুখে প্রগাঢ় প্রণয়ের এই সকল প্রাণস্পর্শী কথা শুনিয়া আমার জন্ম সার্থক মনে হইতেছে।

রাম। অথবা, আমার সেই চিরবাঞ্ছিতা এখানে উপস্থিত আছেন, বৃথা আমার এ ভ্রম জন্মিল কেন? কিন্তু বৃথাই বা বলি কেমন করিয়া? দিবা নিশি যে রাম একই চিন্তাতে নিমগ্ন, তাঁর পক্ষে এ ভ্রান্তি হওয়াই ত স্বাভাবিক।

(নেপথ্যে)

"কি প্রমাদ! কি প্রমাদ! সীতাদেবী যাকে নিজের হাতে—"

রাম। (উৎসুক হইয়া) তার কি হ'লো!

(নেপথ্যে পুনরায়)

"সে বধূর সঙ্গে জলক্রীড়া করিতে গিয়া—"

সীতা। আঃ! কি হবে! কে এখন ইহাকে রক্ষা করিবে?

রাম। কোথায় সে দুরাত্মা, যে আমার প্রিয়ার পুত্রকে সঙ্গিনী সহ এমন ভাবে আক্রমণ করিল?

(উঠিয়া যাওয়া)

(বাসন্তীর ব্যস্তভাবে আসা)

কে! দেব রঘুপতি নাকি?

সীতা। কে গো! আমার প্রিয়সখী বাসন্তী যেন!

বাসন্তী। দেবের জয় হউক!

রাম। (চাহিয়া দেখিয়া) সীতার প্রিয়সহচরী বাসন্তি! তুমি কোথা হইতে আসিলে?

বাসন্তী। দেব! সত্বর হউন সত্বর হউন। জটায়ু শিখরের দক্ষিণদিকে, সীতা দেবী যে পথে গোদাবরীতে যাতায়াত করিতেন, সে পথে গিয়া তাঁহার পুত্রসম করীকে প্রাণে বাঁচাইতে আজ্ঞা হয় মহারাজ!

সীতা। হা তাত জটায়ো! আজ তোমা ছাড়া এই জনস্থান শূন্য বোধ হইতেছে!

রাম। অহো! এ সকল কাতরোক্তি শুনিলে প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়!

বাসন্তী। দেব! এদিকে এদিকে আসুন!

সীতা। ভগবতি! তবে কি আপনি সত্যই বলিয়াছিলেন যে, আমি বনদেবতাদেরও অদৃশ্য হইয়া আছি?

তমসা। অয়ি সরলে! সকল দেবতা হইতেও আবার এই মন্দাকিনীর প্রভাব অধিক। অতএব কেন বল দেখি অকারণ এত ভীত হইতেছ?

সীতা। তবে চলুন অনুসরণ করি।

(কিছু দূর অগ্রসর হইয়া)

রাম। (সম্মুখে আসিয়া) ভগবতি গোদাবরি! প্রণাম করি।

বাসন্তী। দেব! আপন প্রণয়িনী সহ পুত্রের জয় লাভ দেখিয়া আনন্দ করুন এই বাসনা।

রাম। হে আয়ুষ্মন্! তুমি বিজয়ী হও।

সীতা। কি আশ্চর্য্য! সেই আমার শিশুটী এত বড় হইয়াছে!

রাম। হে সুতনু! এই না তোমার সেই আদরের করিশাবক? যে তার কোমল উজ্জ্বল দণ্ড দ্বারা তোমার কর্ণের নবলীপল্লব সকল আকর্ষণ করিত, আর এখন তাহার বয়সের বিক্রম দেখ। প্রকাণ্ড প্রমত্ত হস্তীকেও অনায়াসে জয় করিয়া আসিল। বস্তুতঃ এ, তরুণ বয়সের উপযোগী সকল কল্যাণ লাভের অধিকারী হইয়াছে বটে।

সীতা। আহা! আমার এই আদরের ধন আর যেন তার সঙ্গিনীর সঙ্গ ছাড়া না হয়।

রাম। সখি বাসন্তি! দেখ দেখি, এই বন্যপশু পর্য্যন্ত আপন

আপন বধূর মনস্তুষ্টির জন্য কত কি কৌশল অবলম্বন করিতে শিখে : তাই ত মৃণালকাণ্ডের এক অংশ আপনি ভক্ষণ করিয়া অপর অংশ রঙ্গভরে প্রণয়িনীকে ভক্ষণ করাইতেছে! আবার পদ্মপুষ্পের গন্ধপূর্ণ জলগণ্ডুষ কেবল তাহাকে পান করাই-তেছে, কেবল তাহাও নয়, বিন্দু বিন্দু জলস্রাবী আপনাদের শুণ্ড দ্বারা জল সেচন করিয়া সহচরীর শুষ্ক অঙ্গ শীতল করিতে করিতে অবসর মত আবার পঙ্কজপত্রের ছত্র ধারণ করিয়া প্রিয়ার সন্তপ্ত দেহকে রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে।

সীতা। ভগবতি তমসে! সেই করিশিশুরই এত পরি-বর্ত্তন দেখিতেছি, না জানি তবে আমার কুশ লবের কত অবস্থান্তর ঘটিয়াছে!

তমসা। এ'কে যেমন দেখিতেছ, তাদেরও ঠিক তেমনি হইয়া থাকিবে।

সীতা। আমি এমনি হতভাগিনী যে, কেবল যে পতির বিরহযাতনাই ভোগ করিতেছি তা নয়, সন্তানকে কাছে রাখিবার সুখও বিধাতা ভাগ্যে লিখেন নাই!

তমসা। তা কি করা যায়! ললাটের লিখন কে খণ্ডাবে বল!

সীতা।' পুত্র প্রসব করিয়া তবে আমার লাভ কি হইল বল! যদি এদের মধুর-মোহন শ্রীমুখে তাদের জন্মদাতা পিতা একবার চুম্বন না করিলেন!

তমসা। দেবতা প্রসন্ন হইলে এক দিন না একদিন তোমার এ সাধ পূর্ণ হইবেই।

সীতা। ভগবতি তমসে! কি আর বলি! এই সন্তানের কথা স্মরণ করিয়া অপত্যস্নেহে আমার বক্ষ যেন উছলিয়া উঠিতেছে, তাহাতে আবার আর্য্যপুত্রকে সম্মুখে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন আমি বনবাসিনী হইয়াও ক্ষণেকের তরে সংসারিণী হইয়া পড়িলাম।

তমসা। তা যে হইবে তার আর কথা কি? এই সন্তান-সূত্রেই দাম্পত্য প্রেমবন্ধন দৃঢ় হইয়া জনক-জননীকে এক অসীম আনন্দের অধিকারী করে।

বাসন্তী। দেব! একবার এদিকে দৃষ্টিপাত করুন। মনের আনন্দে আপনার বিচিত্র পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক মহানৃত্যোৎসব সম্ভোগ করিয়া ময়ূরটী এক্ষণে আপনার সঙ্গিনীর সঙ্গে কেমন স্বচ্ছন্দে কেকারব করিতেছে দেখুন!

সীতা। (কৌতুকভরে সজল নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া) এই আমার সেই ময়ূর?

রাম। বৎস আনন্দ কর।

সীতা। তাই ভাল।

রাম। হে শিখি! সেই যে আমার সরলা, তাহার চঞ্চল চক্ষু চালনা দ্বারা ভ্রূযুগল কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া এবং হস্তের অঙ্গুলী-সঞ্চালনে তাল রক্ষা করিয়া, তোমাকে আপনার সন্তান স্থানে নৃত্য করাইতেন, সেই সকল পূর্ব্বকথা স্মৃতিপথে উপ-

স্থিত হইয়া, স্বতই তোমার প্রতি আমি স্নেহাসক্ত হইয়া পড়িতেছি। ভাল! এই সকল তরু লতা পশু পক্ষীও যেন পরিচয় স্মরণে রাখিতে সমর্থ! নয় ত কবে আমার প্রিয়তমা এই কদম্ব বৃক্ষে জল সেচন করিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন মনে করিয়াই যেন এক্ষণে এই পাদপ দেবীর পোষিত ময়ূরকে দেখিয়া আত্মীয় জনের মত আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।

সীতা। (অশ্রুপূর্ণ নয়নে) আর্য্যপুত্রের বিচক্ষণ কল্পনাশক্তিকে বলিহারি যাই!

বাসন্তী। দেব! এই স্থানে উপবেশন করুন। এই তো সেই কদলীবন! এই বনের মধ্যবর্ত্তী শিলাতলেই না আপনি আপনার কান্তা সহ শয়ন করিতেন! এবং এইখানে অবস্থিতি কালে সীতাদেবী স্বহস্তে হরিণ-শিশুদিগকে তৃণাদি ভক্ষণ করাইতেন বলিয়াই যেন তাহারা এখনও এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে নাই।

রাম। এ সকল স্বচক্ষে দর্শন করা বস্তুতই আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে।

(রোদন কারণে করিতে অন্য দিকে উপবেশন)।

সীতা। সখি বাসন্তি! এই সকল দেখাইয়া আর্য্যপুত্রেরই বা এ কি দশা ঘটাইলে! আর আমারই বা এ কি করিলে? হা অদৃষ্ট! ইনিই আমার সেই আর্য্যপুত্র, এও সেই পঞ্চবটী বন, আমার প্রিয়সখী বাসন্তীও ঠিক সেই আছেন। গোদাবরীতীরে আমাদিগের দাম্পত্য-প্রেমের বিচিত্র লীলাভূমি

এই সকল বৃক্ষ প্রান্তরও ঠিক সেই ভাবেই অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগের বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিতেছে। সকলি অবিকল সেই রহিয়াছে, চক্ষে দেখিতেছি অথচ এখন এ সকলি আমার পক্ষে না থাকারই মধ্যে। অথবা পরিবর্ত্তনই এ সংসারের নিয়ম।

বাসন্তী। সখি জানকি! রামভদ্রের অবস্থা দেখিতেছ কি? আহা! যাহার শ্যামল-কোমল স্নিগ্ধকায় নিয়ত দর্শনেও নিতাই নব নব ভাবে তোমার নয়নকে পরিতৃপ্ত করিত আজ বিরহের তীব্র বেদনায় তাহার বিকৃতিবিবর্ণতাও কেমন প্রিয়-দর্শন দেখ দেখি?

সীতা। তাও কি ভাই আমার দেখিতে বাকি আছে?

তমসা। জন্ম জন্ম আপনার বল্লভকে এই ভাবেই লাভ কর, এই আমাদের আকিঞ্চন।

সীতা। এই যে আমা ভিন্ন ইঁহার এবং ইঁনি ভিন্ন আমার এই দশা। ইহা কে ঘটাইল বল দেখি। তবু মুহূর্ত্তের জন্য আর্য্যপুত্রের এত স্নেহের পরিচয় পাইয়া মনে হইতেছে যেন আমার জন্মান্তর উপস্থিত।

তমসা। (সাশ্রুলোচনে আলিঙ্গন করিয়া) এই যে একবার বিরহের অসহ্য যাতনায়, আবার পরক্ষণেই প্রিয়জন-দর্শনের আনন্দ উচ্ছ্বাসে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে অপরিতৃপ্ত বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া আছ, ইহার এই শুভ্র স্নিগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিই বল্লভকে কেমন স্নেহসিক্ত করিয়া তুলিতেছে?

বাসন্তী। রামভদ্র স্বয়ং এই বনে পুনরাগমন করিতেছেন

জানিয়া বৃক্ষগণ সুগন্ধি ফল ফুলে তাঁহার অর্চ্চনা করুক। বিকসিত কমলের সৌরভে বনবায়ু চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়া তুলুক। বিহঙ্গকুল মনের উল্লাসে অবিরত সুমধুর কল কল ধ্বনি করিতে থাকুক।

রাম। সখি বাসন্তি! এই খানে বসো।

বাসন্তী। মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণের কুশল ত!

রাম। (কর্ণপাত না করিয়া) মৈথিলী নিজহস্তে তৃণশস্য পানীয় দ্বারা যে সকল মৃগশিশু, পক্ষিশাবক, তরুলতা লালন পালন করিয়াছিলেন, আজ ইহাদিগকে নিকটে পাইয়া আমার প্রাণও যেন বিগলিত হইতেছে।

বাসন্তী। মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণের কুশলবার্ত্তা জানিতে বাসনা।

রাম। (স্বগত) অহহ! আমাকে "মহারাজ" সম্বোধনে অযথা সম্মানিত করিয়া অলক্ষিতে কেমন অপদস্থ করা হইল! আবার লক্ষ্মণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ক্ষোভে যেন ইহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, তাইত! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে বুঝি বা সীতার বনবাস বৃত্তান্ত ইঁহারা অবগত আছেন! (প্রকাশ্যে) হাঁ, কুমার লক্ষ্মণের কুশল জানিবে।

বাসন্তী। বলি দেব! আপনি এত নির্দ্দয় কেন?

সীতা। ভাই বাসন্তী! তুমি কেন অমন কথা মুখে আনিতেছ? আর্য্যপুত্র যে সকলেরি প্রিয়পাত্র, বিশেষ আমার প্রিয়-জনের।

বাসন্তী। হায়! যে সরলা বালাকে “তুমি আমার প্রাণ স্বরূপিণী, তুমিই আমার নয়নের মণি, আমার অঙ্গের অমৃত-বর্ষিণী” ইত্যাদি সুমধুর সম্ভাষণে সতত প্রেম জানাইতেন! আজ কিনা তাঁহাকেই—অথবা যাক্ আর ওসব কথায় কাজ কি? (বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হওয়া)।

রাম। তা, না বলাই উচিত হইয়াছে। এ স্থলে মোহগ্রস্ত হইয়া পড়াও ইঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সখি! আশ্বস্ত হও, ধৈর্য্য ধারণ কর।

বাসন্তী। হে দেব! কেন আপনি এমন নিদারুণ নির্ম্মম আচরণ করিয়াছিলেন বুঝিতে পারি না!

সীতা। বাসন্তি! ক্ষান্ত হও! ও কথা বলিও না।

রাম। লোকে যে বোঝে না কি করি বল?

বাসন্তী। লোকের ক্ষমা না করিবার কারণ?

রাম। তা তারাই জানে।

তমসা। এ জন্য উহাদের কিছু তিরস্কার করা উচিত নয় কি?

বাসন্তী। অয়ি! নিষ্ঠুর! যশই তোমার এত প্রিয় হইল! যে তুমি লোকের মনস্তুষ্টির জন্য একবার ভাবিয়া দেখিলে না সেই নিবিড় বনে একাকিনী তাহার দশা কি হইল! আমার বিবেচনায় ত ইহার তুল্য ঘোরতর অযশঃ আর কিছুই হইতে পারে না।

সীতা। সখি! বাসন্তি! তোমার মত কঠিনপ্রাণ ত

আর দেখি নাই! একেই আর্য্যপুত্র দুঃখ সন্তাপে দগ্ধ হইতেছেন, তাহাতে আবার তোমার ঘৃতাহুতি দেওয়া উচিত হয় কি?

তমসা। সাধে কি আর বলি? অন্তরের স্নেহ আর দুঃখ আমায় এরূপ বলায় যে।

রাম। সখি! কি আর বলিব বল! সেই অরণ্যে গর্ভভারে অলসা সেই সুকোমল সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণ-চলিয়া আসিলে পর ভয়ে ত্রস্ত হইয়া তিনি যখন সদ্যঃপ্রসূত হরিণ শিশুর মত ইতস্ততঃ তাঁহার চঞ্চল চক্ষুঃ বিক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন নিশ্চিত হিংস্র জন্তুরা তাঁহার জীবনলীলা শেষ করিয়া থাকিবে।

সীতা। আর্য্যপুত্র! এই যে আমি এখনও জীবন ধারণ করিয়া আছি দেখুন।

রাম। হায় প্রিয়ে জানকি! কোথা তুমি!

সীতা। অহহ! কি কষ্ট! আর্য্যপুত্রও যে মুক্ত-কণ্ঠে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন!

তমসা। বৎসে! কেন নিষেধ কর বল দেখি? ও রকম করাইত উচিত। দুঃখ ভোগের উপশম নয়ত আর কিছুতেই হইবে না।—তাকি জান না যে জলাশয়ে যখন জলপ্রবাহ আসিয়া তোলপাড় করে, তখন সে জল-নির্গমনের উপায় না করিলেই নানা উপদ্রব ঘটিবার আশঙ্কা থাকে। সেইরূপ হৃদয় যখন শোকদুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন তাহা অসহ্য না হওয়ার পক্ষে লোকে প্রলাপেরই বিধি দিয়া থাকে!

কেমন? বিশেষ এ স্থানে রামভদ্রকে যে কত ভাবেই কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে তার সীমা নাই। এই দেখ না একে সীতাশোকে জীবন মৃতপ্রায়, তাহাতে আবার অবহিত-চিত্তে রাজধর্ম্ম সকল প্রতিপালন করিতে হইতেছে; সীতার বিচ্ছেদে প্রাণ ভরিয়া বিলাপ করিয়া যে সে দুঃখভার একটু লাঘব করিবেন, তাহারও যো ছিল না—কেননা তিনি নিজেই পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া এ মানসিক কষ্ট আনয়ন করিয়াছেন। এ অবস্থায়ও যখন জীবন ধারণ করিতে হইতেছে, তখন আজ তাঁহার এই শোকোচ্ছাসে ইষ্ট ছাড়া অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই জানিবে।

রাম। উঃ কি কষ্ট! কি ভোগ! গাঢ় উদ্বেগ হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিতেছে, অথচ এ দেহ হইতে তাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে না; লোকের অসহ্য পীড়নে, শরীর মোহাচ্ছন্ন হইয়াও কেমন আবার তাহাতে পোড়া চেতনা রক্ষা করিতেছে। এ অন্তর যদি সন্তাপের আগুনে দগ্ধই হইল, তবে তাহা একেবারে ভস্ম হইয়া যাইতেছে না কেন? তাই বলি এ ভাবে মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করা হইতেছে; অথচ এ দুর্বহ জীবন লীলা সাঙ্গ করিয়া না দিবার তাৎপর্য্য ত বুঝিতে পারিতেছি না!

সীতা। তাত বটেই!

রাম। হে পৌরজন সকল! তোমরা এ কি করিলে? আমার গৃহলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান কিছুতেই কি তোমরা অনুমোদন করিতে পারিলে না? তাই আমাকে প্রকৃত রাজধর্ম্মের

অনুরোধে একমাত্র তোমাদের মনস্তুষ্টির জন্যই তাহাকে ঘোর বিজন বনে একাকিনী পরিত্যাগ করিতে হইল; কেবল তাও নয়, আমার এই নিষ্ঠুর আচরণে আবার তোমাদের সকলেরি সহানুভূতি দেখিতে পাই! আজ এই পঞ্চবটী বন আর সেই সকল পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া আমার এত দিনের রুদ্ধ শোকবেগ আর ত সংবরণ করিতে পারিতেছি না। এবার কৃপা-ভিখারী জনের প্রতি প্রসন্ন হইবে না কি?

তমসা। আহা! গভীর সাগরের আজ এ কি আবর্ত্ত উপস্থিত!

বাসন্তী। দেব! গতানুশোচনা বিফল জানিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।

রাম। কি বলিলে ভাই! "ধৈর্য্য"? সীতাশূন্য সংসারে আজ এই দ্বাদশ বৎসর কাল সমাপ্ত হইয়া আসিল, ক্রমে "সীতা" নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গেল অথচ রাম কি দেহে প্রাণ ধারণ করিতেছে না? তবে আর ধৈর্য্যের কথা কেন বল!

সীতা। আর্য্যপুত্রের মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হইতে হয়।

তমসা। বৎসে! তা ঠিকই বলিয়াছ। কিন্তু বিরহ ব্যতীত প্রাণের প্রেমোচ্ছ্বাসে যে অমৃতেও গরল মিশিয়া থাকে, তাই তাহা মধুর হইলেও একেবারে মনোহয় হইতে পারে কি?

রাম। অয়ি! বাসন্তি! যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার নির্ম্মিত বজ্রশেল বা বিষাক্ত তীব্র দন্তাঘাত সকলেরই পক্ষে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক, তেমনি এই দারুণ বিচ্ছেদবেদনা আমার হৃদয়কে

একেবারে ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে অথচ আজও প্রাণে বাঁচিয়া আছি! তবে কি না করিলাম বল?

সীতা। নিজের ভাগ্য ত মন্দ আছে, তাতে আবার আর্য্য-পুত্রেরও ক্ষোভের কারণ হইয়া রহিলাম। হা কপাল!

রাম। আমার মত ধীরপ্রকৃতি জনেরও আজ এ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল! তাইত, এতদিন বহু চেষ্টার ফলে যে চিত্তকে সংযত রাখিয়াছিলাম, প্রবল জলপ্রবাহ যেমন সেতুবন্ধন ভেদ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ অন্তরের এই দুরন্ত আবেগ আমার সকল দৃঢ় সঙ্কল্পকে সবলে উৎপাটিত করিয়া বসিল।

সীতা। আর্য্যপুত্রের মনের এ অবস্থা দেখিয়া নিজের দুঃখই যেন আবার উথলিয়া উঠিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত করিল।

বাসন্তী। (স্বগত) আহা রামভদ্রের এ কষ্টভোগ ত আর চক্ষে সহে না! ভাল, অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যা'ক্। (প্রকাশ্যে) দেব! আমাদের চিরপরিচিত এই জনস্থান একবার দর্শন করিয়া আসুন না?

রাম। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আচ্ছা। এ বেশ পরামর্শ।

সীতা। প্রিয়সখী আমার প্রভুর চিত্তবিনোদনের যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে দুঃখ সন্তাপ দূর না হইয়া বরং আরো বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে।

বাসন্তী। (করুণভাবে) দেব! এই লতাগৃহেই না আপনি আমার প্রিয়সখীর অপেক্ষায় পথপানে চাহিয়া ছিলেন, আর

তিনি গোদাবরীর তীরে বসিয়া মুগ্ধ-নেত্রে হংসশ্রেণীর জল-বিহার দেখিতে দেখিতে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন ; সহসা চৈতন্য হইলে পর নিকটে আসিতে আসিতে আপনাকে বড় উৎকণ্ঠিত দেখিয়া নিতান্ত অপরাধিনীর মত কাতরভাবে সেই মোহন করকমলে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন ?

সীতা। বাসন্তি! তোমার হৃদয়ে কি দয়া মায়ার লেশমাত্রও নাই, যে তুমি এমন করিয়া গতানুশোচনায় আমাদের দুই জনকেই পীড়ন করিতেছ ?

রাম। হে কোপনে! আমার আশেপাশে আসিয়া দেখা দিতেছ অথচ স্পষ্ট কেন তোমায় দেখিতে পাইতেছি না বল ? তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, শরীর সকল বন্ধনশিথিল হইয়া আসিতেছে, তাবৎ জগৎ সংসার শূন্য বোধ হইতেছে, অবসাদের গাঢ় অন্ধকারে অন্তরাত্মা আচ্ছন্ন। মোহে মুহ্যমান হইয়া এখন করি কি! যাই কোথা বল! (মূর্চ্ছিত হইয়া পড়া)।

সীতা। অহো। আর্য্যপুত্র আবারও আত্মহারা হইলেন।

বাসন্তী। দেব। অধীর হইবেন না!

সীতা। হায়! এই হতভাগিনীর জন্য কি না, প্রজাপালক, এই আমার প্রভুর ক্ষণে ক্ষণে জীবনসংশয় হইতেছে! এ দুঃখ সহ্য করি কেমনে বল! (মূর্চ্ছিত হওয়া)।

তমসা। বৎসে! আবার তোমার সেই সরল করস্পর্শ

ভিন্ন রামভদ্রের জীবনসঞ্চার তো আর কিছুতেই হইতে পারে না।

বাসন্তী। কি এখনও সংজ্ঞা শূন্য হইয়াই রহিলে? ওগো প্রিয়সখি! উঠ! এসো, কাছে আসিয়া আপনার প্রভুর প্রাণ দান কর।

সীতা। (উঠিয়া ধীরে ধীরে রামের বক্ষে ও ললাটে করস্পর্শ)

বাসন্তী। কি সৌভাগ্য যে রামচন্দ্রের চৈতন্য লাভ হইল।

রাম। (আনন্দ-নিমীলিতনেত্রে) বাসন্তি! তুমি ঠিকই বলিয়াছ! আহা এ কি স্পর্শ? আমার অন্তরে বাহিরে দেহের সর্ব্বস্থানে কে যেন এক অমৃতরস লেপন করিয়া দিল, আর আমি অমনি মোহের আবেশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এক আনন্দের আতিশয্যে যেন আবার অবশ প্রায় হইয়া পড়িতেছি!

বাসন্তী। দেব! সে কি রকম?

রাম। কি আর বলিব! আমি যেন আবার আমার সেই হারান ধনকে ফিরিয়া পাইলাম।

বাসন্তী। তিনি তবে কোথায় আছেন?

রাম। (স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া) এই যে আমার সম্মুখেই রহিয়াছেন দেখিতেছ না কি?

বাসন্তী। আর কেন এ সকল প্রাণস্পর্শী প্রলাপ বাক্যে বৃথা আমার মর্ম্ম-বেদনা বাড়াইতেছেন বলুন?

সীতা। এখন তবে সরিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য, কেননা আমার সেই চিরবাঞ্ছিত জনের, অনুরাগদীপ্ত অঙ্গের সুখস্পর্শ, আমার

সকল বিষাদ বিদূরিত করিয়া প্রেমের বিকাশে আমাকে কেমন বিহ্বল করিয়া ফেলিতেছে। তাই এ হস্ত কম্পিত হইতেছে, আর তাহার চালনা সম্ভব হইতেছে না।

রাম। সখি! এ প্রলাপ মনে কর নাকি? কঙ্কণ-শোভিত যে হস্ত, সেই পরিণয় কালে গ্রহণ করিয়া অবধি, আমি তাহার মনোমোহন-স্পর্শের সঙ্গে চিরপরিচিত হইয়া আছি, আজ যে আমাতে সে কর-সংযোগ হইয়াছে, তাহা কি কখনও ভ্রান্তি হইতে পারে!

সীতা। আর্য্যপুত্রের এই করস্পর্শে আমার একি চিত্ত বিভ্রাট্ উপস্থিত।

রাম। সখি! এই প্রেমবিহ্বল জন যে, আর তার দুর্লভ ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারে সে শক্তি আর তাহাতে নাই। অতএব তুমি এক্ষণে দয়া করিয়া আমার এই জীবনস্বরূপিণীকে ধারণ কর।

বাসন্তী। হা কপাল! একেবারে উন্মাদের অবস্থা!

সীতার সত্রস্ত ভাবে সরিয়া পড়া।

রাম। এ কি হ'লো! এ কি হ'লো! স্বর্গসুখের জড়তায় আমার এই কম্পিত করে সে পাণিপল্লব ধারণ করিয়া রাখা এমনি অসম্ভব হইল যে, সহসা কখন যে তাহা আমার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িল, জানিতেও পারিলাম না!

সীতা। আর ত আজ আমার এ মুগ্ধনয়ন সর্ব্ববাসনা-বিবর্জ্জিত এই নির্লিপ্ত আত্মাকে স্ববশে রাখিতে সমর্থ হইতেছে না।

তমসা। (সস্নেহে নিরীক্ষণ করিয়া) পতির স্পর্শসুখে ইনি যেন বায়ু-ভরে আন্দোলিত, মেঘজলে সিক্ত, নব মুকুলিত কদম্ব-তরু শাখার মত, ক্ষণে ঘর্ম্মাক্ত, ক্ষণে পুলকিত, ক্ষণে কম্পিত হইতেছেন।

সীতা। (স্বগত) মাগো ! আজ চিত্তের এই বিকার দেখিয়া বড়ই লজ্জিত হইতেছি। না জানি ভগবতী তমসা মনে মনে কতই কি ভাবিতেছেন যে, যদি বিনা অপরাধে পরিত্যাগই করিয়াছেন, তবে আবার এ আসক্তি কেন ?

রাম। (চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) অয়ি পাষাণি ! সত্যই কি তুমি এখানে উপস্থিত নাই ?

সীতা। আমি যে পাষাণী, তাহাতে আর ভুল কি ? নয়ত তোমাকে এভাবে মর্ম্মে মর্ম্মে কাতর দেখিয়াও দেহে এখনও প্রাণ ধারণ করিয়া আছি !

রাম। কোথায় আছ দেবি ! প্রসন্ন হও, আমাকে এই ভাবে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তোমার উচিত হয় কি ?

সীতা। আর্য্যপুত্র ! তোমার মুখে আজ এ কি বিপরীত কথা ! পরিত্যাগ কে কাহাকে করিয়াছে ভাবিয়া দেখুন।

বাসন্তী। দেব ! প্রকৃতিস্থ হউন। আপনাদিগের সেই অলৌকিক সহিষ্ণুতার বলে এক্ষণে এই বিরহব্যথিত আত্মাকে সংযত করুন। আমার প্রিয়সখীর এস্থানে উপস্থিত থাকা ত, অসম্ভব মনে হয়।

রাম। তবে কি সত্যিই তিনি এখানে নাই ? তা হবে !

তা না হলে বাসন্তীই বা কেন তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না! তবে কি এ স্বপ্ন?—তাই বা কেমন করিয়া বলিব? আমি ত নিদ্রিত নই। অথবা রামের আবার স্বপ্নে সীতাসমাগম কি? সে ত কল্পনার সাহায্যে সে সঙ্গ লাভ করিয়া কত কত বার এ ভাবে প্রতারিত হইতেছে! সুতরাং আজ এ পাণিস্পর্শ ব্যাপার কেবলই মায়ার খেলা, বস্তুতঃ কিছু নয়, ইহা নিশ্চিত।

সীতা। তাইত! এ বিয়োগের আর অবধি নাই! আমার মত দুরদৃষ্ট কার? (রোদন)

রাম। হায়! আমার সর্ব্বসুখ-দায়িনি! এক্ষণে সুগ্রীবের সহায়তা, বা সৈন্য সামন্তের পরাক্রম, কিংবা ঋক্ষরাজের বুদ্ধিবিচক্ষণতা, অথবা বায়ুপুত্রের অবাধ গতি, কিংবা বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নলের সেতুনির্ম্মাণ-কৌশল, কি লক্ষ্মণের শক্তিশেলের দৈববল! কিছুই আর তোমাকে আমার কাছে আনিয়া দিতে পারিবে না। এখন কোন্ স্থানে তবে তুমি আছ বল?

সীতা। আর্য্যপুত্রের মুখে এ সকল উক্তি শুনিয়া, পূর্ব্ববিরহভোগ, সৌভাগ্য বলিয়া মনে হইতেছে।

রাম। সখী বাসন্তী! আর তোমাকে কত কাঁদাইব বল! আমি এখন প্রিয় জনের কেবল দুঃখেরই কারণ হইয়া পড়িয়াছি। অতএব অনুমতি কর, এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।

সীতা। (উদ্বিগ্ন চিত্তে তমসাকে ধরিয়া) ভগবতী তমসে! তবে কি আর্য্যপুত্র যথার্থই চলিলেন?

তমসা। আকুল হইও না বৎসে! আয়ুষ্মান্ কুশলবের গ্রন্থ-মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত আমাদিগকেও ত সম্প্রতি ভাগীরথীর পদপ্রান্তে যাইতে হইবে।

সীতা। ভগবতি! মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন, আমি আমার দুর্লভ জনকে আর একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লই।

রাম। এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য সেই আমার অশ্বমেধ-যজ্ঞের সহধর্ম্মচারিণী।

সীতা। (সকৌতুক) আর্য্যপুত্র! কে তিনি?

রাম। স্বর্ণময়ী সীতাপ্রতিমা।

সীতা। এখন তুমি বাস্তবিকই আমার "আর্য্যপুত্র" সম্বোধনের যোগ্য হইলে। হায়! বিনা অপরাধে নির্ব্বাসিত করিয়া যিনি আমাতে অপমানের শেল বিদ্ধ করিয়াছিলেন, আজ কিনা সেই আয্যপুত্রই আমাকে তাহা হইতে অব্যাহতি দিলেন।

রাম। এখন কেবল সেই পবিত্র সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি-দর্শনেই এই সজল নেত্রকে পরিতৃপ্ত রাখিতে হইবে।

সীতা। যে জন, আর্য্যপুত্রের এত সম্মানের পাত্রী, যাহার অদর্শনে চিত্তবিনোদনের এরূপ ব্যবস্থা করা হয়, তিনিই জীব-লোকের আশাস্থল এবং নারীকুলে ধন্য।

তমসা। (স্মিতমুখে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া) এমন করিয়াও আত্মশ্লাঘা করিতে হয় কি?

সীতা। (সলজ্জ ভাবে) বাস্তবিকই দেবীর উপহাসাস্পদ হইয়াছি।

বাসন্তী। আপনার এই সাক্ষাৎ দর্শন, আমাদিগের পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহ জানিবেন। অতএব যদি কোন কার্য্যহানির আশঙ্কা না থাকে, তবে সম্প্রতি প্রস্থানের বাসনা পরিত্যাগ করিলেই ভাল হয়।

সীতা। বাসন্তী! এ অবস্থায় আর্য্যপুত্রের গমনে বাধা দিয়া কি তুমি আমার সুহৃদের উপযুক্ত কাজ করিলে?

তমসা। চল বাছা! আমারই তবে পথ দেখি।

সীতা। আচ্ছা! তাই হউক।

তমসা। কিন্তু কেমন করিয়া যে যাবে, তাহা ত বুঝি না, তোমার সতৃষ্ণ নয়নের আকুল দৃষ্টি যে এই তোমার নয়ন-রঞ্জনেতে একেবারে নিবদ্ধ হইয়া আছে, তুমি প্রাণপণে সে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিতে যত্ন করিতেছ বটে, কিন্তু পারিতেছ কৈ?

সীতা। অপূর্ব্বপুণ্যদর্শন আর্য্যপুত্রের এই শ্রীশ্রীচরণার-বিন্দে পুনঃপুন প্রণত হই। (মূর্চ্ছিত হইয়া পড়া)

তমসা। বৎসে! কাতর হইও না, ধৈর্য্য ধর।

সীতা। (আশ্বস্ত হইয়া) মেঘের অন্তরালে পূর্ণচন্দ্র দর্শনের ন্যায় ক্ষণিকের তরে যে, আমার এমন পুণ্যাত্মজনের সাক্ষাৎ লাভ হইল, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট!

তমসা। বিধির এ কি বিচিত্র বিধান! এই একই করুণ রস, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মনুষ্যহৃদয়ে কার্য্য

করে। জলের যেমন কখনও আবর্ত্ত, কখনও বুদ্বুদ, কখনও বা আবার তরঙ্গ দেখা দিয়া কেবল তার রূপান্তর ঘটায়, সেইরূপ শোক দুঃখের আবির্ভাবে মানবের চিত্ত কখনও হর্ষ, কখনও বিষাদ, কখনও বা শান্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করে। কিন্তু মূলে সেই একই রসের সঞ্চার জানিতে হইবে।

রাম। হে বিমানরাজ! এই দিকে, এই দিকে।

(সকলের আরোহণ)

তমসা ও বাসন্তী। (সীতা ও রামের প্রতি) আমাদিগের মত আরো কত কত সরিৎ, বনদেবতাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মর্ত্ত্যধামের সুরধুনী সেই মন্দাকিনী, এবং বেদের আত্মছন্দ-প্রবর্ত্তক আমাদের কুলপতি বাল্মীকি এবং সহধর্ম্মিণী অরুন্ধতী সহ মুনিবর বশিষ্ঠ, ইঁহারা সকলেই আজ তোমাদের উভয়ের মস্তকে শুভাশির্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

(তাপসদ্বয়ের প্রবেশ)

'এক। সৌধাতকি! দেখ আজ ভগবান্ বাল্মীকির আশ্রমে অতিথি সংকারের কি বিপুল আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে, তাই আশ্রমমৃগেরা প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া প্রথমে সদ্যঃপ্রসূতা প্রিয়াকে ঈষৎউষ্ণ সুস্বাদু অন্নের মণ্ড পান করাইয়া অবশিষ্ট ভাগে নিজের উদর পূরণ করিতেছে। আবার ঘৃতপক্ক অন্ন এবং অম্লমিশ্রিত শাকের সুগন্ধে চারি দিক্ কেমন আমোদিত হইয়াছে।

সৌধাতকি। আজ বুঝি এই পক্কশ্মশ্রুধারীদিগের অধ্যাপনা হইতে বিরত থাকিবার কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত হইয়াছে?

প্রথম। (হাস্য পূর্ব্বক) সৌধাতকি! ছি! গুরুজনদের বিষয়ে কি এমন পরিহাস করিতে আছে? তাঁহারা যে বহু সম্মানের পাত্র; তা কি জাননা?

সৌধাতকি। ওহে ভাণ্ডায়ন! এই বৃদ্ধদলের অগ্রণীর কি নাম জান কি?

ভাণ্ডায়ন। থাম হে! তোমার বুঝি আর ব্যঙ্গ করিবার

পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই! ইনি যে মুনিবর ভগবান্ বশিষ্ঠ, নিজের সহধর্ম্মিণী অরুন্ধতীকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া রাজা দশরথের মহিষীগণসহ উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহাদের মত মহাজনদের প্রতি তোমার একি প্রলাপবাক্য হে?

সৌধাতকি। হুঁঃ বশিষ্ঠ!

ভাণ্ডায়ন। হ্যাঁ গো হ্যাঁ; স্বয়ং তিনিই।

সৌধাতকি। আমি আরো মনে করিয়াছিলাম—ব্যাঘ্র বা বৃক হইবে।

ভাণ্ডায়ন। আঃ কি বলিলে!

সৌধাতকি। এই আগন্তুক যে আসতেমাত্র আমাদের কল্যাণী-নাম্নী সেই নিরীহ গো-বৎসটীকে মড়্ মড়্ শব্দে চর্ব্বণ করিলেন!

ভাণ্ডায়ন। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রের বিধি স্মরণ করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অতিথির অভ্যর্থনার নিমিত্ত, গৃহস্থধর্ম্মাবলম্বিগণের দধি মধুর সহিত বৎসতরী, বড় ষাঁড় বা ছাগ দান বিহিত মনে করিয়া থাকেন।

সৌধাতকি। বা বেশ ত! নিজেই যে নিজের কথা খণ্ডন করিলে।

ভাণ্ডায়ন। সে কেমন?

সৌধাতকি। তা নাত কি? একত্রে সমাগত বশিষ্ঠাদিকে মধুপর্কের সহিত বৎসতরী দান করা হইল! আর রাজর্ষি জনকের জন্য কেবল দধি মধুরই ব্যবস্থা হইল। বৎসতরীর প্রয়োজন হইল না।

ভাণ্ডায়ন। কি জান! আমিষভোজীদের জন্যই ঋষিগণের এ বিধান, কিন্তু রাজর্ষি জনক যে নিরামিষাহারী, সুতরাং তাঁহার সম্পর্কে ভিন্ন ব্যবস্থা চাইত?

সৌধাতকি। কেন? তাঁর মাংস ভক্ষণ না করিবার কারণ?

ভাণ্ডায়ন। সীতাদেবীর নির্ব্বাসনের কথা শোনা অবধি, ক্ষোভে তিনি বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চন্দ্রদ্বীপ তপোবনে বহুকাল তপস্যায় নিরত ছিলেন।

সৌধাতকি। তবে,' আজ তাঁর এখানে আগমন কেন?

ভাণ্ডায়ন। বহুকালের বান্ধব বাল্মীকি-মুনির দর্শনা-ভিলাষে।

সৌধাতকি। সম্বন্ধিনীদের সঙ্গে তা হলে আজ তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে কি?

ভাণ্ডায়ন। তা হবারই ত কথা। ভগবান্ বশিষ্ঠ, ভগবতী অরুন্ধতীকে, দেবী কৌশল্যার নিকট বলিতে পাঠাইয়াছেন যে, তিনি যেন স্বয়ং আসিয়া রাজর্ষি জনকের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সৌধাতকি। এমন সকল পূজনীয় জনই যদি অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া আজ পরস্পর মিলিত হইয়াছেন, তবে আমরা কেন বাদ যাই? চল না বালকদের দলে মিশিয়া অনধ্যায়-মহোৎসব উপভোগ করিগে।

(প্রস্থান)

ভাণ্ডায়ন। এই দেখ সেই ব্রহ্মবাদী মহর্ষি জনক, বশিষ্ঠ এবং বাল্মীকি মুনির চরণ বন্দনা করিয়া সম্প্রতি আশ্রমের বাহিরে আসিয়া, বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া আছেন। আহা! ইঁহাকে দেখিয়া মনে হয় যেমন অগ্নিতে কাষ্ঠ-দাহ হয়, তেমনি সীতা-শোকে ইনি নিয়ত দগ্ধ হইতেছেন। (নিষ্ক্রান্ত)

জনকের প্রবেশ।

জনক। আমার তনয়ার সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব, অভাবনীয় অনর্থ ঘটার দরুণ হৃদয়ে যে দারুণ শেল বিদ্ধ হইয়াছিল, যদিও বহুদিন অতীত হইয়াছে, তথাপি আজও সেই একই ভাবে আমাকে পীড়ন করিতেছে! এ দুঃখের আর বিরাম নাই এই বৃদ্ধ বয়সে জরাগ্রস্ত শরীরে আর কতই বা সহিবে! তাহাতে আবার কষ্টসাধ্য তপস্যার অনশনে এ দেহ জীর্ণ শীর্ণ প্রায়। জীবন ভারাক্রান্ত। কিন্তু কি করি! আত্মহত্যাও যে মহাপাপ। ঋষিগণ আত্মহত্যাকারীকে চন্দ্র-সূর্য্য-বিবর্জ্জিত গাঢ় তমসাচ্ছন্ন লোকে বাসের বিধি দিয়াছেন। তবে এখন উপায় কি? এত বৎসর চলিয়া গেল, সেই একই চিন্তাতে নিমগ্ন আছি! হা পুত্রি! তোমার কপালে শেষে এই লেখা ছিল? লজ্জার অনুরোধে প্রাণ খুলিয়া যে কাঁদিব, তারও যো নাই। হে কল্যাণি! শৈশবে, অকারণে, ক্ষণে বিষণ্ণ, ক্ষণে হাস্যপরিপূর্ণ, কোমল-দন্ত-বিকাশিত তোমার

সে সুকুমার মুখের অস্পষ্ট মধুর বাণী আজও আমি ভুলিতে পারিতেছি না।

ভগবতি বসুন্ধরে! আপনি সত্য সত্যই পাষাণ-হৃদয়া; কেননা আপনি, অগ্নি দেবতা, মুনিগণ, বশিষ্ঠ-গৃহিণী আর গঙ্গাদেবীর এমন কি রঘুকুলগুরু স্বয়ং ভাস্কর পর্য্যন্ত যাঁহার মাহাত্ম্য সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন, আর সরস্বতী হইতে বিদ্যা-দেবীর আবির্ভাবের আগে যিনি ভগবতী হইতে প্রসূত হইয়া-ছিলেন, এবং দেবতারূপে যিনি সর্ব্বজন পূজনীয়া ছিলেন, এমন দুহিতার বিনা কারণে নির্বাসন আপনি কেমন করিয়া যে সহ্য করিতেছেন বুঝিতে পারি না। তাই বলি আপনি যথার্থই অতিনিষ্ঠুরা।

(নেপথ্যে)

"ভগবতি, মহাদেবি! এই দিকে এই দিকে।"

জনক। (চাহিয়া) তাই ত হে, কঞ্চুকী পথ প্রদর্শক হইয়া ভগবতী অরুন্ধতীকে আনয়ন করিতেছেন—(উত্থান পূর্ব্বক) কিন্তু—"মহাদেবি" বলিয়া অন্য কাহাকে সম্বোধন করা হইল বুঝিতে পারিতেছি না। (নিরূপণ করিয়া) আহা! এই কি মহারাজ দশরথের ধর্ম্মপত্নী, আমার প্রিয়সখী কৌশল্যা? কার বা বিশ্বাস হয় যে এই সেই তিনি! ইনি যে দশরথের গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতেন অথবা লক্ষ্মীরূপেই বা বলি কেন! ইনি ত স্বয়ংই লক্ষ্মী। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে দৈব-দুর্ব্বিপাকে আজ সেই মূর্ত্তির

এমনই বিকৃতি ঘটিয়াছে যে, সহসা বোধ হইতেছে যেন অন্য কোন প্রাণিরূপে পরিণত হইয়াছেন। অহো! কি দশাবিপর্য্যয়!

সেই দিনে যে মূর্ত্তি দর্শনে আমি উৎসবানন্দ উপভোগ করিতাম, হায়! আজ কি না সেই তাঁহারই দর্শন ক্ষতস্থানে নিক্ষিপ্ত লবনের মত আমাকে অসহ্য যাতনা দিতেছে।

অরুন্ধতী, কৌশল্যা ও কঞ্চুকীর প্রবেশ।

অরুন্ধতী। বলি! যদি আমাদের কুলগুরুর আদেশ মত রাজর্ষি জনকের দর্শনে যাইতেছি, তবে পদে পদে এত অনিচ্ছা প্রকাশ ভাল দেখায় কি?

কঞ্চুকী। দেবি! ভগবান্ বশিষ্ঠের আদেশ জানিয়া আত্মসংবরণ করুন, এই আপনার প্রতি আমার নিবেদন।

কৌশল্যা। এই দুঃসময়ে কেমন করিয়া যে মিথিলেশ্বরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব ভাবিতেই ক্ষোভে অভিভূত হইয়া পড়িতেছি। কি করিয়া এ অশান্ত হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিব বলুন?

অরুন্ধতী। আহা! তাত বটেই? স্নেহাস্পদ জনের বিচ্ছেদ এমনিই মানুষকে একেবারে অহর্নিশ পাগল করিয়া রাখে। তাতে আবার সুহৃদ্ জনের সাক্ষাতে সে শোকাবেগ যেন স্রোতের ন্যায় শতগুণে উছলিয়া উঠে।

কৌশল্যা। আমার এত সাধের বধূ এভাবে বনবাসে

থাকিতে, আজ তাহার পিতাকে গিয়া কোন্ লজ্জায় এ পোড়া মুখ দেখাই বলুন না ?

অরুন্ধতী। তা কি করা যায়। তিনি কি যে সে পুরুষ ! বিদেহ বংশের কুলতিলক ! যাঁহার সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সূর্য্যবংশীয়গণ নিজকে গৌরবান্বিত মনে করেন ; যাজ্ঞবল্ক্য মুনি স্বয়ং যাঁহাকে আদ্যোপান্ত বেদ-শিক্ষা দিয়াছিলেন, আজ আমরা তাঁহার দর্শনে যাইতেছি। সে কি কম কথা ।

কৌশল্যা। জানেন ত ! আমাদের বধূর পিতা, মহারাজ দশরথের কত প্রিয়পাত্র ছিলেন। সেই সব উৎসবানন্দের দিন ত বহুকালই ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন এই দুর্দিনে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হা বিধাতঃ আগেকার দিনের কিছুই কি নাই ?—সব শেষ !

জনক। (নিকটে আসিয়া) ভগবতি অরুন্ধতি ! বৈদেহ জনক আপনাদিগকে অভিবাদন করিতেছে। সকল গুরুর পরম গুরু, তেজোময় পবিত্রতার আধার স্বরূপ আপনার পতিও আপনার সহবাসে আপনাকে পবিত্র মনে করেন ; সেই ত্রিলোকের মঙ্গলবিধায়িনী জগৎ-বন্দ্যা ভগবতীকে উষাদেবীর ন্যায় পূজার্হ জানিয়া নতশিরে আপনাকে বন্দনা করিতেছি।

অরুন্ধতী। পরব্রহ্মরূপ স্বর্গীয় তেজ আপনার আত্মাতে প্রকাশিত হউন। সতত কঠোর তপস্যায় নিরত এই মহাপুরুষের মস্তকে সেই তমোগুণাতীত দেবগণ পুণ্য বারিধারা বর্ষণ করুন।

জনক। ওহে গৃষ্টি। তোমাদের প্রজাপালকের মাতার কুশল ত?

কঞ্চুকী। (স্বগত) ভাল! ভৎ'সনার চূড়ান্ত করিলেন যে। (প্রকাশ্যে) রাজর্ষে! যিনি রামভদ্রের মুখচন্দ্র দর্শনসুখে বঞ্চিত হইয়া স্বয়ংই মর্ম্মে মরিয়া আছেন, মনের জ্বালায় তাঁহার প্রতি এই নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে আরও নিপীড়িত করা কি আপনার মত মহাজনের পক্ষে উচিত হয়? আর রামভদ্রের এরূপ নিষ্ঠুর আচরণের তাৎপর্য্য চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে চক্ষের অগোচরে দূরে সেই অগ্নিপরীক্ষা ব্যাপারে সামান্য প্রজাগণ বিশ্বাস করিল না বলিয়াই যখন তাহারা নানা কুৎসিত অপবাদ ঘোষণা আরম্ভ করিল, তখন তিনি অগত্যা আর কি করেন বলুন?

জনক। আঃ কি আস্পর্দ্ধা! আমার সন্তানের আবার অগ্নিশুদ্ধি, এমন কোন্ অগ্নি আছে যে তাহাকে আবার শোধন করিতে পারে? দুঃখ এই যে, নীচ লোকের নিন্দাবাদে রঘুপতিকেও এমন অভিভূত করিয়া ফেলিল? তবে আর আমাদের মনঃকষ্ট না হইবে কেন?

অরুন্ধতী (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) যথার্থ কথাই ত! আমাদের পুণ্যতেজোময়ী সীতার সম্মুখে ছার অগ্নির তেজ আবার শুদ্ধির ক্ষমতা রাখে? "সীতা" শব্দের সঙ্গেই যে মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা আসিয়া দাঁড়ায়। হা বৎস! তুমি আমার

কাছে শিশুই হও, বা শিষ্যাই হও, তোমার চরিত্রের অলৌকিক পুণ্যবলে, আমার মত তোমার পূজনীয়ার মনেও তোমার প্রতি ভক্তির সঞ্চার হয়। দেখ, তোমার এই নবীন বয়স, তাহাতে তুমি নারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু তথাপি জগজ্জন তোমাকে বন্দনা করিতেছে। তাই বলি, অপরিণত বয়সেই বা কি আসে যায়, পুরুষ রমণীর পার্থক্যেই বা কি তারতম্য ঘটাইতে পারে! গুণ যে আধারে আছে, গুণীজন সেখানেই মস্তক অবনত করিয়া থাকেন।

কৌশল্যা। আর ত সহ্য হয় না! অন্তরের ব্যথা যে ক্রমেই আরো পীড়ন করিতেছে! (মূর্চ্ছিত হওয়া)

জনক। হায় কি কষ্ট!

অরুন্ধতী। রাজর্ষে! আর কি! আপনার মত আত্মীয় জনের সাক্ষাৎ পাইয়া, সেই রাজা দশরথ, আপনার সঙ্গে তাঁহার সৌহার্দ্দ, সেই সব স্নেহের ধন রাম সীতা, তৎকালীন সে সুখের দিন, একে একে সকল কথাই মনে হইতেছে। তারপর, এই দশাবিপর্য্যয় দেখিয়া আর কি ধৈর্য্য ধারণ করা যায়? বিশেষ রমণীহৃদয় যে কুসুমের ন্যায় কোমল তা ত জানেনই।

জনক। আহা! আমিই তবে এখন এই কষ্ট ভোগের কারণ হইলাম। এতকাল পরে যদিও বা আমার প্রিয় সুহৃদের সহধর্ম্মিণীর সাক্ষাৎ পাইলাম, কিন্তু তাঁহার সেই স্বচ্ছন্দ ভাব দেখিলাম কৈ? আহা! শ্লাঘ্য সম্বন্ধই বল, বা প্রিয় বন্ধুই বল, অন্তরের আনন্দই বল, বা জীবন ধারণের কারণই বল,

আমার দেহ মন এমন কি ইহাদের হইতেও যদি সংসারে প্রিয়তম বস্তু থাকে, একাধারে সেই দশরথ আমার সকলি ছিলেন যে। হায়! ইনিই সেই কৌশল্যা?

তখন আবার ইঁহাদের পতি-পত্নীর পরস্পর দাম্পত্য-কলহে, আমাকেই সকল সময় দোষী সাব্যস্ত করিয়া, উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কপট ভৎর্সনা করিয়া আমার প্রতি তাঁহাদের আত্মীয়তার মর্য্যাদা বাড়াইতেন। ইঁহাদিগের মিলিত জীবনের সুখ দুঃখ যেন আমারই ইচ্ছাধীন ছিল। আমি মনে করিলে এই প্রণয়ি-যুগলকে প্রসন্ন রাখিতে পারিতাম, আবার ইঁহাদের বিষণ্ণতাও যেন আমারি অভিসন্ধি, ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইত। যাক্ সে সব কথা স্মরণ করিয়া আর এখন লাভ কি আছে?

অরুন্ধতী। আহা! কি কষ্ট! দীর্ঘ কাল নিশ্বাস-রোধে ইঁহার হৃদ্‌পিণ্ড যেন নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে।

জনক। হা প্রিয়সখি! (কমণ্ডলু হইতে জল সেচন)

কঞ্চুকী। অহো! বিধির কি বিচিত্র লীলা! কখনও তিনি হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর মত সুখের সন্ধানে লইয়া যান, আবার পর-ক্ষণেই আচম্বিতে নিষ্ঠুর পরপীড়কের ন্যায় দুঃখের বিভীষিকায় মানবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন!

কৌশল্যা। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) বৎসে জানকি! তুমি কোথায়? বিবাহ কালে তোমার সেই প্রফুল্ল মুখকমলের দিব্য কান্তি আমি আজও ভুলিতে পারিতেছি না। জ্যোৎস্নার আলোকের মত তোমার সুকুমার অঙ্গের লাবণ্যচ্ছটা যেন

উছলিয়া পড়িতেছিল। মহারাজ কেবল বলিতেন যে, যদিও ইনি রঘুকুলের বধূ, কিন্তু জনকের সম্পর্কে আমাদের দুহিতাও বটে।

কঞ্চুকী। দেবী যা বলিলেন! রাজার পঞ্চ সন্তান বর্ত্তমান সত্ত্বেও রামচন্দ্রই যেমন তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন, তেমন ওদিকে চারি পুত্রবধূর মধ্যে এই সীতা দেবীই তাঁহার আপন আত্মজা শান্তার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

জনক। হা প্রিয়বন্ধু দশরথ! তুমি আমার এমন পরম সুহৃদ্ হইয়া এখন তবে কেমন করিয়া সকলি বিস্মৃত হইয়া আছ? এ সংসারের নিয়ম মতের দুহিতার পিতারই, জামাতার আত্মীয় জনকে মানিয়া চলিতে হয়, কিন্তু এস্থলে তুমি আমাকে এত সম্মান করিয়া, জগতে এ কি বিপরীত আদর্শ দেখাইয়া গেলে? আজ সেই তুমিই বা কোথায়? আর তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হইবার আমাদের সেই সুখের নিদানই বা কে হরণ করিল? অথবা এই কৃতঘ্ন কালের হস্ত হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই। তাই বলি! কেন বৃথা এ ঘোর সংসার-নরকে আজও পড়িয়া আছি?

কৌশল্যা। বৎসে জানকি! আমার এই বজ্র-কঠিন প্রাণ আজও কি অভাগিনীকে ত্যাগ করিল না?

অরুন্ধতী। অয়ি রাজপুত্রি! স্থির হও। জাননা কি যে, অশ্রুজলের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরি কত কর্ত্তব্য রহিয়াছে? আমাদিগের কুলগুরু সেদিন ঋষ্য-শৃঙ্গের আশ্রমে যে উপদেশ দিয়াছিলেন

"যদিও আশু অমঙ্গল দেখিতেছ, তথাপি ইহার পরিণাম শুভ নিশ্চয় জানিও" ইহা একবার স্মরণ করিয়া দেখ।

কৌশল্যা। ভগবতি! আর ভাবী ফলাফলের আশা কি আছে বলুন? সে সবই ত ঘুচিয়া গিয়াছে।

অরুন্ধতী। তবে কি রাজপুত্রি! তুমি বলিতে চাও যে, এ সকল কথার কোনই সার্থকতা নাই? এমন বরপুরুষদিগের মন্তব্যে কি কখনও সন্দেহ করিতে আছে? কেননা, সেই পরম জ্যোতিতে যাহারা জ্যোতিষ্মান্, তাঁহাদের বচন সততই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। বৃথা বাক্যব্যয় তাঁহাদের ধর্ম্ম নয়।

(নেপথ্যে কল কল শব্দ)

(সকলে কর্ণপাত করিয়া)

জনক। আজ অনধ্যায় জানিয়া উদ্ধত বালকেরা মনের আনন্দে কোলাহল করিতেছে বুঝি?

কৌশল্যা। শৈশবে দেখ কেমন সহজে সৌহার্দ্দ জন্মে। (চাহিয়া) ওমা! এদের ভিতর কে গো ঐ বালকটী? ইহার দিব্য আকৃতিতে আমাদের রামচন্দ্রের দেহসৌষ্ঠবের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া যেন চক্ষু জুড়াইতেছে!

অরুন্ধতী। (আনন্দাশ্রুপূর্ণ-লোচনে) ভগবতী ভাগীরথীর নিকট যে লবকুশের জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়া কর্ণ চরিতার্থ হইয়াছিল, এ বালক বোধ হয় তাহাদেরই একজন।

জনক। ইহাকে দেখিয়া আমার মনে হইতেছে যেন আমার রামচন্দ্রই আবার শিশুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, অঙ্গের শ্যামল প্রভায়

সমবয়স্ক বালকবৃন্দকে উজ্জ্বল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আহা! ইহাকে দেখিয়া যেন আশা মিটিতেছে না।

কঞ্চুকী। কোন ক্ষত্রিয়-সন্তান হইবে বোধ হয়।

জনক। তা বটে। তাইত পৃষ্ঠের দুই পার্শ্বে তূণীরদ্বয় শোভা পাইতেছে, বক্ষঃস্থল ভস্মলিপ্ত, পরিধানের মৃগচর্ম্ম লতাতন্তু-নির্ম্মিত এবং কটিসূত্রের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ, হস্তে ধনুক আর অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখাদণ্ড ধারণ করিয়া আছে। ভগবতি অরুন্ধতি! এখনও কি আপনার মনের সংশয় দূর হইল না? এ বালক কোথা হইতে আসিল জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

অরুন্ধতী। অদ্যই ত আমাদের এস্থানে আগমন! কেমন করিয়া তবে জানিব বলুন!

জনক। ওহে গৃষ্টি! এই বালকটির বিষয় জানিবার জন্য আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। একবার ভগবান্ বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করিয়া এস না। আর ইহাকে বল গিয়ে যে, আমরা পরিণতবয়স্ক কয়েকজন আগন্তুক উহাকে দেখিতে বড়ই উৎসুক হইয়াছি।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)।

কৌশল্যা। এরূপ বলিলে কি সে আসিবে?

অরুন্ধতী। কেন আসিবে না? অমন সৌম্যদর্শনের কি কখনও সৌজন্যের অভাব হইবে মনে কর?

কৌশল্যা। (ঝুঁকাইয়া) তাইত। আমাদের গৃষ্টির অনুরোধ মত ঋষিবালক যে এদিকেই আসিতেছে!

জনক। (অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া) এ কিহে! নিতান্ত বিচক্ষণ না হইলে, এই অল্পমতি শিশুতে এমন বিনয়মধুর ভাব লক্ষ্য করা কি সাধারণের পক্ষে সম্ভব হইত? দেখ না ক্ষুদ্র অয়স্কান্ত-মণি যেমন জড়বৎ লৌহপিণ্ডকে স্ববলে আকর্ষণ করে, সেইরূপ এই শিশুও তাহার ব্যক্তিগত মাধুর্য্যে আমার মত বিষয়-বিরাগী স্থিরচিত্ত জনের হৃদয়কেও মায়াজালে জড়িত করিবার উদ্যোগে আছে।

(প্রবেশ করিয়া)

লব। এখন করি কি? অজ্ঞাত-কুলশীল জন আমাদের পূজনীয় হইলেও, কেবল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করা উচিত হয় কি? (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) কিন্তু এরূপ না করাও ত আবার নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া বিজ্ঞজন নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। (নিকটে আসিয়া) মহাশয়! এই লব, নত শিরে আপনাদিগকে প্রণিপাত করিতেছে, গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন।

অরুন্ধতী ও জনক। তোমার কল্যাণ হউক। বৎস! চিরজীবী হও!

কৌশল্যা। বৎস! দীর্ঘায়ু হও।

অরুন্ধতী। এস বৎস! (ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) আহা! কেবল যে আমার শূন্য-ক্রোড়ই পূর্ণ হইল, তা নয়, যেন বহুকালের কোন মনস্কামনাও সিদ্ধিলাভ করিল, এরূপ মনে হইতেছে।

কৌশল্যা। বৎস! একবার এদিকেও এস (অঙ্কে লইয়া) ও মা! কেবল যে ইহার বিকসিত নীলোৎপলের ন্যায় শ্যাম

ও উজ্জ্বল সুঠাম দেহ বন্ধনেই আমাদিগের রামচন্দ্রের সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে, এমন নয়, পদ্মগন্ধ-পরিপূর্ণ কলহংসের স্বরের ন্যায় এই সুমধুর স্বরেও যেন রঘুনন্দনেরই মোহন স্বরের আভাস পাওয়া যাইতেছে। আর প্রফুল্ল পদ্মের অভ্যন্তর ভাগের ন্যায় কোমল এ অঙ্গের স্পর্শেও সেই সুখস্পর্শ ই অনুভূত হইতেছে। (চিবুক উন্নত করিয়া বাষ্পপূর্ণলোচনে) বৎস! চিরজীবী হও, তোমার মুখচন্দ্র একবার নিরীক্ষণ করি, রাজর্ষি! একবার নিপুণভাবে দেখুন, ইহার মুখখানি ঠিক বধূরই মুখের তুল্য।

জনক। হাঁ দেখিতেছি।

কৌশল্যা। ইহাকে দেখিয়া অবধি কত কি কথা স্মরণ হইয়া প্রাণটা যেন আকুল হইতেছে।

জনক। কি আশ্চর্য্য! এই শিশুর কিবা আকৃতিতে কিবা প্রকৃতিতে আমাদের রাম সীতা উভয়েরই মিলিত সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। সেই সে দিব্যকান্তি! সেই স্বাভাবিক বিনয় নম্র স্বভাব, সেই সুমধুর বাণী, সেই সে পবিত্র প্রভাব। সকলই সেই যুগল মূর্ত্তিরই যেন প্রতিবিম্বস্বরূপে ইহাতে প্রতিফলিত দেখিতেছি। অথবা দৈব-দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া বুঝি বা আমারই মনের এই বিকার উপস্থিত।

কৌশল্যা। বৎস! তোমার মাতা কি জীবিত? তোমার পিতার কথা কি স্মরণ আছে?

লব। না কিছুই জানি না।

কৌশল্যা। তবে তুমি কাহার বল?

লব। আমরা ভগবান্ বাল্মীকির শিষ্য।

কৌশল্যা। বৎস! আরো কিছু বলিবার থাকিলে বল না?

লব। ইহার বেশী আর কিছুই জানা নাই।

(নেপথ্যে)

"ওহে সৈন্যসামন্তগণ কুমার চন্দ্রকেতুর আদেশ এই যে, আশ্রমের নিকটবর্ত্তী স্থান যেন আক্রান্ত না হয়।"

অরুন্ধতী ও জনক। ওহে! অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব-রক্ষক হইয়া কুমার চন্দ্রকেতু এদিকেই আসিতেছেন। আহা! আজ আমাদের কি সুদিন যে, তাঁহাকে দেখিতে পাইব।

কৌশল্যা। "লক্ষ্মণের পুত্র আদেশ করিতেছেন" এই কথার বর্ণে বর্ণে যেন সুধা ক্ষরিত হইতেছে।

লব। আর্য্য! এই চন্দ্রকেতু কে?

জনক। দশরথরাজার পুত্র রাম লক্ষণের নাম শুনিয়াছ ত?

লব। আজ্ঞে হাঁ, রামায়ণে এই মহাপুরুষদের বিষয় উল্লিখিত আছে।

জনক। তবে কি জাননা যে সেই লক্ষ্মণেরই আত্মজ এই চন্দ্রকেতু?

লব। হাঁ। উর্ম্মিলার পুত্র, সেই সূত্রে মিথিলেশ্বরের দৌহিত্র, এই ত?

অরুন্ধতী। (হাস্য করিয়া) বাছার আমার এই সকল বিষয়ে জ্ঞান কি চমৎকার, দেখ দেখি।

জনক। যদি এত সংবাদই রাখ, তবে বল দেখি, রাজা

দশরথের বংশধরদিগের মধ্যে কে তাহার কোন্ মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন?

লব। ওসব কাহিনী পূর্ব্বে কখনও কাহারও মুখে শুনিও নাই, আমাদের জানাও নাই!

জনক। কেন? কবি কর্ত্তৃক এ সকল প্রণীত হয় নাই কি?

লব। হাঁ। প্রণীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই। অভিনয়ে প্রয়োগ করিবার মানসে, এই প্রবন্ধের কিয়দংশ দৃশ্যকাব্যে পরিণত করা হয়। সে কাব্য আবার ভগবান্ বাল্মীকি সেই আদি নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মুনির হস্তে সমর্পণ করেন।

জনক। কেন? তা' করিলেন?

লব। শুনিয়াছি ভরত মুনি অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক ইহার অভিনয় প্রদর্শন করাইবেন বলিয়া।

জনক। এ সকল কথা বড়ই কৌতূহলজনক মনে হইতেছে।

লব। ভগবান্ বাল্মীকির আবার এ বিষয়ে সাবধানতা কতদূর দেখুন, কোন বিশ্বাসী শিষ্যের দ্বারা সে কাব্য মুনির আশ্রমে প্রেরণ করেন, এবং পথে পাছে কোন বিঘ্ন ঘটে সেই আশঙ্কায় ধনু হস্তে আমার অগ্রজকে তাহার অনুসরণে নিযুক্ত করেন।

কৌশল্যা। তোমার আবার সহোদর আছে না কি?

লব। আজ্ঞে হাঁ, তিনি আর্য্য কুশ নামে অভিহিত।

কৌশল্যা। তা হলে তিনি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হন?

লব। তাই বটে, আমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া আমার অগ্রজ নামে বাচ্য।

জনক। তবে কি তোমরা দুই ভ্রাতা যমজ?

লব। আজ্ঞে হাঁ!

জনক। তোমাদের বিষয় যাহা যাহা জান বলিয়া যাও, শুনিতে বড়ই উৎসুক হইয়াছি।

লব। আর এই জানি যে পৌরজন সীতা দেবীর নামে কি কলঙ্ক রটনা করে, তাহাতে রাজা রামচন্দ্র বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পত্নীর বনবাস ব্যবস্থা করেন। তখন আজ্ঞাকারী লক্ষ্মণ অগ্রজের আদেশক্রমে ঘোর অরণ্যে, সেই আসন্নপ্রসবা ভ্রাতৃজায়াকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন।

কৌশল্যা। হা বৎসে! তোমার সেই ললিত লাবণ্যময় দেহের পরিণামে কি এতই লাঞ্ছনাভোগ লেখা ছিল।

জনক। হা পুত্রি! একাকিনী নির্ব্বাসিত হইয়া যখন একদিকে দারুণ অপমানের কশাঘাতে এবং অন্যদিকে তীব্র প্রসব-বেদনার অসহ্য যাতনায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলে, তখন সম্মুখে হিংস্র জন্তু সকল দেখিয়া ভয়ে ত্রস্ত হইয়া আকুলভাবে না জানি বারংবার আমাকে কতই স্মরণ করিয়াছিলে।

লব। (অরুন্ধতীর প্রতি) আর্য্যে ইহারা দুজন কে?

অরুন্ধতী। ইনি কৌশল্যা, আর উনি জনক।

(লবের সকৌতুকে ও সসম্মানে নিরীক্ষণ)

জনক। উঃ, পৌরগণের আস্পর্দ্ধাকে বলিহারি যাই, আর রামচন্দ্রেরও অবিচারকে ধন্য মানি। এই সীতা নির্ব্বাসন ব্যাপার দিবানিশি চিন্তা করিতে করিতে বস্তুতই ইচ্ছা হয় যে, হয় যুদ্ধ বিগ্রহে, না হয় অভিসম্পাতে একবার আমার মনের জ্বালার উপশম করি।

কৌশল্যা। ভগবতি! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! রাজর্ষির হৃদয়ে আজ কি কুক্ষণে একি উগ্রভাব উপস্থিত! ইহার কিছু প্রতিবিধান করুন।

অরুন্ধতী। হে রাজন্! এ সময়ে আপনার এরূপ চিত্ত-বিকৃতি যে স্বাভাবিক তাহাতে আর সন্দেহ কি? অপমানের অত্যাচার সহ্য করা যে মুনিজনের পক্ষেও সহজ নয়, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। কিন্তু এ স্থলে ভাবিয়া দেখিলে রাম-চন্দ্র আপনার সন্তান সদৃশ, আর এই দীনদুঃখী প্রজাগণও একান্তই কৃপাপাত্র, অতএব ক্রোধ পরবশ হইয়া ইহাদের এই মতিভ্রমের প্রতিশোধ লওয়া কি ভবাদৃশ জনের উচিত?

জনক। তাইত! না আর রঘুনন্দনে আমার কোন বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করা সঙ্গত হয় না। বাস্তবিকই সে আমার পুত্র-স্থানীয়, বড় প্রিয় জন, আর তাঁহার অধীন প্রজাদিগের মধ্যে বাল, বৃদ্ধ, দ্বিজ, পঙ্গুও যথেষ্ট আছে; সুতরাং ইহাদিগের বিরুদ্ধে কি ধনুর্ধারণ বা অভিসম্পাত চলে! কখনই না। যাক্, অন্তর হইতে এই দ্বেষ হিংসা দূর করিতেই হইবে।

(প্রবেশ করিয়া)

(বালকগণের ত্রস্তভাবে আগমন)

কুমার ! এতদিন যে অশ্ব অশ্ব বলিয়া কোন জন্তু বিশেষের নাম নগরে শোনা গিয়াছে, আজ আমরা তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম ।

লব । হাঁ, প্রাণি-বিদ্যায় আর যুদ্ধ শাস্ত্রে এ জন্তুর বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি বটে । তা বল দেখি সে দেখিতে কেমন ?

বালকগণ । তবে বলি শোন—তার পশ্চাৎ ভাগে লম্বা পুচ্ছ আছে, তা আবার ঘন ঘন চালনা করে । গ্রীবা তার ভারি সুন্দর, সে চারি পায়ে চলে, তৃণ শস্য ভক্ষণ করে এবং আম্র ফল প্রমাণ পুরীষ ত্যাগ করে । আর বেশী ব্যাখ্যায় কাজ কি ভাই ? এসে দেখ না, নয়ত দূরে চলিয়া যাবে ।

(হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

লব । (অনুরোধ এড়াইতে না পারার ভাণ করিয়া) আর্য্যা ! দেখুন ত এদের কাণ্ড ! আমাকে কেমন সবলে টানিয়া লইয়া যাইতেছে ।

(দ্রুত চলিয়া যাওয়া)

অরুন্ধতী ও জনক । বেশত ! যাওনা দেখিয়া এস গিয়ে ।

কৌশল্যা । ভগবতি ! এমন প্রিয়দর্শনকে না দেখিয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব, বলুন । আহা ! আমার দেখিবার সাধ যে আর মিটে না । তবু যতক্ষণ দেখা যায় দেখিয়া লই ।

অরুন্ধতী। কতদূরে চলিয়া গেল। আর কি দেখা যাবে?

(প্রবেশ করিয়া)

কঞ্চুকী। ভগবান্ বাল্মীকি বলিলেন যে এ সকল বিষয় অবসর মত জানিতে পারিবেন।

জনক। বিশেষ কিছু ঘটিয়া থাকিবে, এরূপ মনে হইতেছে। ভগবতি অরুন্ধতি! সখি কৌশল্যে! আর্য্য গৃষ্টি! চলুন তবে ভগবান্ বাল্মীকির সন্নিধানে গিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া আসি। (বৃদ্ধগণের প্রস্থান)।

বালকগণ। কুমার দেখ না কেমন আশ্চর্য্য ব্যপার।

লব। এ আমার দেখাও আছে, জানাও আছে। এটা অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব নিশ্চয়।

বালক। কেমন করিয়া জানিলে?

লব। আরে মূর্খের দল! অশ্বমেধ যজ্ঞের বিষয় সবইত তোমাদের পড়া আছে। দেখিতেছ না কি যে সেইরূপ বর্ম্ম-ধারী, দণ্ডহস্তে পৃষ্ঠে তুণীর লইয়া শত সহস্র সৈন্য সামন্তে এই অশ্বের রক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে? আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, যাওনা গিয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া এসো না।

বালকগণ। ওহে! এ অশ্ব তবে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে কেন?

লব। কি জান, "অশ্বমেধ" নামেতেই বিশ্ববিজয়ী ক্ষত্রিয় কুলের মহা একটা গর্ব্ব যে, আর সকল ক্ষত্রিয়কেই ইহাদের সম্মুখে মাথা হেঁট করিতে হইবে।

(নেপথ্যে)

"যিনি রাবণ বংশের নিধনকারী এবং সপ্ত লোকের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ, সেই শ্রীরামচন্দ্রের এই অশ্ব এবং জয় বৈজয়ন্তী পতাকা জানিতে হইবে।"

লব। কি এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা! এ কথা শুনলেই ক্রোধে অঙ্গ জ্বলিয়া উঠে!

বালকগণ। বলে কিহে? আমাদের কুমারের কি বুদ্ধি দেখ দেখি! তিনি যা বলিয়াছিলেন, এরা কি ঠিক তাই বলিতেছে?

লব। ও ভাই! পৃথিবীটা একেবারে ক্ষত্রিয় শূন্য হইয়া গেছে নাকি যে, এদের এই ছোট মুখে আজ এত বড় কথা!

(নেপথ্যে)

হুঃ! আমাদের মহারাজের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারে এমনও আবার ক্ষত্রিয় কুলে কেহ আছে নাকি?

লব। বাস্‌রে বড়াই! ধিক্ নরাধমদের ধিক্ ধিক! বেশ ত! যদি তেমন বীর তোমাদের কেহ থাকেন, তা থাকুন না। তা বলিয়া যে তাঁর নাম শুনিয়াই আতঙ্কে জড় সড় হইয়া পড়িব এমন কাপুরুষ আমরা নই। তা কথায় কাজ কি? তোমাদের বিজয় পতাকা এই বাহু বলেই কাড়িয়া লইব জানিও। ওহে ভীরুর দল! এসো না, এই অশ্বকে ধর না এসে। এ বেচারা যে নিরীহ হরিণটার মত চরিয়া বেড়াইতেছে।

(প্রবেশ করিয়া)

ক্রুদ্ধপুরুষ। বাবা কি দাম্ভিক পুরুষ রে! এমন অহঙ্কার ত আর দেখি নাই! কি হে, কি বলিলে? "অস্ত্রধারীর হৃদয়ে দয়া মায়া নাই, এমন শিশুর মুখেও যদি বড় কথা শোনে তবে তাহাও সহ্য করিবে না?" ভাল! রাজপুত্র চন্দ্রকেতু এখন পূর্ব্বারণ্যের শোভা সন্দর্শনে ব্যাপৃত আছেন; যতক্ষণ না তিনি আসেন, ততক্ষণ আমরা ত্বরিতপদে ঐ নিবিড় বনে পলায়ন করি।

বালকগণ। কুমার! আর কাজ কি ভাই এই অশ্ব ধরিয়া? দেখিতেছ না সৈন্যেরা তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া কেমন তীক্ষ্ণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধের জন্য তর্জ্জন করিতেছে। আশ্রমও যে এখান হইতে অনেক দূরে। তবে চলনা, লম্বা পায়ে পলায়ন করি।

লব। (হাস্য করিয়া) বা! পলাইবই যদি, তবে এ সব শাণিত অস্ত্রের আবশ্যক ছিল কি? (ধনু যোজনা করিয়া) আমার ধনুকে এই যে গুণ যোজনা করিলাম, তাহা মেঘের মত ঘোর গর্জ্জন করিতে করিতে, সর্ব্বগ্রাসী কৃতান্তের হাস্য বিস্ফারিত মুখব্যাদানের বিকট অভ্যন্তর বলিয়া সকলের ভ্রম জন্মাক, এই চাই।

(সকলের প্রস্থান)।

পঞ্চম অঙ্ক।

(নেপথ্যে।)

"ওহে সৈন্য সকল আর ভয় নাই। আমাদের বল আসিল। ঐ দেখ না যুদ্ধ সংবাদ শুনিয়া কুমার চন্দ্রকেতু সুমন্ত্রকে সারথি করিয়া এবং দ্রুতগতি অশ্ব যোজনা করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক কেমন সত্বর চলিয়া আসিতেছেন।"

(রথে সুমন্ত্রকে সারথি করিয়া ধনুর্দ্ধারী চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।)

চন্দ্রকেতু। আর্য্য সুমন্ত্র! দেখুন দেখুন, কে ঐ বীরবালক! মানসিক উত্তেজনায় উহার মুখশ্রী ঈষৎ লোহিত আভা ধারণ করিয়াছে, শরীরের ইতস্ততঃ চালনায় পঞ্চচূড়া দোলায়মান, রণক্ষেত্রে শত্রুদিগের উপর অনবরত এই যে শর নিক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া তুষার বৃষ্টিপাত বলিয়া ভ্রম হইতেছে। একে আমাদের হস্তিগণের গণ্ডস্থলের ঘণ্টার ভয়ঙ্কর শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে এত অসংখ্য সেনার মধ্যে একা এই শিশু অজস্র দীপ্ত শর নিক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া স্তম্ভিত হইতেছি। তবে এই বালক রঘুকুলেরই কোন অপরিণত-বয়স্ক নাকি? কি জানি মনে বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে।

সুমন্ত্র। তাই ত, বীর্য্যে যেন সুরাসুরকেও অতিক্রম করিয়াছে, আবার ইহাতে তোমারই সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। বলিতে কি, রঘুনন্দন যখন বিশ্বামিত্রের যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণের নিধনের নিমিত্ত শর-সন্ধান করিয়াছিলেন, এই বীর বালককে এ ভাবে সন্ধে নিশক্ত দেখিয়া আমার কেবল সেই কথাই স্মরণ হইতেছে।

চন্দ্রকেতু। একটা বালকের বিরুদ্ধে আমাদের এহেন বিপুল আয়োজন দেখিয়া অন্তরে বড়ই লজ্জা বোধ করিতেছি। চারিদিকে অশ্বের ঝন্ ঝন্ শব্দ, আর রথের স্বর্ণ-ঘণ্টার টং টং রব, তাহাতে আবার আমাদের মদস্রাবী বৃহৎ হস্তিগণ বারিবর্ষী মেঘের মত এই শিশুকে আবেষ্টন করিয়া আছে।

সুমন্ত্র। বৎস! একার কথা দূরে থাকুক ইহারা সকলে মিলিয়াও যে এই বালককে পরাজিত করিতে পারিবে, এমন ত বোধ হয় না!

চন্দ্রকেতু। আর্য্য! ত্বরা করুন, ত্বরা করুন। এই শিশুর দ্বারাই যে আমাদিগের আশ্রিত জনের বিনিপাত আরম্ভ হইল! দেখুন না, গিরিগুহার অভ্যন্তরে গজগণের ভীম গর্জ্জনের সঙ্গে আমাদিগের যুদ্ধ-বাদ্যের ভৈরব রব মিশ্রিত হইয়া যখন একেবারে কর্ণ-জ্বর উপস্থিত করিয়াছে, তখন একাকী এই বালক তাহার অলৌকিক শক্তিতে সমরক্ষেত্র শত্রু-শিরে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। দেখিয়া মনে হয় যেন ভীষণ কৃতান্ত, অপর্য্যাপ্ত আহারে আপনার উদর-পূর্ত্তি করিলে পর তাহার

করাল কবল হইতে এই সকল ভুক্তাবশেষ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে।

সুমন্ত্র। (স্বগত) কে জানিত যে ইহার সঙ্গে আবার আমাদের চন্দ্রকেতুর বিগ্রহ বাধিবে? অথবা আজন্ম আমরা এই রঘুবংশেই প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছি, এ কুলের কুলব্রত যে, সংগ্রামে এ বংশধরেরা কখনও পশ্চাৎপদ হন না, তাহাও আমরা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি। সুতরাং এ উপস্থিত ব্যাপারে ত উপায়ান্তর নাই।

চন্দ্রকেতু। (বিস্ময়ের সহিত লজ্জিতভাবে) কি! আমার সৈন্যদল পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করিতেছে? কি অপবাদের কথা! কি পরিতাপের বিষয়!

সুমন্ত্র। (বেগে রথ চালাইয়া) আয়ুষ্মন্! সে বালক এতই নিকটবর্ত্তী হইয়াছে যে, এখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপ চলিতে পারে।

চন্দ্রকেতু। (বিস্মিত ভাবে) আর্য্য! রণক্ষেত্রে ইহার কি নাম উচ্চারিত হইয়াছিল, আপনার স্মরণ আছে কি?

সুমন্ত্র। "লব" এই নাম।

চন্দ্রকেতু। ওহে মহাবাহো! আর সৈন্য-সামন্তে আবশ্যকতা কি? এই আমি সম্মুখেই বর্ত্তমান আছি, একেবারে তেজস্বিতায় তেজস্বিতা উপশমিত হউক।

সুমন্ত্র। কুমার! দেখুন, দেখুন! মেঘগর্জ্জন শুনিলে উদ্ধত সিংহশাবক যেমন গজগণকে আক্রমণ করিতে গিয়াও তাহা

হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেইরূপ এই গর্ব্বিত বীরবালক আপনার আহ্বান শুনিয়া সৈন্যনাশে ক্ষান্ত হইলেন।

(দ্রুত লবের প্রবেশ)

লব। বাহবা রাজপুত্র বাহবা! আপনি সত্য সত্যই যে ইক্ষ্বাকুবংশীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাইত আমি প্রতিনিবৃত্ত হইতেছি।

(নেপথ্যে কলকল ধ্বনি)

লব। (বেগে আসিয়া) আঃ কি আপদ্! সংগ্রামে নিরস্ত হইয়া চলিয়া আসিলাম, তবু এই যুদ্ধপ্রিয় সেনাগণ আমাকে অব্যাহতি দিতে চায় না। এই মূর্খদিগকে লইয়া কি বিভ্রাটেই পড়িলাম! এখন তবে, প্রলয়কালে ভীষণ সংহার-বায়ুর প্রমত্ত সঞ্চালনে, সমুদ্র-প্রবাহে যখন উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া তুমুল রোল তুলিয়াছিল, তখন জলধি-গর্ভস্থিত শৈল সকলের সংঘাতে বিক্ষুব্ধ হওয়ায় ভীষণ বাড়বানল প্রজ্বলিত হইয়া তাহা যেমন কবলে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল, আজ এই মহা-সৈন্য-কোলাহল শুনিয়া ক্ষোভে আমার অন্তরে যে ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহাও ঠিক তেমনি ভাবে এই কলধ্বনির উপশম করিয়া দিউক।

(নিকটে আসিয়া)

চন্দ্রকেতু। ওহে কুমার! তুমি এই অসামান্য বীর্য্যের পরিচয় দিয়া আমার এতই প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছ যে, এক্ষণে তোমাকে আমার সখা নামের যোগ্য মনে করিয়াছি;

সুতরাং এ সম্পর্কে আমিও তোমার সুহৃদ্ হইলাম জানিও। তবে আর পরিজনের বিনাশে কাজ কি ভাই, এই চন্দ্রকেতুই ত তোমার বীরত্ব-পরীক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান রহিয়াছে।

লব। (হাস্য পূর্ব্বক নিকটে আসিয়া) আহা কি মহানুভাব! সূর্য্যবংশীয় কুমারের কি দর্প্পিগর্ভ ললিত মনোহর বাক্য-বিন্যাস রে! তবে আর এ সেনাদলের সঙ্গে বৃথা সংগ্রামে প্রয়োজন কি আছে, ইঁহাকেই রণনৈপুণ্যে সম্মানিত করা যাউক।

(নেপথ্যে পুনরায় কলকল ধ্বনি)

লব। (ক্রোধভরে) আঃ এ অজ্ঞ লোকেরা সৎসঙ্কল্পেই কেবল বিঘ্ন ঘটাইতে জানে।

(নিকটে আগমন)

চন্দ্রকেতু। দেখুন দেখুন! সকৌতুকে আমাতে কেমন দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধনুকে জ্যা যোজনা করতঃ দর্পভরে অগ্রসর হইতেছে। পশ্চাতে অসংখ্য শত্রুসেনা, এ যেন বায়ুতাড়িত মেঘে ইন্দ্রধনু শোভা পাইতেছে! আর্য্য! এ দর্শনীয় দৃশ্য বটে।

সুমন্ত্র। কুমারই এ সকল লক্ষ্য করিতে জানেন। আমরা ত ইহার বীরত্ব দেখিয়াই একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া আছি।

চন্দ্রকেতু। ওহে রাজন্যবর্গ! আমরা কিনা অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ এবং বর্ম্মধারী সৈন্যদল লইয়া মৃগচর্ম্মাবৃত সুকুমার এক শিশুর বিরুদ্ধে বিগ্রহ আরম্ভ করিয়াছি। ছি ছি! এ যে নিতান্তই রণশাস্ত্রবিরুদ্ধ! ধিক্ আমাদিগকে ধিক্!

লব। (ব্যঙ্গভাবে) অহো ! আমার প্রতি যে বড়ই করুণা ! (চিন্তাকরিয়া) ভাল ! আমি কেন বৃথা কালহরণ করি ! জৃম্ভকাস্ত্রে একেবারে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিনা কেন ?

(সকলে নিস্তব্ধপ্রায়)

সুমন্ত্র। এ কি হইল ! সৈন্যদলের কোলাহল যে অকস্মাৎ নিবৃত্ত হইয়া গেল !

লব। সেনাদলকে ত অচেতনপ্রায় করা হইল। এখন এই রাজপুত্রের গর্ব্ব চূর্ণ করিতে হইবে।

সুমন্ত্র। বৎস চন্দ্রকেতু ! এই বালক যেন জৃম্ভাকাস্ত্র প্রয়োগ করিল, এরূপ বোধ হইতেছে।

চন্দ্রকেতু। তা কি আর বলিতে ! ঘন অন্ধকারে দীপ্তিমতী বিদ্যুতের ছটায় যেন চক্ষু ঝলসাইয়া দিল। তাইত ! আমাদিগের সৈন্যদল যে চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল-ভাবে রহিয়াছে। তাই বলি, মন্ত্রপূত সেই বায়ব্যাস্ত্র ভিন্ন কিসে আর এমন দৈবশক্তি রাখে বলুন। কি আশ্চর্য্য দেখুন ! পাতাল পুরীর অভ্যন্তরস্থিত লতাকুঞ্জে যে গাঢ় অন্ধকার নিহিত থাকে, এ অস্ত্রের বর্ণ যেন ঠিক তেমনি ঘনকৃষ্ণ, এবং ইহা হইতে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে, তাহা যেন উত্তপ্ত পিত্তলের পিঙ্গলাভাযুক্ত। এবং কুমার যখন সে অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় কালে মহাবায়ু সঞ্চালিত মেঘের অন্তরালে তড়িৎ চমকাইয়া তাবৎ নীলাম্বরকে, পিঙ্গল . গিরিগহ্বর-

সমাকীর্ণ শিখরে আবৃত দেখাইয়াছিল, আজ এও ঠিক তেমনি দেখাইতেছে না কি ?

সুমন্ত্র। কিন্তু এই অস্ত্র ইহার হস্তগত হইল কি প্রকারে ?

চন্দ্রকেতু। ভগবান্ বাল্মীকির প্রদত্ত বলিয়া অনুমান করি।

সুমন্ত্র। বৎস! সাধারণ অস্ত্রের প্রয়োগ জানাই উঁহার পক্ষে অসম্ভব, তাতে এই দিব্যাস্ত্রের ত কথাই হইতে পারে না। কেননা, কৃশাশ্ব মুনি হইতে এ অস্ত্রের সৃষ্টি এবং তিনিই ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের হস্তে ইহা দান করেন। তদনন্তর রামচন্দ্র যখন মুনিবরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তখন সেই সূত্রে রঘুপতিকে এই অস্ত্রের অধিকারী করেন।

চন্দ্রকেতু। এমনও ত হইতে পারে যে কৃশাশ্ব ব্যতীত অন্য কোনও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ আপন তপোবলে এই দিব্যাস্ত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

সুমন্ত্র। বৎস! সাবধান হও, বীর-শিশু নিকটে আসিতেছে।

কুমারদ্বয়। (একে অন্যের প্রতি) অহো কি প্রিয়দর্শন! (সস্নেহে নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি আপনা হইতে অকস্মাৎ এই শুভ সমাগম? না ইঁহার এই অসামান্য গুণাবলীর পরিচয় পাওয়ার নিমিত্তই এই সাক্ষাৎ দর্শন; অথবা জন্মান্তরের কোন নিবিড় স্নেহবন্ধনে কি এ হেন আকর্ষণ? না কি ঘনিষ্ঠ কোন

আত্মীয় জনের, দৈব-নির্ব্বন্ধে এরূপ অপরিচিত ভাব ধারণ? বুঝি না, ইঁহার দর্শন অবধি অন্তর কেন এত স্নেহপরবশ হইয়া পড়িল।

সুমন্ত্র। তা প্রায়ই এরূপ দেখা যায় যে একজন আর এক জনের প্রতি স্বতই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। চক্ষের দৃষ্টিই যেন হৃদয়ে প্রেম জন্মায়। তবে এমন প্রেম হইতে কি চিত্তকে কেহ সংযত রাখিতে পারে বরং এই সূত্রেই হৃদয়ের বন্ধন ক্রমে আরও দৃঢ় হইয়া পড়ে।

কুমারদ্বয়। (একে অন্যের প্রতি) এমন চারু চিক্কণ দেহে কেমন করিয়াই বা শর সন্ধান করিব, বুঝিতে পারি না। এ সুরস অঙ্গ আলিঙ্গন করিবার লালসায় যে আপন দেহে পুলক সঞ্চার হইতেছে। এখন করি কি? যুদ্ধ অঙ্গীকার করিয়া অস্ত্র-ধারণ না করাও অসঙ্গত। আর যদি এমন বিক্রমশালী জনের জন্যই অস্ত্রধারণ না করিব, তবে অস্ত্রেরই বা আবশ্যকতা কি? তা ছাড়া এই কুমারই বা বলিবে কি! বস্তুতঃ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পালন করিতে গেলে আর স্নেহ মমতা রক্ষা করা যায় না কেননা কঠোর বীররস, স্নিগ্ধ প্রীতির গতিবিধি কি বুঝিবে; কাজেই তাহাতে কেবল বিঘ্ন ঘটায়।

সুমন্ত্র। (লবকে দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে) হে হৃদয়! কেন বৃথা আশার বাসা বাঁধিতেছ? যে লতাকে একবার ছিন্ন করা হইয়াছে, তাহাতে কি আর কুসুমোদ্‌গম হইতে পারে? তাইবলি, যখন আমাদিগের সীতা দেবীকে প্রাণে বধ করা

হইয়াছে, তখন তাঁহার সন্তান বলিয়া এ আশার কি কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে?

চন্দ্রকেতু। আর্য্য! এক্ষণে রথ হইতে অবতরণ করা যাউক্।

সুমন্ত্র। কেন?

চন্দ্রকেতু। এই বালক যখন ভূমিতে দণ্ডায়মান, তখন রথে অধিষ্ঠান করিয়া তাহার অভ্যর্থনা উচিত হয় কি? আপনি ত ক্ষত্রধর্ম্মের বিধি সকলই অবগত আছেন যে, 'সম-অবস্থাপন্ন না হইয়া কখনও একে অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না,' শাস্ত্রবিদ্‌গণ এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

সুমন্ত্র। (স্বগত) আমি যে সম্প্রতি 'মহাসমস্যায়ই' পড়িলাম। কেমন করিয়াই বা কুমারকে ন্যায্য আচরণ করিতে নিষেধ করি, কিংবা ইহার দুঃসাহসে বাধা না দিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে অনুমতি করি?

চন্দ্রকেতু। আমার পিতামহ পর্য্যন্ত, ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কোন সংশয়ে সর্ব্বদা যাঁহার মীমাংসার অপেক্ষা করিতেন, আজ তবে আপনি আমার সেই সখাস্থানীয় হইয়া কেন মৌন হইয়া রহিলেন?

সুমন্ত্র। আয়ুষ্মন্! তুমি যাহা বলিলে, বস্তুতঃ ইহাই ধর্ম্ম-সঙ্গত। পুরাকাল হইতে এই সনাতন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষাই, রঘুকুল বীরগণের চরিত্রগত পদ্ধতি হইয়া পড়িয়াছে। (সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া) আহা! এইত সে দিন তোমার জন্মদাতা পিতা ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়া কত বীরত্ব দেখাইলেন। তুমি তাঁহারই

সন্তান এবং শৌর্য্যে বার্য্যে এই অল্প বয়সেই তুমি পিতার উপযুক্ত পুত্র হইয়াছ। ইহা কি কম সৌভাগ্যের কথা! বাস্তবিক দশরথবংশের প্রতিষ্ঠা যেন চিরস্থায়ী ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

চন্দ্রকেতু। (দুঃখিত ভাবে) রঘুকুলের জ্যেষ্ঠ নন্দনই যখন নিঃসন্তান তখন আবার সে বংশের প্রতিষ্ঠা কোথায় রহিল বলুন। ফলতঃ এই দুর্দ্দৈব বিধানে, আমার পিতৃগণ যে একেবারে জীবনে মৃত হইয়া আছেন।

সুমন্ত্র। অহো! চন্দ্রকেতুর বাক্যে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

লব। কি আশ্চর্য্য! দুই বিপরীত ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিতেছি। চন্দ্র-উদয়ে কুমুদিনীর যেমন আনন্দের সীমা থাকে না, ইহার দর্শনও আমার পক্ষে তেমনই সুখকর মনে হইতেছে; কিন্তু আর এক দিকে উদ্ধত বীর-রস-পূর্ণ আমার এই ধনুকধারী বাহু যে বিগ্রহের কামনাই জানাইতেছে।

চন্দ্রকেতু। (রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক) আর্য্য! সূর্য্যবংশোদ্ভব চন্দ্রকেতু আপনাকে অভিবাদন করিতেছে।

সুমন্ত্র। বরাহদেব যেমন সতত তোমাদের কুলের শুভ কামনা করিয়া থাকেন, তেমন তিনি আজও তোমাকে সেই অপ্রতিহত পুণ্যময় তেজের অধিকারী করুন। আরও আশীর্ব্বাদ করি যে তোমাদের বংশের যিনি আদিপুরুষ সেই আদিত্যদেব অদ্য, এই সংগ্রামে তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং তোমাদের কুলগুরু ভগবান্ বসিষ্ঠ তোমার

বিজয় কামনা করুন, তোমাতে হুতাশন এবং মরুতের মহা তেজ প্রবর্ত্তিত হউক, তুমি গরুড়ের তেজস্বিতা লাভ কর এবং রাম লক্ষ্মণের ধনুকের জয়-মন্ত্রধ্বনি তোমার শরাসনে ধ্বনিত হউক।

লব। কুমার! এই বিমানে আপনার অধিষ্ঠান অতীব সুশোভন দেখাইতেছে। একমাত্র আমার অভ্যর্থনার নিমিত্ত তাহা হইতে অবতরণ, আমি নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছি।

চন্দ্রকেতু। তবে মহাশয়কেও অন্য রথ অলঙ্কৃত করিতে হইবে।

সুমন্ত্র। এখন তবে তুমিও চন্দ্রকেতুর অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য, কেমন?

লব। এ সকল যখন সংগ্রামেরই উপকরণ, তখন ইহা ব্যবহার করিতে আমার কি আপত্তি হইতে পারে বলুন! তবে কিনা আমরা বনবাসী, রথের ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

সুমন্ত্র। বৎস আমার, দর্প করিতে যেমন দক্ষ, শিষ্টাচারেও আবার তেমনি নিপুণ। আহা! আমাদের রামভদ্র যদি একবার ইহাকে দেখিতে পাইতেন, তবে তাঁহার হৃদয় যে আজ স্বতই ইহাতেই আসক্ত হইয়া পড়িত, তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি?

লব। আর্য্য! আপনাদের সেই মহারাজ বড়ই সুজন শুনিতে পাই। (লজ্জিত ভাবে) দেখুন, আমরাও যে সদা-

সর্ব্বদাই এইরূপ যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাই, তাহা মনে করিবেন না। ইহ-জগতে রাজা রামচন্দ্রের গুণে কে না মুগ্ধ? তবে যে তাঁহারই বিরুদ্ধে আজ আমার অন্তরে এই বিপরীত ভাব দাঁড়াইয়াছে, সে কেবল তাঁহার অধীন অশ্ব-রক্ষকগণের দৃপ্ত বচন শুনিয়া।

চন্দ্রকেতু। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) কি হে, তোমার কি পিতৃ-পুরুষদিগের প্রতাপও অসহ্য নাকি?

লব। আচ্ছা! সে সব কথায় কাজ কি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে রাজা স্বয়ং দাম্ভিক ভাব ধার ধারেন না, বা যাঁহার প্রজাবৃন্দ সকলেই নিতান্ত নম্র-স্বভাবাপন্ন, সেই ভুবন বিখ্যাত রাঘবের রাজ্যেই কিনা নীচ মুখে এত বড় শ্লাঘার কথা! জানেন ত' যে ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, এই গর্ব্বমূলক বচনই ইহজগতের যত কিছু অনিষ্ট ঘটায়, ইহা হইতেই সকল শত্রুতার সূত্রপাত হয়। একমাত্র এই এক ঘটনাতেই রঘুপতি যৎকিঞ্চিৎ নিন্দা-ভাজন হইয়াছেন, নতুবা লোকের মুখে ত তাঁহার কেবলই স্তুতিবাদ শোনা যাইত। কিন্তু শিষ্টবাক্যের ফলাফল একবার ভাবিয়া দেখুন। ইহা অন্তরের অভিলাষ পূর্ণ করে, সর্ব্ব অনিষ্টাপাতে বিঘ্ন ঘটায়, সৎকীর্ত্তি স্থাপিত করিয়া দুষ্কৃতিতে বিদ্বেষ জন্মায় তাই এমন কল্যাণদায়িনী বাণীকে বীরগণ অমৃতময়ী বাগ্‌দেবী বলিয়া মাতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকেন।

সুমন্ত্র। আহা! কুমারের চরিত্রের কি পুণ্যপ্রভা। ভগবান বাল্মীকির শিষ্য বলিয়া যেন ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত জ্ঞানগর্ভ বাক্যে এই তরুণ বয়সেই সকলকে আপ্যায়িত করিতে শিখিয়াছেন।

লব। কুমার চন্দ্রকেতু যে বলিলেন "পিতৃপুরুষদিগের প্রতাপও তোমার অসহ্য নাকি? তাহারই উত্তরে জিজ্ঞাসা করি যে ক্ষত্রধর্ম্ম কি কোন ব্যক্তি-বিশেষে স্থাপিত নাকি?

সুমন্ত্র। জাননা কি যে ইক্ষ্বাকু-বংশধরগণ দেবতাতুল্য তাঁহাদের নামে কোন রূপ তাচ্ছীল্য প্রকাশ ধৃষ্টতা মনে করি। অতএব এ বিষয়ের প্রসঙ্গে আর কাজ নাই। হাঁ, স্বীকার করি, সৈন্য বিনাশে যে দক্ষতা দেখাইয়াছ তাহা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তা বলিয়া পরশুরামকেও যিনি রণে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে এতটা ঔদ্ধত্য ভাল দেখায় না।

লব। (হাস্য পূর্ব্বক) আর্য্য! জামদগ্ন্যের বিজেতা বলিয়া সে রাজার এত কি প্রশংসা, তা'ত বুঝিলাম না। ব্রাহ্মণদিগের বীর্য্য-প্রকাশ বাক্য-বিন্যাসে, আর ক্ষত্রিয়দিগের বীরত্বের পরিচয় বাহুবলে, এই ত সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া জানি। এক্ষণে জামদগ্ন্য ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অস্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে পরাজিত করায় আপনাদের মহারাজের বিশেষত্ব কি হইল বলুন।

চন্দ্রকেতু। (বিরক্তভাবে) আর্য্য! আর উত্তর প্রত্যুত্তরে কাজ নাই, যথেষ্ট হইয়াছে। ভাল, এ আবার কোন্ নব অবতারের আবির্ভাব হইল যে তিনি ভগবান্ ভৃগুনন্দনকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করেন না। এমন কি, আমাদিগের পিতৃদেবের যে পুণ্য প্রতিষ্ঠা সপ্ত ভুবনে প্রচারিত হইয়া সর্ব্ব লোকের অভয় দান করিতেছে, ইনি যেন সে সব খ্যাতির কোন সংবাদই রাখেন না।

লব। তা কেন বলেন, রঘুপতির চরিত্রের মাহাত্ম্য কে না জানে! বা কে না তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করে! তবে এমন মহাপুরুষদের বিরুদ্ধেও যে কিছু বলিবার নাই, এমনও নয়। যাউক্ সে সব কথা। তাঁহারা এখন পরিণত বয়স্ক, সুতরাং আমাদের পরম পূজনীয়। তাঁহাদের চরিত্রের বিশ্লেষণ করা আমাদের শোভা পায় না। এই দেখুন না, তাড়কা বধ করিয়াও তাঁহারা স্ত্রীহত্যার পাপে দোষী হইলেন না, বরং মহাখ্যাতিই লাভ করিয়াছেন। তা ছাড়া রাবণের অনুচর খর, দূষণ যখন রণে আক্রমণ করিল, তখন সে বীরপুরুষ তিন পদ পশ্চাদগামী হইয়াছিলেন, তাহা হাস্যাস্পদ হইলেও কেহ ব্যক্ত করিতে সাহস পায় কি? তারপর বালিকে নিধন করিতে গিয়া যে ছল কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহা কে না অবগত আছে? তাইবলি, মহাপুরুষদিগের এই সকল সাময়িক ত্রুটি গ্রাহ্যই করিতে নাই। কেমন?

চন্দ্রকেতু। আঃ! তুমি বড় বৃথা বাক্য ব্যয় কর।

লব। কি? আমার প্রতি যে ভ্রুকুটি করা হইতেছে।

সুমন্ত্র। আবার ইহাদের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল। দেখ দেখ, শত্রু দমনের উত্তেজনায় সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হওয়ায় চূড়াবন্ধন কেমন দোলায়মান, পদ্ম-পলাশ-লোচনে আরক্ত আভা এবং অকস্মাৎ চালিত ভ্রূভঙ্গের বিলাসে, যেন চন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী কলঙ্ক রেখা এবং প্রস্ফুটিত পদ্মে মত্ত ভ্রমরের মাধুর্য্য একত্রে

প্রতিফলিত হইয়া এই শ্রীমান্ মুখমণ্ডলকে আরও মনোহর করিয়া তুলিয়াছে।

কুমারদ্বয়। তবে চল, এখন রণ-ক্রিয়ার যোগ্য ক্ষেত্রে উভয়ে অগ্রসর হই।

(সকলের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

(আকাশে বিদ্যাধর-দম্পতির আবির্ভাব)

বিদ্যাধর। অহো! রঘুকুলের এই কুমার-যুগল অকস্মাৎ ভীষণ বিরোধ বাধাইয়া প্রচণ্ড সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ক্ষত্রধর্ম্মের অলৌকিক তেজে মুখশ্রী কেমন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাঁদের উভয়ের বিক্রম দেখিয়া দেবাসুরগণও বিস্ময়ে যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রিয়ে! দেখ দেখ হস্তের কঙ্কণের ঝঙ্কারে ধনুকের টঙ্কার মিশ্রিত হইয়া কি ভয়ঙ্কর রব উত্থিত হইয়াছে। অবিরত শর সন্ধানের চালনায়, মস্তকের চূড়াবন্ধন কেমন নৃত্য করিতেছে। এই সর্ব্বলোক-ভয়াবহ বিচিত্র দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ক্রমেই যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আবার শোন শোন, দেবলোক হইতে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ঘোর গম্ভীর, বীর-রসোদ্দীপক দুন্দুভি ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। অতএব এস, আমরাও ইহাদের মস্তকোপরি মধুগন্ধি মনোহর পরিজাত পুষ্প সকল বর্ষণ করিতে থাকি।

বিদ্যাধরী। আচম্বিতে আকাশ যেন বিদ্যুৎ ছটায় ঝলসিত হইয়া পড়িল!

বিদ্যাধর। তবে কি আজ, বিশ্বকর্ম্মার অস্ত্রে যে আদিত্যকে

উজ্জ্বলীকৃত করা হইয়াছিল, তাহার প্রচণ্ড তাপের অনুরূপ শঙ্করের সেই তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হইয়া সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিল। (চিন্তা করিয়া) ওহো, এতক্ষণে বুঝিলাম, বৎস চন্দ্রকেতু আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন ; সে অস্ত্রেরই এই দীপ্ত প্রভা। তাইত, যেন ঈষৎ দগ্ধ পতাকা এবং চামর বিশিষ্ট স্যন্দন সকল বিমান পথে লুক্কায়িত পতিত হইতেছে, আর ধ্বজ-দণ্ডের বস্ত্র-খণ্ডের প্রান্ত-ভাগে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হওয়ায় ক্ষণেকের তরে যেন কুঙ্কুমে রস রাগ বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে। কি আশ্চর্য্য! ভগবান্ হুতাশন যেন চতুর্দ্দিকে তাঁহার উত্তাল উন্নত লোল জিহ্বা প্রসারণ পূর্ব্বক এক উত্তপ্ত ভীষণ ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। অতএব আমার প্রিয়তমাকে বক্ষে আবৃত করিয়া দূরে প্রস্থান করিতে হইল।

বিদ্যাধরী। আহা! প্রিয়তমের এই সুখ শীতল স্পর্শে আমার সকল শ্রম বিদূরিত হইল। এক্ষণে অনুরাগের আবেশে যেন আমার চক্ষু নিমিলিত হইয়া পড়িতেছে।

বিদ্যাধর। অয়ি প্রেমময়ি! এই স্পর্শ কি এতই আনন্দ-দায়ক? অথবা যে যাহার প্রিয়জন, সে তাহার এমনই এক বস্তু যে বাহিরের অভিব্যক্তি ব্যতীতও, একমাত্র অন্তরের প্রেম-কেই সে যথেষ্ট জ্ঞান করে। কি বল?

বিদ্যাধরী। নভোমণ্ডল যেন চঞ্চল তড়িৎ-প্রভায় এবং মত্ত ময়ূর-কণ্ঠের শ্যামল আভার ন্যায় ঘন মেঘ-মালায় আবৃত দেখিতেছি।

বিদ্যাধর। প্রিয়ে! কুমার লব যে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতেই এমন দেখাইতেছে। আবার দেখ, অবিরল বৃষ্টিপাতে সে উজ্জ্বল প্রভা যেন ক্রমশই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে।

বিদ্যাধরী। তা উত্তম হইয়াছে।

বিদ্যাধর। কি জান, অতি মাত্রায় কিছুই ভাল নয়। এই অস্ত্রের দৈব-শক্তিতে সমস্ত জীবলোক যেন আজ সেই যোগিশ্রেষ্ঠ নীলকণ্ঠের করাল কবলে আবদ্ধ থাকিয়া আতঙ্কে কম্পমান হইতেছে। সাধু বৎস চন্দ্রকেতু, সাধু সাধু! অদ্য তোমার বায়ব্য-অস্ত্র ব্যবহার বাস্তবিকই উচিত হইয়াছে। কেননা ইহার প্রয়োগে প্রচণ্ড বায়ু সৃষ্ট হইয়া, লব প্রযুক্ত বরুণাস্ত্রের প্রভাবে গগনে যে মেঘমালার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা একেবারে উচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। ঠিক যেন তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাবে মায়াজাল বিদূরিত হইয়া গেল।

বিদ্যাধরী। নাথ! কে ইনি, হস্তে পতাকা উড়াইয়া মধুর গম্ভীর স্বরে এই কুমার-যুগলকে যুদ্ধ ব্যাপার হইতে বিরত রাখিয়া, রথ হইতে অবতরণ করিতেছেন!

বিদ্যাধর। (দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে, আমাদের রঘুনন্দন শম্বুককে বধ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। মহাপুরুষদিগের বাক্যে আস্থা প্রযুক্ত তৎক্ষণাৎ সংগ্রামে ক্ষান্ত হইয়া দেখ লব কেমন সৌম্য শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছেন। আর চন্দ্রকেতুও আনত মস্তকে দণ্ডায়মান আছেন। আহা! আজ এই সন্তান

সমাগম মহারাজের পক্ষে শুভ ফলদায়ক হউক, এই কামনা করি। এক্ষণে তবে আমরাও চল প্রস্থান করি। (নিষ্ক্রান্ত)

(রাম এবং পৃথগ্‌ভাবে লব ও চন্দ্রকেতুর প্রবেশ)

পুষ্পক রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক) হে আদিত্যকুলের কুলচন্দ্র চন্দ্রকেতো! এস, সম্মুখে আসিয়া আমাকে গাঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ কর। তোমার ঐ সুকুমার অঙ্গের সুশীতল স্পর্শে আমার সকল অন্তর্জ্বালার উপশম করিয়া দিউক। (আলিঙ্গন করতঃ) দিব্যাস্ত্রধারী তোমাদের এই লবের কুশল ত?

চন্দ্রকেতু। অদ্ভুত কার্য্যকুশল, নয়নানন্দকর এই বীরের সাক্ষাৎ দর্শনলাভেই যথেষ্ট কুশল মনে করি। অতএব নিবেদন, আমি যেমন আপনার বিশেষ স্নেহভাজন, আপনি ইহাকেও সেই চক্ষে দেখুন, অথবা আমার মত আপনিও ইহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করুন, তাত!

রাম। (লবকে নিরীক্ষণ করিয়া) আহা! তোমার বয়স্যের আকৃতিটী কি শান্ত সুন্দর। ভাবৎ জগৎ ত্রাণের নিমিত্তই যেন ইহার মনুষ্যদেহ ধারণ। আবার অসামান্য অস্ত্রবিদ্ বলিয়া বেদরত্ন রক্ষার জন্য যেন স্বয়ং ক্ষত্রধর্ম্মই ইহাতে প্রতিকৃতি লাভ করিয়াছে। তারপর, শৌর্য্য বীর্য্যই বল, বা মানব-চরিত্রের অন্যান্য গুণাবলীই বল, ইহাতে যেন একত্রে সকলের সমাবেশ হইয়াছে। তাই ভাবি বুঝিবা কেবল পুণ্য পদার্থের সমষ্টি-যোগেই ইহার দেহযষ্ঠি গঠিত হইয়াছে।

লব। অহো! এই মহাপুরুষের দর্শনেই যেন পুণ্য সঞ্চয়

হইল। ইনি যে বিপন্নের ভরসা, স্নেহ ভক্তির মূলাধার এবং ধর্ম্মের মহান্ অবতার বলিয়া মনে হইতেছে। পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইঁহার সাক্ষাৎ মাত্রই অন্তরের সকল বিদ্বেষ-ভাব বিদূরিত হয়, প্রীতিপূর্ণ রসে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। ধৃষ্টতা পলায়ন করে, বিনয়ে মস্তক আপনি আনত হইয়া আইসে। অথবা পূতভীর্থ স্থান পরিদর্শনের যে মহাফল লাভ, মহৎ জনের সন্দর্শনেরও মহিমা সেই প্রকারই দেখিতে পাই।

রাম। কি কারণে যে এই বালককে দেখিয়া অবধি অন্তরের সকল শোক বিস্মৃত হইয়া একেবারে স্নেহরসে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা "স্নেহ যে কোন নিমিত্ত-সাপেক্ষ" এ কথা নিতান্তই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, কেন না আন্তরিক কোন গূঢ় রহস্য হইতেই স্নেহ সঞ্চারিত হইয়া একে অন্যকে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। বস্তুতঃ বাহ্য বস্তুর সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। দেখ না কি যে, আকাশে সূর্য্যের উদয়ে সরোবরের কমল কলিকা কেমন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, আবার চন্দ্রকিরণের সংস্পর্শে চন্দ্র-কান্তমণি কেমন বিগলিত হইতে থাকে?

লব। চন্দ্রকেতো! ইঁনি কে?

চন্দ্রকেতু। প্রিয় বয়স্য! ইহাকে পূজনীয় পিতৃদেব বলিয়া জানিবে।

লব। আপনি যখন আমাকে "প্রিয় বয়স্য" বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন ধর্ম্মতঃ ইঁনি আমারও তাত স্থানীয়

হইলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ একত্রে ইঁহারা চারি জন আপনার এ সম্বন্ধ-ভাজন রামায়ণে পাঠ করিয়াছি, অতএব একটু বিশেষ করিয়া না বলিলে ঠিক পরিচয় জানা যাইতেছে না।

চন্দ্রকেতু। ইঁনি জ্যেষ্ঠতাত।

লব। (উল্লাসের সহিত) কি বলিলেন! স্বয়ং রঘুনাথ? আমার আজ কি সুপ্রভাত যে এমন জনের দর্শনলাভ হইল! (সবিনয়ে) তাত! ভগবান্ বাল্মীকির শিষ্য এই লব আপনাকে অভিবাদন করিতেছে।

রাম। আয়ুষ্মন্! এস (আলিঙ্গন করিয়া) আর বিনয়ে আবশ্যকতা নাই আমাকে একবার দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ কর। আহা! এ কি স্পর্শ! যেন আমার শিরায় শিরায় আনন্দ-ধারা বহিয়া যাইতেছে!

লব (স্বগত) বিনা কারণেই ইঁনি আমাকে এত স্নেহ করিতে-ছেন, আর আমি কি না ইঁহারই বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া-ছিলাম! তাত! অজ্ঞলবের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হয়।

রাম। বৎস! কি অপরাধের ক্ষমাভিক্ষা করিতেছ?

চন্দ্রকেতু। যজ্ঞের অশ্বের অনুযাত্রিদলের মুখে আপনার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের ঘোষণা শুনিয়া এই দৃপ্ত বালক আপনার বীরত্বের পরিচয় দিতে গিয়াছিল বলিয়া।

রাম। ইহাতে দোষের কি আছে বল? এই বাহুবলই ত ক্ষত্রিয়কুলের ভূষণ! তেজস্বিজনের পক্ষে অন্যের গর্ব্বসূচক বাক্য অসহ্য হওয়াই ত স্বাভাবিক; কেননা প্রকৃতিই তাহাকে

এরূপ শিক্ষা দেয়। দেখ, দিনমণি যখন অবিশ্রান্ত উত্তাপে দগ্ধ করিতে থাকে, তখন সূর্য্যকান্ত মণি কি তাহাতে অভিভূত হইয়া তেজ উদ্গীরণ করে, না তেজ বর্ষণই তাহার প্রকৃতিগত স্বভাব?

চন্দ্রকেতু। এই বীর বালকে ঔদ্ধত্যও কেমন শোভা পায়! দেখুন না ইহার দিব্যাস্ত্রের প্রভাবে আমাদের সৈন্যদল একেবারে নিশ্চল ভাবে পড়িয়া আছে।

রাম। (দৃষ্টিপাত করিয়া) বৎস! লব অস্ত্র সংবরণ কর। আর চন্দ্রকেতু! তুমিও আমাদের এই অশক্ত যোদ্ধবর্গকে এ ভাবে লজ্জিত হইয়া থাকিতে দিও না।

লব। যে আজ্ঞা তাত! (অস্ত্র সংবরণ করণ)

চন্দ্রকেতু। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

রাম। বৎস! এ সকল অস্ত্র ত গুরুর উপদেশ ব্যতীত কেহ ব্যবহার করিতে জানে না, কেননা ইহাদের প্রয়োগের যে গূঢ় রহস্য রহিয়াছে। বেদরক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মাদি মহর্ষি-গণ বহু বৎসর কঠোর তপস্যার ফলে আপনাদের তপোময় তেজঃস্বরূপ এই সকল দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। তদনন্তর ইহাদের ব্যবহারোপযোগী মন্ত্র সকল ভগবান্ কৃশাশ্ব আপনার বহুকালের শিষ্য বিশ্বামিত্রকে শিক্ষা দেন। এই মুনিবর আবার তাঁহার শিষ্য পরম্পরা ক্রমে আমাকে সে রহস্যের অধিকারী করেন। তাই জিজ্ঞাসা করি, তুমি কোন্ সূত্রে এ সকল নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে, বল।

লব। আমাদিগের উভয়ের নিকট ইহা স্বতই প্রকাশিত হইয়াছিল।

রাম। ইহাতে মনে হয় যে, বিশেষ কোন পুণ্য-প্রভাবে তোমাদের এ প্রসাদ লাভ হইয়াছে। তা যাক্, একা তোমার কথা না বলিয়া দুজন বলিলে কেন ?

লব। আমরা যমজ দুই ভ্রাতা।

রাম। তোমার অন্য ভ্রাতার নাম ?

(নেপথ্যে)

"ওহে ভাণ্ডায়ান ! কি বলিলে আমাদের লবের সঙ্গে সম্রাট্-সৈন্যের সংগ্রাম" ? যদি তাই হয় তবে অদ্য হইতে "রাজা" শব্দ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাক্ এবং শস্ত্রবিদ্ ক্ষত্রিয়গণ সবংশে নির্বাণ প্রাপ্ত হউন।"

রাম। এ কে ? দেহ যেন ইন্দ্রনীলমণিতুল্য উজ্জ্বল শ্যাম কান্তি ধারণ করিয়াছে। ইহার সুমধুর কণ্ঠস্বর আমাকে আনন্দে এমনি পুলকিত করিয়া তুলিতেছে, যেন ঘননাল মেঘের মন্দ্রধ্বনি শ্রবণে কদম্বতরুতে মুকুল দেখা দিতেছে।

লব। উনি আমার সহোদর আর্য্য কুশ, ভরত মুনির আশ্রম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

রাম। (সকৌতুকে) বৎস ! একবার উহাকে এদিকে ডাক না ?

লব। তা অবশ্য ডাকিব। (গমন)

(কুশের প্রবেশ।)

কুশ। (সানন্দে ধনুক যোজনা করিয়া) আদিত্যবংশের আদি পুরুষ সেই ভগবান্ বৈবস্বত হইতে আরম্ভ করিয়া পূজ্যপাদ মনু অবধি রঘুকুলের যে সকল নৃপতি আপনাদের বীর্য্যবলে দোর্দ্দণ্ড অসুরকুলের সমূলে বিনাশ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত অভয় দান করিয়াছিলেন, আজ যদি সেই প্রখ্যাত বংশের রাজেন্দ্রবর্গের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে, তবে দীপ্ত প্রভায়গ্নিত অস্মার এই শরাসন ধারণ সার্থক মনে করিতেছি।

(সম্মুখে আসা।)

রাম। এই বালকের কি অসাধারণ বিক্রম! কিছুতেই যেন ভ্রূক্ষেপ নাই। দেখ তাবৎ ত্রিভুবনের পরাক্রমকেও অগ্রাহ্য করিয়া বীরগর্ব্বিত পাদবিক্ষেপে ধরণীকে যেন লজ্জানত করিয়া অবহেলায় চলিয়াছে। এই কিশোর বয়সেই ইহাতে এই অদ্রিসমান সারবত্তা দেখিয়া ভাবিতেছি এ কি মূর্ত্তিমান্ বীর রস, না ইহা ক্ষত্রধর্ম্মোচিত প্রচণ্ড ঔদ্ধত্যের নিদর্শন?

লব। (নিকটে আসিয়া) আর্য্যের জয় হউক।

কুশ। আয়ুষ্মন্ "যুদ্ধ ব্যাপার" বলিয়া কি একটা কথা রটিয়াছে শুনিলাম?

লব। হাঁ! কিন্তু বিশেষ কিছু নয়। একটু সূচনা মাত্র হইয়াছিল। তা যাক্ এখন বীরের ভাব পরিত্যাগ করিয়া বিনয় অবলম্বন করাই উচিত হইবে, আর্য্য।

কুশ। এ কথা কেন বলিতেছ?

লব। ইনি যে স্বয়ং রঘুপতি সম্মুখে বর্ত্তমান। আমাদিগকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখেন। এতক্ষণ আপনার অপেক্ষায় বিশেষ উৎকণ্ঠা অনুভব করিতেছিলেন।

কুশ। (সতর্কভাবে) ওহো ইনি সেই রামায়ণের নায়ক বেদরত্নাগারের রক্ষিতা? ৮

লব। আজ্ঞে হাঁ।

কুশ। তিনি যে এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাঁহার পুণ্যদর্শন কার না প্রার্থনীয় বল? কিন্তু এমন মহাজনের সন্নিধানে যাইতে কোন্ আচার পদ্ধতি যে অবলম্বন করিতে হইবে, ইহ ত এখন সমস্যার বিষয়।

লব। কেন? গুরুর নিকটে যাইতে লোকে যে বিধি মানিয়া চলে, তাই।

কুশ। তা কেমন করিয়া হয়?

লব। আর্য্য! উর্ম্মিলার পুত্র সেই উদারচেতা চন্দ্রকেতু যখন আমাকে "প্রিয় বয়স্য" বলিয়া সম্বোধন করিয়া আত্মীয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন সেই সম্বন্ধে এই রাজর্ষি আমাদের ধর্ম্মতাত বটে ত?

কুশ। এ হেন জনের সম্মুখে ক্ষত্রিয়-সন্তানেরও মস্তক আনত করা দূষনীয় হইবে না।

লব। আর্য্য! ইঁহার সৌম্য মূর্ত্তিতেই মনুষ্য-চরিত্রের সকল উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। দেখুন।)

কুশ। (চাহিয়া) তাইত কি আশ্চর্য্য, যেন দয়ার অবতার আর কিই বা পুণ্যের প্রভাব, বলিহারি যাই! ফলতঃ ইঁহার চরিত্র-বর্ণনায়, রামায়ণের কবি যে বাগ্‌দেবীকে বিশ্লেষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই সার্থক হইয়াছে। (নিকটে আসিয়া) তাত! বাল্মীকির শিষ্য এই কুশ আপনাকে অভিবাদন করিতেছে।

রাম। এসো বৎস! এসো এসো। তোমার এই অমৃতময় অঙ্গের আলিঙ্গনের আশায় আমি বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি। (আলিঙ্গন পূর্ব্বক) এ কি! যেন আমারই সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্নেহ-ধারা নিঃসৃত হইয়া এই কুমারের দেহরূপে পরিণত হইয়াছে। আবার আমারই চেতনা-ধাতু প্রাণরূপে বহির্গত হইয়া ইহাকে সজীব রাখিয়াছে! এখন যে ইহার গাত্রসংস্পর্শে অন্তরে এই সুখস্রোত বহিয়া যাইতেছে, তাহাতেই মনে হইতেছে, বুঝি বা হৃদয়ের প্রভূত আনন্দ হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল।

লব। তাত! ভানুকিরণ ক্রমশই খরতর বোধ হই-তেছে, অতএব এই সালতরুর সুশীতল ছায়ায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন, এই নিবেদন।

রাম। বৎস! তোমাদের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করিব।

(সকলের প্রস্থান ও উপবেশন)

রাম। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এই কুশ আর লব, দুই জনেরই আচার ব্যবহার অতি বিনীত ভাবাপন্ন হইলেও যেন সাম্রাজ্য-শাসন-সংরক্ষণের উপযোগী গুণ সকলও ইহাদের

মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে এরূপ মনে হয়। উভয়ের আকৃতি-গত মাধুর্য্যই বা কত? দেখ না, শরীররক্ষার জন্য কোনই যত্ন নাই, অথচ দেহের কান্তি যেন উজ্জ্বল মণির মত আভাযুক্ত, এবং প্রস্ফুটিত পদ্মের সৌরভে যেন ইহাদের গাত্র সুবাসিত। কি বলিব, রঘুকুলের কুমারদিগের দৈহিক সৌসাদৃশ্য যেন ইহা-দিগেতে লক্ষ্য করিতেছি—সেই তেমনি সুচিক্কণ শ্যামল বর্ণ, স্কন্ধদ্বয় সেইরূপই বৃষের ন্যায় উন্নত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল তেমনি সুঠামে গঠিত, দৃষ্টিও সেইরূপ প্রশান্ত সিংহশাবকের মত তেজঃপূর্ণ অথচ অচঞ্চল, কণ্ঠের স্বরেও যেন মৃদঙ্গের মধুর-গম্ভীর ধ্বনি মিশ্রিত রহিয়াছে। (সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করিয়া) ওহে! ইহারা উভয়ে যে কেবল আমাদিগের বংশেরই লক্ষণাক্রান্ত এরূপ নয়! জনকদুহিতারও সামঞ্জস্য ইহাদিগেতে বর্ত্তমান, একটু নিপুণ ভাবে নিরীক্ষণ করিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। আমার ত বোধ হইতেছে যেন আমার প্রাণপ্রিয়ারই সেই মোহন মুখচ্ছবি আমার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। তাই মুক্তাখচিত শুভ্র দন্তের দণ্ডফলকে ওষ্ঠাধরের কেমন শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে, কর্ণ দুইটীও সেই ছাঁচেই গড়া, নয়নের এই নীল-লোহিতাভা যদিচ স্ত্রীজনোচিত সৌষ্ঠবের অনুকরণে হইতে পারে না, তথাপি ইহা বীরত্বের পরিচায়ক বলিয়া সৌভাগ্যই সূচনা করিতেছে।

তাইত! এই না সেই বনরাজি—যেখানে মহর্ষি বাল্মীকি বাস করেন। এই অরণ্যেই ত আমার প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ

করিয়া লক্ষ্মণ চলিয়া আসিয়াছিল। এই বালক দুইটীর আকৃতিতেও কেমন আমাদিগের বংশের সমুদায় লক্ষণ দেখা যাইতেছে, আবার জৃম্ভকাস্ত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে যে উত্তর পাইলাম, উঁহাদিগের নিকট এ অস্ত্র স্বতই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতেই সন্দেহ করি, তবে কি চিত্রদর্শনের সময়ে জানকীকে যে বলিয়াছিলাম "এ সকল দিব্যাস্ত্র আমাদিগের সন্তানে বর্ত্তিবে" তাই কি হইল? নয় ত পূর্ব্বে কখনও ত শুনি নাই যে গুরুর মন্ত্রবল ব্যতীত কেহ এ অস্ত্র লাভ করিয়াছেন। তারপর ইহাদিগের দর্শনাবধি আমার অন্তরে সহসা এ অস্বাভাবিক স্নেহের সঞ্চার—বলিতে কি আমিই সর্ব্বপ্রথমে তখন লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে সীতাদেবী যমজ সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। কেননা, দীর্ঘকাল একত্র বাসের ফলে হৃদয়ে যে প্রগাঢ় প্রেম জন্মিয়াছিল, তাহারই প্রসাদে যখন আমি বিজনে বসিয়া আমার সেই সুলোচনার ব্রীড়াজড় সেই সরস অঙ্গে অনুরাগ ভরে কর সঞ্চালন করিতাম, তখনই আমার কাছে সে রহস্য ভেদ হইয়া যাইত। তাহার বহুদিন পরে সীতাদেবী স্বয়ং তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। (রোদন করিতে করিতে) তবে কি একবার ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব, কি উত্তর দেয়?

লব। তাত! আপনার এ ভাব দেখি কেন? আহা! চক্ষে অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে, আর অমনি যেন শ্রীমুখে নীহারসিক্ত নীলোৎপলের মাধুর্য্য প্রতিফলিত হইতেছে।

কুশ। বৎস লব! সীতা দেবী বিনা রঘুপতির কি দুঃখের

আর পারাপার আছে? দেখ প্রিয়জনের অভাবে জগৎ এমনি অরণ্যময় বোধ হয়। একেত তিনি স্বভাবতঃ পরম প্রেমিক পুরুষ, তাহাতে এই দীর্ঘ বিরহ! তবে আবার জিজ্ঞাসা কর "এ ভাব দেখি কেন?" যেন কোন কালে রামায়ণ পড়া হয় নাই, তাই মূর্খের মত প্রশ্ন করিতেছে!

রাম। তাইত! ইহাদের কথাতেই স্পষ্ট জানা গেল যে, ইহারা আপন পরিচয় বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, তবে আর বৃথা বাক্যব্যয় করা কেন? হে দগ্ধহৃদয়! কেন অকস্মাৎ তোমার এই বিকার উপস্থিত? আর কি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবে না? অবশেষে কি না শিশু জনের কৃপাপাত্র হইলাম! থাক্ আর নয়! এবার অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপনে মনের এ ভাব দূর করিতে হইবে। (প্রকাশ্যে) বৎস! শুনিয়াছি, ভগবান্ বাল্মীকি রামায়ণ-নামক কাব্যে রঘুবংশের চরিত্র বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; তাহা শুনিতে বড়ই কৌতুহল জন্মিয়াছে।

কুশ। হাঁ, সে কাব্য আদ্যোপান্তই আমাদের অভ্যস্ত আছে। সম্প্রতি বালচরিতের শেষ অধ্যায়ের দুইটী শ্লোক মনে পড়িল।

রাম। একবার শ্লোক দুইটী শোনাইবে কি?

কুশ। যে আজ্ঞে, তবে শুনুন।

"সীতা দেবী স্বভাবতই মহাত্মা রামের বড় প্রেয়সী ছিলেন। তারপর যে, সে প্রেমের এত বিকাশ হইয়াছিল, তাহা অবশ্য রঘুনাথের নিজ গুণে। অন্যদিকে আবার জনকতনয়াও রাম-

চন্দ্রকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক মনে করিতেন। এরূপ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতিযোগ আপন আপন অন্তরই জানিতে পারে।

রাম। হা দেবি! তখন সেই কৈশোরে আমাদের এমনই প্রণয় ছিল, আর দেখ এমন দৈব দুর্বিপাকে এখন কি দশান্তর ঘটিয়াছে! কেই বা লইল সেই প্রেমের পূর্ণতার বিপুল আনন্দ! কোথায়ই বা গেল সেই একের অন্যের প্রতি অনন্যসাধারণ আন্তরিক যত্ন! এখন আর আমাদের নিত্য নব নব ভাবের নব নব লীলা উৎসবই বা কে ঘটায়! বা সেই সুখে দুঃখে সর্ব্বভাবে হৃদয়ের ঐক্যবন্ধনই বা পাই কোথায়? যদি সবই শেষ হইয়াছে, তবে এ পাপদেহে প্রাণপাখী কেন এখনও বাসা বাঁধিয়া আছে, বুঝিতে পারি না।

এখন ক্ষোভ এই যে, যে কালের মাহাত্ম্যে সেই সরলা বালিকার অপরিস্ফুট দেহ মনের এককালীন বিকাশ হইয়া বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল! এখন সে অতীতের স্মৃতিও আমার ক্লেশদায়ক, অথচ সে চিন্তা ছাড়ি, সে শক্তিও আমাতে নাই। আহা! যখন যৌবন-উন্মেষে আমার তনু-মধ্যার দেহযষ্টি ক্রমশঃ পুষ্টি লাভ করিতেছিল এবং তৎসঙ্গে অন্তরে এক অভিনব স্নেহরস সঞ্চারিত হইয়া, তাহার চিত্তকে যতই চাতুর্য্যময় করিয়া তুলিতেছিল, বাহিরে আবার সেই লোভনীয় ললিত অঙ্গকে যেন ততই লজ্জাজড় করিয়া রাখিতেছিল!

কুশ। আবার চিত্রকূটে এবং মন্দাকিনীর তীরে বিহারকালে সীতাদেবীর উদ্দেশ্যে রঘুপতির কি উক্তি শুমুন—"প্রিয়ে! এই যে সম্মুখে শিলাখণ্ড দেখিতেছ, ইহা যেন তোমার আসনের অভাব মোচনের জন্যই এই ভাবে পড়িয়া আছে। দেখ দেখ, ইহার চারিদিকে আবার কেমন বকুল ফুলের বৃষ্টি হইয়া সুবাসে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে!"

রাম। (সলজ্জভাবে ঈষৎ হাস্য করিয়া) অহো! শিশুদের সরলতা বলিহারি যাই! বিশেষ বনবাসীদের ত কথাই নাই।' হা জানকি! সে সময়ে উৎফুল্ল-চিত্তে, স্বচ্ছন্দে আমরা যে আনন্দ করিয়া বেড়াইতাম, এখন তোমার সে সকল স্থানের সে সকল স্মরণ হয় কি? আহা! প্রেমের বিবিধ বিচিত্র লীলা খেলায় প্রেমময়ী আমার, যখন বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িতেন, আর সেই ইন্দুবদনে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিয়া সে ক্লান্তির উপশম করিয়া দিত, আবার সেই মন্দাকিনীর মৃদুমন্দ বায়ু-হিল্লোলে তাঁহার মুক্ত কেশদাম উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আসিয়া সেই ললিত ললাটের লাবণ্য-ছটা লুকাইয়া রাখিত, আর কুঙ্কুমের কৃত্রিম রাগশূন্য রক্তিমায় সেই নবনীত-কোমল কপোলযুগল আরক্ত আভা ধারণ করিত, তখন সে সুমুখীর শোভন কর্ণমূলে আভরণ বিনাই বা কি অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিত! (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কাতর ভাবে) অথবা প্রাণের বড় প্রিয়জনের বিয়োগে কোনই সান্ত্বনা নাই, একথা আর ত স্বীকার করিতে পারি না; কেনমা দিবানিশি একের ধ্যান ধারণায় সেই অদৃশ্য বস্তুও যেন আকারে পরিণত হইয়া

সতত সম্মুখে বিরাজমান থাকে। তাই বলি, যখন আমরা এই কল্পনার চক্ষুকে হারাই, তখনই বাস্তব অন্ধ হইয়া, এই জগৎ সংসারকে অরণ্যময় মনে করি। আর হৃদয়ও সে কারণে তুষের আগুণে দগ্ধ হইতে থাকে।

(নেপথ্যে)।

"শিশুদের মধ্যে সহসা বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া অমঙ্গল আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া সেই সুদূর আশ্রম হইতে, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, দশরথের মহিষী এবং জনক অরুন্ধতীকে সঙ্গে লইয়া মনের আবেগে এ হেন জরাগ্রস্ত শরীরে অতি কষ্টে ধীরপাদ-বিক্ষেপে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া এস্থানে আগমন করিতেছেন।"

রাম। এ কি শুনি? ভগবান্ বশিষ্ঠ, ভগবতী অরুন্ধতী, জননী কৌশল্যা, এমন কি রাজর্ষি জনক পর্য্যন্ত আসিতেছেন? উঃ আর ত সহ্য হয় না। কেমন করিয়াই বা ইঁহাদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব? (চারিদিকে চাহিয়া)

তাইত! তাত জনকের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণে যেন আমার মস্তকে বজ্রপাত হইল, এখন আমি হতভাগ্য করি কি? সেই তখন সন্তানদের বিবাহ উৎসবে উভয় পক্ষের বংশমর্য্যাদার গৌরব স্মরণ পূর্ব্বক আমাদিগের কুলগুরু বশিষ্ঠ, পূজনীয় শ্বশুর এবং পিতৃদেবের সৌহার্দ্দ দেখিয়া কত আনন্দিত হইয়াছিলেন। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম! আজ এই দুর্দ্দিনে সেই সকল মহানুভবের সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া কেন সহস্র ভাগে বিদীর্ণ

হইতেছি না? অথবা নৃশংস রামের পক্ষে অসহনীয় এমন কি নিদারুণ ব্যাপার সংসারে ঘটিতে পারে?

(নেপথ্যে)।

"আহা! অকস্মাৎ অদ্য সেই সৌম্য সুন্দর রঘুনন্দনের দেহ মনের এহেন শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া প্রথমে জনক যখন চৈতন্য-হারা হইলেন, তখন বহু যত্নে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার মাতৃগণ শোকে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন।"

রাম। হা তাত! হা মাতৃগণ! হা জনক! যে পাষণ্ড, রঘুকুলের এবং জনকবংশের, সর্ব্বমঙ্গল-স্বরূপিণী সেই সতীসাধ্বী স্বীয় বধূর প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছে, সে নরাধম কি আপনাদের এত স্নেহভাজন হইতে পারে? যাক্ এখন তাঁহাদের শ্রীচরণ দর্শন করিতেই হইবে।

(উত্থান)।

কুশ, লব। তাত! এই দিকে আসুন। (সকলের প্রস্থান।)

সপ্তম অঙ্ক।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। অদ্য কিনা ভগবান্ বাল্মীকির আজ্ঞাক্রমে রাজ্যের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় পুরবাসী সকলে, দেবাসুরগণ ও স্থাবর জঙ্গমের তাবৎ প্রাণিপুঞ্জের সহিত একত্র সমবেত হইয়া স্ব স্ব প্রভাবানুরূপ আসন পরিগ্রহ করিতে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। অতএব আমার প্রতি আর্য্যের আদেশ "যখন মুনিবরের নির্দ্দেশ মত আমরাও অপ্সরাগণের অভিনয় দর্শন করিতে বিশেষভাবে আহূত হইয়াছি, তখন ভাগীরথীর মনোজ্ঞ তীরভূমিতে গিয়া একবার সামাজিকদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া আইস।" তদনুরূপ সকলেরই যথোচিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এখন আর্য্যও এই দিকেই আসিতেছেন। যা হউক, রাজ্য মধ্যে বাস করিয়াও যিনি এতদিন আশ্রমের ক্লেশসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আছেন, অদ্য কেবল মুনিবরের আদেশ 'প্রতিপালনের নিমিত্তই' এই আনন্দ উৎসবে তাঁহার আগমন হইল।

(রামের প্রবেশ।)

রাম। বৎস লক্ষ্মণ! অভ্যাগত সভ্যগণ সকলেই স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিয়াছেন ত?

লক্ষ্মণ। আজ্ঞে হাঁ।

রাম। তারপর এই কুশ লবের উপবেশনের স্থান চন্দ্র কেতুরই সমতুল্য হওয়া উচিত মনে করি।

লক্ষ্মণ। তাহাই করা হইয়াছে। কেননা ইহাদের প্রতি প্রভুর অপরিসীম বাৎসল্য দেখিয়া আর তাঁহা হইতে এ অনুমতি গ্রহণের অপেক্ষা রাখি নাই। যাক্ এদিকে রাজ আসন নিভৃত আছে, আর্য্যের উপবেশন এখন প্রার্থনীয়। (রামের উপবেশন।)

লক্ষ্মণ। ওহে! এখন অভিনয় আরম্ভ করা হউক।

(প্রবেশ করিয়া।)

সূত্রধার। ভগবান্ বাল্মীকির আদেশ যে, যদি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া পুণ্য চরিত্র বর্ণনায়, করুণরস-মিশ্রিত অদ্ভুত কিছু প্রণয়ন করিতে সফল-যত্ন হইয়া থাকি, তবে অবধান পূর্ব্বক যাহাতে সকলে শ্রবণ করেন, এই বাসনা।

রাম। ঋষিগণ সম্বন্ধে সকলেই এরূপ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা অলৌকিক পুণ্য-প্রভাবে বস্তুতত্ত্বের ত্রিকালজ্ঞ হইয়া আছেন, এবং তাঁহাদিগের 'এই সত্যসুন্দর ধীশক্তি, দেশ কাল বিষয় নির্ব্বিশেষে সম্পূর্ণ অপ্রতিহত ও অখণ্ডনীয়। অতএব তাঁহাদিগের অন্তকার এই মনস্কামনা সিদ্ধি বিষয়ে কোন প্রতি-বন্ধক ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কাই এস্থলে অসম্ভব।

(নেপথ্যে)

'হা আর্য্যপুত্র! হা কুমার লক্ষ্মণ! আমি হতভাগিনী এই ঘোর অরণ্যে একাকিনী নিঃসহায় ভাবে দুঃসহ প্রসব-বেদনায় কাতর হইয়া পড়িয়াছি, আর চতুর্দ্দিকে হিংস্র জন্তু সকল আমাকে গ্রাস করিবার জন্য ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এখন করি কি? এই ভাগীরথী-বক্ষে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াই সকল জ্বালা জুড়াই।'

লক্ষ্মণ। (আত্মগত) আবার একি নূতন অনর্থ-ঘটন!

সূত্রধার। বিশ্বের যিনি পালনকর্ত্রী, তাঁহারই আত্মজা এই দেবী যখন মহারাজ কর্ত্তৃক মহারণ্যে পরিত্যক্ত হইলেন, তখন প্রসব-বেদনার অসহ্য কষ্ট হইতে আপনাকে নিষ্কৃতি দিবার জন্যে গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

(নিষ্ক্রান্ত)

রাম। হা দেবি! হা সীতে! লক্ষ্মণ ইহাকে রক্ষা কর রক্ষা কর।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! এ যে অভিনয়!

রাম। হা দেবি! দণ্ডকারণ্য-বাসপ্রিয়সখি! রাম হইতে তোমার এই দুর্দ্দশা কপালে লেখা ছিল!

লক্ষ্মণ। আর্য্য! অতঃপর ঘটনা অভিনীত হইতেছে, অব-লোকন করুন।

রাম। তাইত! এ বজ্রকঠিন হৃদয়ের আবার কাতরতা কি, এখন তবে বুক বাঁধিয়া দৃঢ় হইয়া বসিলাম।

(একদিকে পৃথিবী অন্তদিকে ভাগীরথীকে অবলম্বন পূর্ব্বক সীতার প্রবেশ)
(দেবীদ্বয়ের ক্রোড়ে নবপ্রসূত শিশু-যুগল)

রাম। বৎস লক্ষ্মণ! আমি যেন আকস্মিক অজ্ঞাত কোন গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইতেছি, আমাকে ধর।

দেবীদ্বয়। হে কল্যাণি! আশ্বস্ত হও, চাহিয়া দেখ তুমি যে রঘুবংশের দুই সুকুমার রাজপুত্রের জননী হইয়াছ।

সীতা। (আশ্বস্তভাবে) ভাগ্যে ইহাদের জন্মলাভ হইয়াছে। হা আর্য্যপুত্র! (মূর্চ্ছিত হওয়া)

লক্ষ্মণ। (রামের পদতলে পড়িয়া) আর্য্য! এইবার রঘুকুলের প্রতিষ্ঠা বদ্ধমূল হইল! এই দুই শিশু আপনারই সন্তান। অহো! আজ হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। (চাহিয়া) এ কি হইল! অজস্র অশ্রুপাতে আর্য্য যে একেবারে অচেতনপ্রায়।

পৃথ্বী। বৎসে! ধৈর্য্য ধারণ কর! আকুল হইও না।

সীতা। (চাহিয়া) ভগবতি! আপনি কে? আর ইনিই বা কে?

পৃথ্বী। ইঁনি তোমার শ্বশুর কুলের দেবতা ভাগীরথী।

সীতা। ভগবতি! আপনাকে অভিবাদন করি।

ভাগীরথী। সচ্চরিত্রের মহিমা বলে যতবিধ পুণ্য সঞ্চিত হইতে পারে, তুমি তৎসমুদয় একত্র অর্জ্জন কর, এই আশীর্ব্বাদ করি।

লক্ষ্মণ। আপনার শুভাশীর্ব্বাদে আমরা অনুগৃহীত হইলাম।

ভাগীরথী। ইনি তোমার জননী বসুন্ধরা।

সীতা। মাগো! আজ তুমি দুহিতার এই দুর্দ্দশা দেখিতে আসিয়াছ!

পৃথ্বী। এস আমার চিরদুঃখিনী এস (আলিঙ্গন ও মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ। (আনন্দিত মনে) ভাগ্যে দেবী ভাগীরথী আর পৃথিবী আর্য্যাকে সংরক্ষণ করিলেন!

রাম। (চাহিয়া) এ যে আরও হৃদয়বিদারক দৃশ্য!

ভাগীরথী। আহা! যিনি তাবৎ সংসারকে ভরণপোষণ করিয়া থাকেন, আজ কিনা সেই বিশ্বম্ভরা সামান্য অপত্যস্নেহে অভিভূত হইয়া পড়িলেন! অথবা জীবমাত্রেই এই মায়া-বন্ধনে আবদ্ধ। এ বন্ধন ছিন্ন করে কার সাধ্য। বৎসে বৈদেহি! দেবি ধরিত্রি! ধৈর্য্য ধারণ কর।

পৃথ্বী। জানকীর জন্মদায়িনীর আবার সান্ত্বনা কি আছে দেবি! প্রথমেই ত ইহাকে লইয়া রাক্ষসগণ সহ সেই সকল ব্যাপার তারপর আবার এই ভাবে নির্ব্বাসন! মায়ের প্রাণে কতইবা সহ্য হয়? বলুন।

ভাগীরথী। সর্ব্বশক্তিমান্ বিধাতার বিধান কে খণ্ডন করিবে?

পৃথ্বী। দেবীর উপযুক্ত উক্তিই বটে! রামভদ্রের আচরণ দেখিয়া একথা বলাই সঙ্গত মনে করি। বাল্যকালে মহা-সমারোহে বিধিমত যে পাণিগ্রহণ করা হইয়াছিল, একবার কি সে কথা স্মরণ করিলেন? বা অগ্নিপরীক্ষায় যে চরিত্রের জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই গ্রাহ্য করিলেন? না, আমার মর্য্যাদা, না জনকের সম্মানরক্ষায় বা স্বামিসহ বনগমনে

আমাদের পুত্রীর নিঃস্বার্থ প্রেমের কষ্ট সাধনায়, অথবা একাকিনী ইহাকে ঘোর অরণ্যে ত্যাগ কালে ইহার শারীরিক অবস্থার প্রতি কিছুতেই কি ভ্রূক্ষেপ করিলেন ?

সীতা। তাইত আর্য্যপুত্রকে আমার কথা স্মরণ করান হইতেছে ?

পৃথ্বী। আঃ কে তোমার আর্য্যপুত্র !

সীতা। (লজ্জিতভাবে) মাতঃ ! ঠিকই বলিয়াছেন।

রাম। দেবি ! বসুন্ধরে ! সত্যই আমি আর আপনার কন্যার "আর্য্যপুত্র" সম্বোধনের যোগ্য নহি।

ভাগীরথী। ভগবতি ! প্রসন্ন হউন। আপনি সমগ্র জগতের অধিষ্ঠাত্রী অন্তর্দর্শিনী দেবতা হইয়া, নিতান্ত অবিবেচকের মত আপন জামাতার কার্য্যের ত্রুটী ধরিয়া কি কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন ? বলুন ! সেই সুদূর লঙ্কাদ্বীপে অগ্নি-পরীক্ষায় সীতার বিশুদ্ধির বিষয় কর্ণে মাত্র শুনিয়া এখানকার নীচ লোকেরা কিসে বিশ্বাস করিতে পারে, বলুন। কাজেই ঘোর অপবাদের কথা ক্রমেই রটিতে আরম্ভ হইল। এ দিকে আবার ইক্ষ্বাকুকুলের কুলধর্ম্মই যখন সর্ব্ব প্রযত্নে প্রজারঞ্জন করা, তখন এস্থলে রামভদ্রই বা করেন কি ? বিবেচনা করিয়া দেখুন।

লক্ষ্মণ। দেবতাগণ সকলেই সর্ব্বদর্শী বলিয়া ভুবনে বিদিত, তাহাতে আবার গঙ্গাদেবীর প্রতিষ্ঠা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। অতএব তাঁহাকে শত শত নমস্কার।

রাম। মাতঃ ভাগীরথবংশের প্রতি আপনি এমনই চির প্রসন্না হইয়া আছেন।

পৃথ্বী। বৎসে! এতাবৎ কাল বস্তুতই প্রসন্ন ছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি সন্তানের শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছি, নতুবা সীতার প্রতি রামচন্দ্রের যে কি অসীম স্নেহ তাহা কি আর জানি না? দৈবদুর্বিপাকে পড়িয়া তিনি সীতাকে নির্বাসিত করিয়া অবধি মর্ম্মপীড়ায় নিপীড়িত হইয়াও অসামান্য ধৈর্য্যবলে এবং রাজধর্ম্ম-প্রতিপালনের অক্ষয় পুণ্যফলে আজও দেহে জীবন ধারণ করিয়া আছেন।

রাম। গুরুজন স্বভাবতই সন্তানকে এমনই স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

সীতা। (রোদন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে) হে মাতঃ ধরণি! তোমার এই চিরদুঃখিনী দুহিতাকে জন্মের মত তোমার বক্ষে স্থান দান কর, এই প্রার্থনা।

রাম। অহঃ! এ ভিন্ন আর বলিবেনই বা কি!

ভাগীরথী। হে পুত্রি! এমত বলিও না। আরও শত শত বৎসর তুমি অবিলীনা থাক, এই আশীর্ব্বাদ করি।

পৃথ্বী। হে কল্যাণি এই শিশু দুইটীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার যে বিধাতা তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। তোমার কি মা! মৃত্যুকামনা উচিত হয়?

সীতা। আমি যে অনাথা, আমার আবার সন্তানের আবশ্যকতা কি আছে?

রাম। হে হৃদয়! তুমি বাস্তবিকই পাষাণে গঠিত, নয়ত এ সকল কাণে শুনিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইতেছ না!

ভাগীরথী। তোমার স্বামী দেবতা বর্ত্তমানে তুমি অনাথা হইবে কেমনে বল?

সীতা। আমার মত হতভাগিনীকে সনাথা বলিতে পারেন কি?

দেবীদ্বয়। তুমি যে তাবৎ জগতের কল্যাণরূপিণী, তোমায় কি আপনাকে এত অবহেলা করা সাজে! এমন কি তোমার সম্পর্কে আসিয়া আমাদের গৌরবও যে কত বাড়িয়া গেল, তা কি তুমি জান না?

লক্ষ্মণ। আর্য্য! ইঁহাদের মন্তব্য সকল শুনিলেন ত!

রাম। বৎস! আমার শোনায় কি হইবে বল! লোকে শুনুক এই চাই।

(নেপথ্যে কলকল)

রাম। অদ্ভুততর আরও কিছু ব্যাপার ঘটিবে নাকি?

সীতা। অন্তরীক্ষের সকল স্থান আলোকিত দেখি কেন?

দেবীদ্বয়। কৌশিক মুনি হইতে যে সকল দিব্যাস্ত্র গুরু-পরম্পরাক্রমে রামচন্দ্রে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিল, অদ্য এস্থানে সে সকল জৃম্ভকাস্ত্রের আবির্ভাব হইল যে!

(নেপথ্যে)

দেবি সীতে! আপনাকে নমস্কার। আলেখ্য দর্শনকালে দেব রঘুনন্দন যে বলিয়াছিলেন, আপনার সন্তানেরা দিব্যাস্ত্র

সকলের অধিকারী হইবে। এই আপনারই সন্তানযুগল এখানে উপস্থিত।

সীতা। অহো! অলৌকিক অস্ত্রের কি জ্বলন্ত জ্যোতিঃ?

রাম। হে আয়ুষ্মন্। তোমাদের পরমাস্ত্র সকলকে প্রণাম করি। বিনা আয়াসেই তোমরা ইহাদিগকে লাভ করিয়াছ জানিয়া আমরাও ধন্য হইলাম। সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাদিগের মঙ্গল কামনা করিতেছি। এক্ষণে আনন্দে ও বিস্ময়ে আত্মা একেবারে জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

দেবীদ্বয়। জানকি! যখন মহানুভব রামভদ্র হইতেই তোমার কুমারদ্বয়ের উৎপত্তি স্পষ্ট প্রমাণিত হইল, তখন আর তোমার দুঃখ করা উচিত হয় না।

সীতা। ভগবতি! এখন তবে ইহাদের ক্ষত্রধর্ম্মসংক্রান্ত সংস্কার সকল কাহা হইতে সম্পন্ন হইবে, তাহাই ভাবিতেছি।

রাম। কি পরিতাপের বিষয়! যিনি রঘুকুলের বংশধরগণকে গর্ভে ধারণ করিলেন, আজ সেই সীতা নিজেই জানেন না যে বশিষ্ঠাদি গুরুগণ তাঁহার পুত্রদিগের সংস্কর্ত্তা।

ভাগীরথী। হে পুত্রি! তোমার এই সকল চিন্তার আবশ্যকতা কি? স্তন্যত্যাগের পরেই ইহাদিগকে বাল্মীকির আশ্রমে লইয়া যাইব, তিনিই ইহাদিগের কুলোচিত ধর্ম্ম সংস্কার সকল সাধিত করিবেন। যেমন শতানন্দ আর বশিষ্ঠ জনকবংশের এবং রঘুবংশের কুলগুরু হন, তেমন মহর্ষি বাল্মীকিও আর একজন তোমাদের গুরু পুরোহিত জানিবে।

রাম। ভগবতীর এ অতি সদ্‌বিবেচনার কথা।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! এই বৎস লব ও কুশ যে আপনারই আত্মজ, ইহাতে আর কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। দেখুন, কেমন জন্মাবধি ইহারা জৃম্ভকাস্ত্র লাভ করিয়াছে এবং বাল্মীকি মুনি হইতে সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ হইয়া এক্ষণে দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে।

রাম। তাইত এতক্ষণ সংশয়ে পড়িয়া যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি।

পৃথিবী। এস বৎসে! এস! রসাতলকে পবিত্র কর এসে!

রাম। হায় প্রিয়ে! সত্যই কি লোকান্তরে গেলে?

সীতা। মাতঃ তোমার অঙ্গে আমাকে বিলীন কর। আর এ সংসারের দশা-বিপর্য্যয় সহ্য হয় না মা।

রাম। এখন মাতা কি উত্তর দেন দেখা যাক।

পৃথ্বী। বৎস! স্তন্য ত্যাগ পর্য্যন্ত এই শিশু দুইটাকে আমার নিকটে থাকিয়া লালন পালন কর। অতঃপর যেরূপ অভিরুচি করিও।

গঙ্গা। এ অতি উত্তম পরামর্শ (গঙ্গা পৃথ্বী ও সীতার প্রস্থান)

'এ কি হইল! বৈদিহী কি সত্য সত্যই অন্তর্ধান করিলেন? হায় দেবি! হা প্রিয়তমে! কোথায় গেলে।

(মূর্চ্ছিত হইয়া পড়া।)

লক্ষ্মণ। হে ভগবন্ বাল্মীকে! রক্ষা করুন রক্ষা করুন। আপনার কাব্যের অভিনয় প্রদর্শনের কি এই অভিপ্রায় ছিল?

(নেপথ্যে) "এখন গীতবাদ্য বন্ধ করা হউক। ওহে মর্ত্ত্যলোকের স্থাবর জঙ্গম প্রাণিসকল! একবার তোমরা চাহিয়া দেখ, ভগবান্ বাল্মীকি আরো কি অলৌকিক ঘটনা ঘটান।"

লক্ষ্মণ। (চাহিয়া) এ কি দেখিতেছি! যেন দেবর্ষিগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া মন্থন পূর্ব্বক মন্দাকিনী-বক্ষ ক্ষোভিত করিয়া তুলিয়াছেন। আর আমাদের আর্য্যা, দেবী ভাগীরথী ও পৃথ্বী সহ সে পুণ্য-সলিল হইতে উত্থিত হইতেছেন! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কি মনোহর দৃশ্য?

(আবার নেপথ্যে) "দেবি অরুন্ধতি! অদ্য আপনাদের পুণ্যবতী সতী সাধ্বী বধূকে আপনার করে সমর্পণ করিতেছি। আমরা ভাগীরথী বসুন্ধরা উভয়েই জগজ্জনের বন্দনীয়া, অতএব আমাদিগকে ভজনায় পরিতুষ্ট করুন।

লক্ষ্মণ। কি দৈব ঘটনা! আর্য্য! একবার নিরীক্ষণ করুন। এ কি? এখন ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া আছেন।

(অরুন্ধতী ও সীতার প্রবেশ)

অরুন্ধতী। বৎসে বৈদিহি! সত্বর হও এক্ষণে সলজ্জভাব ত্যাগ করিয়া একবার তোমার সেই সুখস্পর্শ সুকোমল কর সঞ্চালনে রামভদ্রের জীবন সঞ্চার কর।

সীতা। (ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া স্পর্শ করিয়া) আর্য্যপুত্র! মনঃসংযত করুন।

রাম। (সানন্দে) এ কি দেখি! তাইত! দেবী অরুন্ধতী,

শান্তা সমেত ঋষ্যশৃঙ্গ এবং আর আর গুরুজন সকলেই যে মহা হৃষ্টচিত্তে এস্থানে বর্ত্তমান।

অরুন্ধতী। বৎস! ইনি তোমাদের গৃহদেবতা ভগবতী ভাগীরথী অদ্য তোমার প্রতি বড়ই প্রসন্ন হইয়াছেন।

ভাগীরথী। হে জগৎপতে রামভদ্র! সেই আলেখ্য দর্শন কালে যে আমাকে বলিয়াছিলেন "মাতা আপনি দেবী অরুন্ধতীর মত সততই আপনার পুত্রবধূ সীতার শুভ কামনা করুন এই প্রার্থনা" সে কথা স্মরণ আছে কি? আজ সে অনুরোধ রক্ষা করিয়া ঋণমুক্ত হইলাম মনে করিতেছি।

অরুন্ধতী। ইঁনি আপনার শ্বশ্রূ ভগবতী বসুন্ধরা।

পৃথ্বী। আর সীতা নির্ব্বাসন-সময়ে যে অনুরোধ করা হইয়াছিল "ভগবতী বসুন্ধরে! আপনার গৌরবের ধন কন্যারত্নকে এইবার সংরক্ষণ করুন" এক্ষণে ইহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আপনার আদেশ পালনের সার্থকতা অনুভব করিতেছি।

রাম। এমন যে নরাধম কৃতঘ্ন তাহার প্রতিও আপনাদের এই অপরিসীম স্নেহ দেখিয়া লজ্জিত হইতেছি।

অরুন্ধতী। হে পৌরজন সকল! যাঁহাকে ভগবতী জাহ্নবী ও পৃথিবী সম্পূর্ণ শুদ্ধচরিত্রা বলিয়া জানেন এবং ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ বৈশ্বানর যাঁহার পুণ্য চরিত্রের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। দেবগণ এবং স্বয়ং প্রজাপতি কর্ত্তৃক যিনি পূজিত হইয়া থাকেন, তোমাদের সেই রঘুকুলবধূ সীতা দেবী অদ্য

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক পুনরায় গৃহীত হইবেন। অতএব এ বিষয়ে তোমাদের মন্তব্য জানিতে বাসনা।

লক্ষ্মণ। আর্য্যা অরুন্ধতীর এ হেন সুনিপুণ ভর্ৎসনাবাক্যে লজ্জিত হইয়া প্রজাগণ এবং প্রাণি-সমূহ সকলে অবনত মস্তকে দেবীকে নমস্কার পূর্ব্বক তাহাদের সম্মতি জানাইতেছে। আবার সপ্তর্ষিগণ লোকপাল দিগের সঙ্গে একত্র হইয়া পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

অরুন্ধতী। হে জগৎপতি রামভদ্র! এক্ষণে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির পুণ্য আদর্শ-স্বরূপ এই আপনার প্রিয়তমা সহচারিণী সহ পবিত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

সীতা। (স্বগত) সীতার দুঃখ মোচন করিতে আর্য্যপুত্র ভিন্ন আর কে জানে?

রাম। ভগবতীর আদেশ শিরোধার্য্য।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আমরা কৃতার্থ হইলাম।

সীতা। আমার মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চারিত হইল!

লক্ষ্মণ। আর্য্যে জানকি! এই নির্লজ্জ লক্ষণের প্রণাম গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়।

সীতা। বৎস! চিরজীবী হও।

অরুন্ধতী। ভগবান্ বাল্মীকে! সীতার সন্তান কুশলবকে রামচন্দ্রের সমীপে আনয়ন করিয়া সকলকে কৃতার্থ করুন।

প্রস্থান।

রাম ও লক্ষণ। আমরা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, ভাগ্য ক্রমে বাস্তবে তাহাই হইল।

সীতা। (অশ্রুপূর্ণ নয়নে) আমার পুত্রেরা কোথায়?

(বাল্মীকি সঙ্গে কুশ ও লবের প্রবেশ)

বাল্মীকি। বৎস! কুশলব ইঁনি তোমাদের পিতা রঘুপতি, উনি কনিষ্ঠ তাত লক্ষণ, সম্মুখেই জননী সীতা দেবী এবং মাতামহ রাজর্ষি জনক উপস্থিত।

সীতা। (হর্ষজড়িত নেত্রে চাহিয়া) তাইত! আমার পিতৃ-দেবকে দেখিতেছি যে!

কুশলব। আমাদের পরমারাধ্য পিতা, পূজনীয়া মাতা এবং পূজ্যপাদ মাতামহ সকলেই যে আসিয়াছেন।

রাম। (পুত্রদ্বয়কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্যফলেই অদ্য তোমাদিগকে লাভ করিলাম।

সীতা। বৎস কুশ! বৎস লব! একবার নিকটে আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর। তোমাদের জন্যই আমার জন্মান্তর হইতে পুনরাগমন।

কুশ ও লব। (আলিঙ্গন করিয়া) মাতা! আজ আমাদের জন্ম সার্থক হইল!

সীতা। ভগবান্! আপনাকে প্রণাম করি।

বাল্মীকি। আয়ুষ্মতি! অনন্ত কাল এই সৌভাগ্য সম্পদ্ উপভোগ কর, এই আশীর্ব্বাদ করি।

সীতা। আজ আমার কি সুদিন? একত্র পিতা, কুলগুরু,

স্বামী সহ আর্য্যা শান্তা স্বয়ং আর্য্যপুত্র, সঙ্গে দেবর লক্ষ্মণ, এমন কি আমার কুশ লব ও উপস্থিত।

(নেপথ্যে কল কল ধ্বনি।)

বাল্মীকি। (উত্থান পূর্ব্বক চাহিয়া) এই যে! লবণ দৈত্যকে বধ করিয়া মথুরাপুরীর অধীশ্বর শত্রুঘ্ন এই দিকেই আসিতেছেন।

লক্ষ্মণ। শুভই শুভ ঘটায়।

রাম। এ সকল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও যেন প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছিনা।

বাল্মীকি। রামভদ্র! অতঃপর আমা হইতে আপনার আর কি প্রিয় কার্য্য সাধিত হইতে পারে জানিতে বাসনা।

রাম। ইহা অপেক্ষা ও শুভ বিধান আর কি হইতে পারে ভগবান! তবে—জগতের হিতকারিণী, সর্ব্বচিত্তগ্রাহিণী আমাদিগের জননী বসুন্ধরা এবং জাহ্নবীর মত বিপৎতারিণী এই রামায়ণ-কথা সকল বিঘ্ন বিপত্তি দূর করিয়া দিয়া সর্ব্ববিধ কল্যাণ বিতরণ করুক, এই ভিক্ষা এবং ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ধীশক্তি-সম্পন্ন এই মহাকবি বাল্মীকি প্রণীত যে পুণ্য আখ্যায়িকা অদ্য সর্ব্বজন সমক্ষে অভিনীত হইল, পণ্ডিতমণ্ডলী সর্ব্বদা ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকিয়া ইহার জাজ্জ্বল্য দৃষ্টান্তকে অন্তরে জাগ্রত করিয়া রাখুন, এই প্রার্থনা।

সমাপ্ত।